উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৫,১৮৮.৬০ (-৩২.০০)
নিফটি : ২৬,১৪৬.৫৫ (-১৬.৯৫)

'জীবনের আলোকে নিয়ে ২০২৬-এ পা রাখছি' আবেগঘন পোস্ট বিরাটের **১১**

পানশালায় ভয়াবহ আগুনে মৃত ৪০ **১০**

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৫°	২৬°	২৬°	২৬°
সর্বনিম্ন	১১°	১১°	১১°	১১°

বিষজলে শেষ শৈশব, ইন্দোরে হাহাকার **১০**

শিলিগুড়ি ১৭ পৌষ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 2 January 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 224

উত্তরের খোঁজে

ভুলভুলাইয়ায় ঘুরে বেড়ান বিভ্রান্ত ভোটারকুল

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ইদানীং কাগজ এবং টিভি খুললেই দুটো জিনিস দেখে মন খারাপ হয়ে যায় খুব।

এক, বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর ভিনরাজ্যে আক্রমণ আর থামছেই না।

দুই, স্রেফ ভোটার তালিকায় নাম তোলানোর জন্য কী ভোগান্তিই না হচ্ছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের!

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয় তাঁদের বিস্মিত মুখের দিকে। দেখে প্রশ্ন জাগে, কী দরকার এত কষ্ট করে ভোটার তালিকায় নাম তোলানোর! কী দরকার ভোট দিয়ে! সেই তো থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড় কোনও এক সরকার হবে! ধর্ম ধর্ম ধর্ম করে, ঘৃণার আলখাল্লা পরে, হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব লাগিয়ে, মন্দির-মসজিদের তলায় চাপা পড়ে যাবে আসল সব সমস্যা। উন্নয়ন, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, ধর্মনিরপেক্ষতা, উদারতা, ন্যায়বিচার...। সংসদ এবং বিধানসভায় যত রাজ্যের অর্থহীন

এরপর আটের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যেকোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
অ্যাক্সিডেন্ট হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক বার্ন
24x7 Emergency
90 5171 5171

নতুন বছর সবার **সমান নয়**

নতুন বছরে নতুন প্রত্যাশা নিয়ে সংকটমোচন মন্দিরে পুজো। শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়িতে। (নীচে) প্রবল শীতে কাতর খুদে ওম খুঁজছে মায়ের কোলে। নতুন বছর তার কাছে অর্থহীন। গুরুগ্রামে। ছবি : সূত্রধর ও পিটিআই

No Filters.
No Bias.
Just The Truth.
সাদা কে সাদা
কালো কে কালো
বলাই আমাদের ধর্ম
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ভোট আসছে, বোঝাই যাচ্ছে। তা না হলে কি আর সব অঙ্ক পালটে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার পায় বাংলা! এবার শুয়ে শুয়েই পৌঁছে যাওয়া যাবে কামাখ্যা-হাওড়া।

বন্দে ভারত স্লিপার প্রাপ্তি বঙ্গের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি : নিউ ইয়ার গিফট না ভোটের উপহার! বছরের প্রথম দিনের ঘোষণায় এই জল্পনা চাগিয়ে ওঠা স্বাভাবিক। খোদ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো জানিয়ে দিলেন, দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু হচ্ছে বাংলা ও অসমে। দুটি রাজ্যই এখন ভোটমুখী। এতদিন প্রচার ছিল, দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার পাবে দক্ষিণ ভারত। কিন্তু রেলমন্ত্রীর ঘোষণায় সেই কৌলীন্য পেয়ে গেল বাংলা ও অসম।

বৈষ্ণোর ঘোষণা অনুযায়ী, সেমিহাইস্পিড স্লিপার ট্রেনটির উদ্বোধন করতে ১৭ জানুয়ারি বাংলায় আসছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সন্দেহ নেই যে, ট্রেনটি বাংলা ও অসমের রেল যোগাযোগে নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। উত্তরবঙ্গ সেই যোগাযোগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভাগীদার হবে। কেননা, উত্তরবঙ্গ পাবে ট্রেনটির তিনটি স্টপ- নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি ও মালদা টাউন স্টেশন।

ট্রেনটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাওড়ায় উপস্থিত করাতে বুধবারই চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। এর পিছনেও রাজনীতির গন্ধ আছে। মনে করা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ট্রেনটি চালু করতে বিজেপির কৃতিত্বে সিলমোহর বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলবে। যদিও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর কথায়, 'ভোটের আশা নিয়ে এটা করছে। কিন্তু লাভ হবে না। আগে পরিষেবাটা তো ঠিক করুক।'

ট্রেনটির ভাড়া সাধ্যের মধ্যে রাখা হচ্ছে। এর পিছনেও ভোটের অঙ্ক আছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে নিশ্চিতভাবে মধ্যরাতে উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা যাওয়ার ট্রেনের দীর্ঘদিনের দাবি এতে পূরণ হতে চলেছে। কেননা, উত্তরবঙ্গের তিনটি স্টপ থেকেই মধ্যরাতে ট্রেনটি কলকাতা রওনা হবে। বেশি রাতের ট্রেনের দাবি দীর্ঘদিন ধরে করছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ।

এই দুই বিজেপি নেতা সম্প্রতি রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। দাবি পূরণ হওয়ায় দুজনই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

এরপর আটের পাতায়

চা শ্রমিক, জনজাতির শুনানিতে সরলীকরণ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : চা বাগানের শ্রমিক ও আদিবাসীদের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) বিশেষ ছাড়। আইন অনুযায়ী স্বীকৃত চা বাগানের শ্রমিক বা বাসিন্দাদের অন্য নথি না থাকলেও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এতে মূলত দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার চা শ্রমিকরা উপকৃত হবেন। কিন্তু তুলনায় নবীন বলে উত্তর দিনাজপুরের ছোট চা বাগানগুলি এই ছাড়ের আওতায় পড়বে না বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল।

নতুন ফরমান কমিশনের

চা বাগানের বাসিন্দাদের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রেও এসআইআর-এ সরলীকরণ করা হচ্ছে। এইসব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ যাতে বিধিবদ্ধ নথির অভাবে ভোটার তালিকার বাইরে না চলে যান, সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক জানিয়েছেন। শুনানিতে একের পর এক হয়রানির ঘটনা সামনে আসায় অস্বস্তিতে পড়ে বয়স্ক ও অসুস্থদের বাড়ি গিয়ে নথি যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। যদিও এর অন্যথায় দায় চাপিয়ে দিচ্ছে বিএলও ইআরও-দের ওপর।

নিঃসন্দেহে চা বাগানের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ উদ্যোগ অনেকের ক্ষেত্রে উদ্বেগের অবসান ঘটাবে। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল নিজেই বলেন, উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় শতাধিক

এরপর আটের পাতায়

নববর্ষে মন্দিরে মঙ্গলকামনা

পিকনিক-ভূরিভোজে উৎসবমুখর শিলিগুড়ি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি : মাগো, দেখো যেন নতুন বছর সকলের ভালো কাটে...

বৃহস্পতিবার হাসপাতাল মোড়ের কাছে মায়ের ইচ্ছে কালীবাড়িতে পুজো দেওয়ার পর এই কথা বলে কপালে দু'হাত ঠেকালেন বৃদ্ধা বীণা পাল। ভক্তদের লাইন হাসপাতালের গেট পেরিয়ে ততক্ষণে পৌঁছেছে শিলিগুড়ির প্রধান ডাকঘরের সামনে। একইরকম ছবি চোখে পড়েছে শহর শিলিগুড়ির অন্য মন্দিরগুলোর সামনেও।

কল্পতরু উৎসব ঘিরে এদিন আনন্দময়ী কালীবাড়িতে ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কালীবাড়ির সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাস বললেন, 'ভোর থেকে কয়েক হাজার মানুষ পুজো দিয়েছেন। কারও যেন অসুবিধে না হয়, সেদিকে নজর রেখেছি আমরা।' প্রায় দেড় ঘণ্টা লাইনে অপেক্ষার পর মাল্লাগুড়ির সংকটমোচন মন্দিরে পুজো সেরে বেরিয়ে চম্পাসারির বাসিন্দা নিখিল দাসের মুখে ফুটে উঠল হাসি। দুই সন্তানকে নিয়ে এসেছেন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি, ছেলেরা যাতে মন দিয়ে পড়াশোনা করে।'

নতুন বছরের প্রথম দিন সকাল থেকেই আকাশ ছিল ঝাঁ চকচকে। রোদের দেখা মিলেছে সর্বত্র। এমন সুন্দর আবহওয়া আউটিংয়ের জন্য নিঃসন্দেহে আদর্শ। পরিবার-পরিজন, প্রেমিক-প্রেমিকা, বন্ধুদের সঙ্গে দলবেঁধে উৎসবের মেজাজে দিন কাটালেন ছোট থেকে বড়রা। পরিকল্পনামাফিক অনেকেই ছুটলেন পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে। আরেকদল ভাড়াগাড়ি বেলুন দিয়ে সাজিয়ে সাউন্ড বক্সে গান বাজিয়ে রওনা দিলেন পিকনিক স্পটের উদ্দেশে। কারও আবার পরিকল্পনায় ছিল, শহরেই সিনেমা দেখা, পার্কে ঘোরা কিংবা আড্ডা মেরে হোটেল-রেস্তোরাঁয় জমিয়ে ভূরিভোজ।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, ৩১ ডিসেম্বর বিকেল ৪টে থেকে ১ জানুয়ারি বিকেল চারটে পর্যন্ত শিলিগুড়িতে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ১১২। বাতাসের মান, 'মডারেট' অর্থাৎ শ্বাসকষ্ট, ফুসফুস ও হৃদরোগে আক্রান্তদের সমস্যা হবে। অসুবিধে হতে পারে শিশু, প্রবীণদেরও। বর্ষবরণের রাতে ঘড়ির কাঁটা ১২টা ছোঁয়ার পর বিভিন্ন এলাকায় শোনা গিয়েছে বাজির শব্দ। বুধবার রাত যত গভীর হয়েছে, বাইকের দাপাদাপি তত বেড়েছে। বাজির শব্দে হাসমি চকের কাছে হিলকার্ট রোডের ধারবরাবর বসানো সারি সারি গাছে বাসা বাঁধা পাখির দল আতঙ্কিত হয়ে বারবার উড়ে যাচ্ছিল এদিক থেকে ওদিক।

এদিন অবশ্য যানজট-যন্ত্রণা বাদে বেনিয়মের ছবি সেভাবে চোখে পড়েনি শহরে। তরিবাড়ি, গুলমায় পিকনিক করতে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসেন এদিন।

এরপর আটের পাতায়

গজলডোবায় নৌকাবিহার। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

- সকাল থেকেই রোদ ঝলমলে আকাশ দেখে মনমেজাজ ফুরফুরে
- স্নান সেরে সেজেগুজে রাজপথে ছোট থেকে বড়রা
- পরিকল্পনামাফিক অনেকেই ছুটলেন পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে
- কেউ পরিবার নিয়ে গেলেন পিকনিকে, কেউ ঘুরে বেড়ালেন পার্কে

বালাসন নদীতে চিতাবাঘের দেহ

বুধবার বুনোর হামলায় জখম ৩

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১ জানুয়ারি : বর্ষশেষের বিকেল থেকে চিতাবাঘের আতঙ্কে তোলপাড় দুধিয়া। বুধবার বিকেলে চিতাবাঘের আক্রমণে পরপর জখম হন আপার দুধিয়ায় মুক্তেশ্বর মন্দিরের পুরোহিত ও স্থানীয় এক তরুণ। চিতাবাঘের হামলার খবর পেয়ে বন দপ্তরের কর্মী ও অফিসাররা সেখানে যান। তখনই আবার চিতাবাঘটি হামলা চালায় পানিঘাটা রেঞ্জের বিট অফিসার সরোজা তামাংয়ের ওপর। তবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সেই চিতাবাঘটিকে ধরতে পারেনি বন দপ্তর। ফলে বছরের প্রথম দিন এলাকায় আতঙ্ক রয়েছে। পিকনিক পার্টিদেরও বারবার সতর্ক করেছেন এলাকায় টহল দেওয়া বনকর্মীরা। এদিকে, এদিনই দুধিয়া সেতুর নীচে বালাসন নদী থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক মাদি চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার হয়। সেটিই হামলাকারী চিতাবাঘ কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

বুধবার বিকেলে দুধিয়ার ওপরে মুক্তি সেতুর কাছে মুক্তেশ্বর মন্দিরের পুরোহিত জিতেন্দ্র রাই মন্দির থেকে বেরিয়ে ঘরে ফেরার পথে একটি চিতাবাঘ তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি চিৎকার করে হাত-পা ছোড়ায় তুলনায় আকারে ছোট চিতাবাঘটি তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। এর কয়েক মিনিট পরেই ওই রাস্তা দিয়ে ফেরা এক তরুণের উপর আবার হামলা চালায় চিতাবাঘটি। খবর পেয়ে কার্সিয়াং বন বিভাগের পানিঘাটা ও বামনপোখরি রেঞ্জের বনকর্মী ও আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সেই সময়ই পানিঘাটা রেঞ্জের বিট অফিসার সরোজা তামাংয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিতাবাঘটি। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ব্যাংডুবি থেকে এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের কর্মীরা পৌঁছান দুধিয়ায়।

বালাসনে বুনোর মৃতদেহ।

জখম পুরোহিতকে সুকনা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত বিট অফিসারের আঘাত বেশি থাকায় তাঁকে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহত স্থানীয় তরুণকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে ওই তরুণের নাম জানা যায়নি।

এরপর আটের পাতায়

তোর্ষাপারে উন্নয়নই তুরুপের তাস

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ভোটের অঙ্ক

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কোচবিহার, ১ জানুয়ারি : ঘুঘুমারির কদমতলা মোড়। দুই যাত্রীর সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়েছেন টোটোচালক। মোড়ের মধ্যে টোটো দাঁড়িয়ে থাকায় আরও কয়েকটি টোটো ও গাড়ি আটকে পড়েছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কারওই। হর্ন দিয়েও কাজ হচ্ছে না। কাছে যেতেই বোঝা গেল ভাড়া নিয়ে ঝামেলা। আঙুল উঁচিয়ে এক যাত্রী বলছেন, 'আগে রাস্তা ভাঙাচোরা ছিল। তখন আমরা ২০-২৫ টাকা দিতাম। এখন তো রাস্তা ঝাঁ চকচকে। এখন যা ভাড়া (অর্থাৎ ১০ টাকা) তাই নিতে হবে।' সেই যুক্তি অবশ্য মানতে নারাজ টোটোচালক। তিনি কিছুতেই ২৫ টাকার কমে যাবেন না। রাগে গজগজ করতে করতে ধাক্কা দিয়ে টোটো এগিয়ে দিলেন যাত্রীটি। অন্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'সরকার রাস্তা তো বানিয়ে দিল। কিন্তু টোটোর ভাড়া এখনও ঠিক করতে পারল না।'

শুধু পশারিহাটের রাস্তাই নয়, কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় থাকা ন'টি গ্রাম পঞ্চায়েতে কয়েক ডজন রাস্তা সারাই হয়েছে গত পাঁচ বছরে। না, তাতে অবশ্য স্থানীয় বিজেপি বিধায়কের কৃতিত্ব নেই। কৃতিত্ব আদতে রাজ্য সরকারের। শাসকদল তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) ২০২১-এর নির্বাচনে ওই কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছেন বিজেপির নিখিলরঞ্জন দে'র কাছে। ২০২৬-এর নির্বাচনে তিনিই ওই কেন্দ্রের সম্ভাব্য প্রার্থী হবেন ধরে নিয়েই গত পাঁচ বছরে ঘর গুছিয়েছেন হিপ্পি। সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ প্রয়োগ করে পরিকল্পনামাফিক মন্ত্রীদের কাছে দরবার করে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় রাজ্য সরকারের নানা উন্নয়ন প্রকল্পে দেদার কাজ করিয়েছেন। জেলা তৃণমূলের অন্দরে একথা কেউ অস্বীকার করে না যে, মন্ত্রী হয়েও উদয়ন গুহর নির্বাচনি এলাকা দিনহাটায় যত কাজ হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি কাজ হয়েছে

এরপর আটের পাতায়

কেঁচোর অন্ত্রে শকুনের সঞ্জীবনীর খোঁজ

এক এক করে শেষ হয়ে যাচ্ছে উত্তরের শকুনকুল। কারণ জানতে গিয়ে মাথায় হাত। অবশেষে সঞ্জীবনীর খোঁজ। উদ্ভাবনে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনলজির অধ্যাপক রণধীর চক্রবর্তী এবং দুই গবেষক পার্থ বর্মন ও শিল্পা সিনহা।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি : এই আবিষ্কার এক অলৌকিক মহাকাব্যর মতোই। হিমালয়ের পাদদেশে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যদি আপনি ওপরের দিকে তাকান, তবে দেখবেন এক ধূসর শূন্যতা। অথচ তিন দশক আগেও এই আকাশে শকুনেরা ডানা মেলত। প্রকৃতির সেই অমোঘ সাফাইকর্মী, যারা মৃত্যুকে জীবনের চক্রে ফিরিয়ে আনত এক নিপুণ দক্ষতায়। আজ সেই আকাশ মৌন। এই নীরবতার আড়ালে লুকিয়ে আছে এক আধুনিক ট্র্যাজেডি, যার নাম ডাইক্লোফেনাক। মানুষের তৈরি একটি সামান্য ব্যথানাশক ওষুধ। গবেষণা বলছে, কার্যত সেই ওষুধই শকুনদের মেরে ফেলে গোটা বাস্তুতন্ত্রের মেরুদণ্ডে আঘাত হেনেছে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য ব্যবহৃত সেই ওষুধ পক্ষীকুলের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে। সেই ক্ষত সারাতে এক অদৃশ্য সঞ্জীবনী খুঁজে বের করলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনলজি বিভাগের একদল গবেষক।

আইসেনিয়া ফেটিডা নামক এক সাধারণ কেঁচোর অন্ত্র থেকে খুঁজে পাওয়া সেই সঞ্জীবনী আসলে একটি ব্যাকটিরিয়া, যা ডাইক্লোফেনাক-কে গিলে খায়। আরও স্পষ্ট করে বললে, হজম করে ফেলে। আবিষ্কৃত নয়া ব্যাকটিরিয়ার নাম 'সেরাসিয়া এসপি, স্ট্রেইন ইডব্লিউজি-৯'। এই ক্ষুদ্র ব্যাকটিরিয়াটি আজ বিশ্বের কাছে বিস্ময়। গবেষণা বলছে, সেরাসিয়া ডাইক্লোফেনাক-কে কেবল আক্রমণই করে না, বরং তাকে নিজের বেঁচে থাকার শক্তির উৎস হিসেবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ, মানুষের ছড়িয়ে দেওয়া বিষই তার পরমান্ন। আমরা যখন প্রকৃতিকে বিষাক্ত করছি, প্রকৃতি তখন মাটির গহিনে তার নিরাময়ের বীজ বুনে রেখেছে। বায়োটেকনলজির অধ্যাপক রণধীর চক্রবর্তী এবং দুই গবেষক পার্থ বর্মন ও শিল্পা সিনহা সেই বীজ খুঁজে বের করেছেন।

ডাইক্লোফেনাক প্রথম যখন চিকিৎসাবিজ্ঞানে এল, তখন প্রাণী চিকিৎসকরা তাকে এক জাদুকরি নিরাময় হিসাবেই ব্যবহার করতেন। প্রদাহনাশক এই ওষুধ মানুষ ও গবাদিপশু উভয়ের ব্যথামুক্তি ঘটিয়েছিল দ্রুত। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের সমীকরণটি আমরা বুঝতে ভুল করেছিলাম। মৃত গবাদিপশুর শরীরে থেকে যাওয়া ওষুধের সামান্য অবশিষ্টাংশ শকুনের শরীরের জন্য হয়ে উঠল কালান্তক বিষ। গবেষণায় দেখা যায়, মাংসের সঙ্গে শরীরে ঢুকে ডাইক্লোফেনাক শকুনের কিডনি বিকল করে দিচ্ছে। তাতেই মড়ক লাগে।

মাত্র এক দশকের ব্যবধানে দক্ষিণ এশিয়ায় ৯৫ শতাংশেরও বেশি শকুন বিলুপ্ত হয়ে যায়। নষ্ট হতে শুরু করে প্রকৃতির ভারসাম্য। শকুনের প্রস্থান শুধু একটি প্রজাতির হারিয়ে যাওয়া ছিল না, তা ছিল এক মহামারির আমন্ত্রণ।

এরপর আটের পাতায়

- মানুষ ও গবাদিপশুর ব্যথানাশক ওষুধ ডাইক্লোফেনাক
- মৃত গবাদিপশুর শরীরে থেকে যাওয়া ওষুধের অবশিষ্টাংশ শকুনের শরীরের জন্য কালান্তক বিষ
- মাংসের সঙ্গে শরীরে ঢুকে ডাইক্লোফেনাক শকুনের কিডনি বিকল করে দিচ্ছিল
- কেঁচোর অন্ত্র থেকে এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কার করেছেন গবেষকরা, যা ডাইক্লোফেনাক-কে গিলে খায়

বদলির নির্দেশ পেয়ে হাউহাউ কান্না পার্থর

কে দেখবে বন্যপ্রাণীদের...

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১ জানুয়ারি : দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসনকেন্দ্রের ওয়াইল্ডলাইফ গার্ড হিসেবে চাকরি করতেন পার্থসারথি সিনহা। তাঁর দায়িত্ব ছিল চিতাবাঘগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা। নিয়মিত স্নান করানো, খাবার দেওয়া, অসুস্থ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চিতাবাঘগুলির দেখভাল করা ছিল তাঁর দায়িত্ব। তাদের দেখলেই পার্থ বুঝে যান কী অসুবিধা হচ্ছে। পার্থর পরিচর্যা ও হাতের স্পর্শেই দীর্ঘদিন বেঁচেছিল রাজা নামের বাঘ।

সেই পার্থকেই বদলি করে দেওয়া হল বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পশ্চিম রেঞ্জে ডেপুটি রেঞ্জ অফিসার পদে। হাতে বদলির কাগজ পেয়ে আনন্দের বদলে কান্নায় ভেঙে পড়েন পার্থ। জানালেন, নিজের সন্তানের মতো এখানকার চিতাবাঘগুলিকে লালনপালন করে আসছিলেন সেই ২০০৫ সাল থেকে। দীর্ঘ ২১ বছর পর ওদের মায়া ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে তাঁকে।

সুপ্রিম কোর্ট সার্কাসে বাঘের খেলা নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়ার পর তিনটি সার্কাস থেকে ১৯টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসনকেন্দ্রে আনা হয়েছিল। তৎকালীন বনমন্ত্রী যোগেশচন্দ্র বর্মন ও রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপাল অতনু রাহা বাঘগুলির সঙ্গে পার্থকেও ওই জায়গায় নিয়ে এসেছিলেন। সেসময় পার্থ সার্কাসে বাঘগুলির দেখাশোনা

চিতাবাঘের শাবককে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছেন পার্থসারথি সিনহা।

করতেন। ২০১১ সালে পার্থর ওয়াইল্ডলাইফ গার্ড পদে চাকরির স্থায়ীকরণ হয়।

দক্ষিণ খয়েরবাড়ি যৌথ বন পরিচালন কমিটির সম্পাদক কাজি রতনের অভিযোগ, 'কুঞ্জনগর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। ২৫টি চিতাবাঘ

- দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসনকেন্দ্রের ওয়াইল্ডলাইফ গার্ড হিসেবে চাকরি করতেন পার্থসারথি সিনহা
- তাঁকে এবার বদলি করে দেওয়া হল বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পশ্চিম রেঞ্জে ডেপুটি রেঞ্জ অফিসার পদে
- টানা ২১ বছর ধরে চিতাবাঘদের স্নান করানো, খাবার দেওয়া, অসুস্থ হলে চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো দেখভাল করা ছিল দায়িত্ব

এই ব্যাঘ্র-প্রকল্পে রয়েছে। এদের দেখাশোনার দায়িত্ব পার্থ ছাড়া অন্য কাউকে দিলে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে।'

কাজি রতন জানালেন, নতুন যাঁকে দায়িত্বে আনা হয়েছে, তাঁর বাঘ সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। তাছাড়া ওই কর্মী ৩১ জানুয়ারি অবসর নেবেন। তিনি বলেন, 'আমাদের দাবি, পার্থ এখানেই থাক।'

এব্যাপারে পার্থ বলেন, 'আমাকে বক্সায় বদলি করা হয়েছে। তবে সেখানে জঙ্গল পাহারার কাজ করতে হবে। এই কাজের অভিজ্ঞতা আমার একদম নেই। যদিও সরকারি চাকরি। স্যররা যেটা ভালো বুঝেছেন, সেটা করেছেন। আমাকে যে কাজই দেওয়া হবে, সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে করার চেষ্টা করব।'

আবেগতাড়িত কণ্ঠে পার্থ বলেন, 'ওদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। কারণ এখানে চিতাবাঘের শাবক থেকে শুরু করে পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। ওদের খাবার দেওয়া, নখ কেটে দেওয়া, স্নান করানো, অসুস্থ হলে স্যালাইন দেওয়া, রক্ত পরীক্ষার জন্য রক্ত নেওয়া- সব কাজ আমি করতাম। নিজের সন্তানের মতোই আগলে রাখতাম ওদের।'

পার্থর বদলির ব্যাপারে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ানকে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি ধরেননি। ফোন ধরেননি উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি।

নিজের সামর্থ্য যেমনই হোক, অসহায় মানুষের পাশে উপস্থিত হতে তাঁর কখনও ভুল হয় না। এপর্যন্ত কয়েকশো রোগীকে তিনি হাসপাতালের দরজা অবধি পৌঁছে দিয়েছেন অক্লেশে। ৪০ জনেরও বেশি মানুষকে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছেন। স্কুল জীবন থেকে সাহায্য করার এমন অভ্যাসই এখন লাটাগুড়ির অনির্বাণ মজুমদারকে করে তুলেছে ভরসার আরেক নাম।

মুমূর্ষুদের সুস্থ করে তৃপ্তি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১ জানুয়ারি : পেশায় তিনি পর্যটন ব্যবসায়ী, অথচ নেশায় ত্রাতা। ত্রাতা কারণ, তাঁর জন্য বেঁচেছে প্রচুর জীবন। গভীর রাতে হোক কিংবা সদ্য আলো ফোটা ভোর, যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা মুমূর্ষু রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতেই হবে, এমনই যেন পণ লাটাগুড়ির বাসিন্দা অনির্বাণ মজুমদারের। কেউ হঠাৎ অসুস্থ হলে, জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন পড়লে, তাঁকে খোঁজেন চেনা-অচেনা প্রচুর মানুষ। ডাক পড়লেই ছুটেও যান। পাড়াপ্রতিবেশী থেকে শুরু করে ভবঘুরে কিংবা অসহায় মানুষ, সকলের সাহায্যেই তিনি হাজির হন। কারও পরিচয় কী, বা তাঁর আর্থিক সামর্থ্যই বা কেমন সেসব বিচার না করে মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। এখনও পর্যন্ত কয়েকশো অসহায় রোগীকে সরকারি হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে তিনি নজির গড়েছেন।

তবে কেবল পৌঁছে দিয়েই দায়িত্ব সারেন না অনির্বাণ। রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা থাকে। লাটাগুড়ি বাজার এলাকায় মা সর্বাণী মজুমদার, দুই ভাই সৌমেন ও শুভজিৎকে নিয়ে অনির্বাণের বাস। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর তাঁর এই অভ্যাস স্কুলজীবন থেকেই শুরু হয়েছে। কারও বাড়িতে কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, চিকিৎসা করানো এবং সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনার পুরো দায়িত্বই নিজের কাঁধে তুলে নেন। অনির্বাণ বললেন, 'লাটাগুড়িতে কোনও পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাকেন্দ্র নেই। এলাকার অসুস্থ মানুষদের তাই আজও মালবাজার, ময়নাগুড়ি কিংবা জলপাইগুড়িতে ছুটতে হয়। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি চিকিৎসার জন্য মানুষকে এভাবে দৌড়াতে। সেই সময় থেকেই রোগীদের সঙ্গে হাসপাতালে যেতে যেতে এই কাজটাই আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।'

নিজের আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল নয় অনির্বাণের। রোগীদের নিয়ে যাতায়াতের নানা খরচও কখনো-কখনো দিতে হয় তাঁকে। তা-ও করেন খুশি মনে। মালবাজার, ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি তো বটেই, এছাড়া নিজের কাজ বাদ দিয়ে বহু রোগীকে ভিনরাজ্যেও চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছেন অনির্বাণ। শুধু পরিচিত মানুষই নয়, রাস্তায় পড়ে থাকা মানসিক ভারসাম্যহীন, অসুস্থদের উদ্ধার করেও একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন তিনি। জরুরি রক্তের প্রয়োজনে ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করেও ছুটে যান বারবার। এখনও পর্যন্ত ৪০ জনেরও বেশি রোগীকে নিজের রক্ত দিয়ে তাঁদের নতুন জীবন ফিরে পেতে সাহায্য করেছেন।

এই কাজের জন্য অনির্বাণ অবশ্য তাঁর পরিবারকেও ধন্যবাদ দিতে ভোলেননি। তিনি জানান, তাঁর প্রয়াত বাবা সুবোধ মজুমদার

অনির্বাণ মজুমদার।

প্রথম থেকেই সেই কাজকে সমর্থন করেছেন। পারিবারিক অনুপ্রেরণাই তাঁর আসল সাহস। অনির্বাণের মা সর্বাণী বলেন, 'ছেলের কাজে আমি গর্বিত। মানুষের উপকার করতে পারলে সেটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।'

আজকালকার দিনে অনির্বাণের মতো মানুষ পাওয়া দুষ্কর, মানছেন লাটাগুড়ির মানব ঘোষ। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব জানান, অনির্বাণের এই কাজকে কুর্নিশ। নিঃস্বার্থভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি শুধু একজন পর্যটন ব্যবসায়ী নন, অসংখ্য অসহায় মানুষের কাছে ভরসার নামও।

১৬০০ টাকা কেজিতে মহার্ঘ্য বোরোলি

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১ জানুয়ারি : ইংরেজি বছরের প্রথম দিনই মেখলিগঞ্জ বাজারে চড়া দরে বিক্রি হল তিস্তার বোরোলি। ১ হাজার থেকে ১৬০০ টাকা কেজিতে পৌঁছে যায় এই নদীয়ালি মাছ।

বরাবরই তিস্তার বোরোলির একটা আলাদা চাহিদা মানুষের মধ্যে থাকে। বিশেষ করে পয়লা বৈশাখ, জামাইষষ্ঠী, ইংরেজি নববর্ষের মতো দিনগুলিতে অনেকেরই লক্ষ্য থাকে পাতে দুটো হলেও যেন বোরোলি থাকে। বোরোলি কিনতে এদিনও মেখলিগঞ্জ বাজারে ক্রেতাদের ভিড় জমেছিল। স্বাভাবিকভাবেই জোগানের তুলনায় চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। যে কথা স্বীকারও করেন মাছ বিক্রেতারা।

মাছ বিক্রেতা রবীন দাস বলেন, 'সাধারণত বোরোলি ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা কেজি বিক্রি হয়। তবে আজ বড় সাইজের মাছ উঠেছে। তাছাড়া জোগান অপেক্ষা ক্রেতার সংখ্যা বেশি থাকায় ১৬০০ টাকা কেজি বোরোলি বিক্রি হয়েছে। মানুষ সকাল থেকেই মাছ কেনার জন্য ভিড় করেছিল। এমনকি জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, হলদিবাড়ি, ধূপগুড়ি থেকেও বোরোলি কেনার জন্য পাইকাররা মেখলিগঞ্জ আসছেন।'

মেখলিগঞ্জ শহরে বছরের শুরুতেই দর হাঁকাল বোরোলি।

মাছ বিক্রেতা দুলাল দাসের কথায়, 'আমাদের ধারণা ছিল, আজ চিংড়ি থেকে ইলিশ জাতীয় মাছের চাহিদা বেশি থাকবে। কিন্তু সবাইকে টপকে বোরোলি নিজের স্বাদ চেনাল। শীতে বোরোলির চাহিদা বেশি হয়। জোগান তেমন না থাকলেও বোরোলি কিনতে দূরদূরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা মেখলিগঞ্জ আসছেন।'

মেখলিগঞ্জ শহরে এদিন খাসির মাংস বিক্রি হয়েছে প্রায় ৮০০ টাকা কেজি দরে, পাঁঠার মাংসের দাম ছিল ৮৫০ থেকে ৯০০ টাকা কেজি। অথচ বোরোলির দাম তার দ্বিগুণ হলেও এদিন সকাল থেকেই তার চাহিদা ছিল তুঙ্গে।

মেখলিগঞ্জ শহরের ক্রেতা দিব্যায়ণ সরকার বলেন, 'মাংস তো হামেশাই খাওয়া হয়। কিন্তু আজ বোরোলি দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। চড়া দামে হলেও বোরোলি কিনেছি। বছরের প্রথম দিন শীতের দুপুরে ধনে পাতা, ডালের বড়ি দিয়ে বোরোলি মাছের ঝোল ও গরম ভাত খাওয়ার যা মজা, এর চেয়ে ভালো বছরের শুরু আর কী হতে পারে।'

মেখলিগঞ্জ শহরের ক্রেতা রত্নাদিত্য দত্ত বলেন, 'তিস্তা নদীর বোরোলির রাজ্যজুড়ে খ্যাতি রয়েছে। বছরের প্রথম দিন তা নেওয়ার লোভ অনেকেই ছাড়তে চাননি। আর কথাতেই রয়েছে, মাছে-ভাতে বাঙালি। তাই আজ বোরোলির চাহিদা ছিল তুঙ্গে।'

পুরোহিতদের জন্য 'শুদ্ধি পাঠশালা'

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১ জানুয়ারি : 'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং...'— মন্ত্র তো অনেকেই পড়েন, কিন্তু সেই উচ্চারণের গভীরে লুকিয়ে থাকা সুর আর ছন্দের শুদ্ধতা সবার মুখে বজায় থাকে কতটা? শাস্ত্র বলে, ভুল উচ্চারণের একটি অক্ষরও বদলে দিতে পারে মন্ত্রের সম্পূর্ণ অর্থ। আর সেই 'শব্দ-বিভ্রাট' আশীর্বাদের বদলে নাকি ডেকে আনতে পারে অমঙ্গল। নতুন প্রজন্মের পুরোহিতদের মধ্যে এই ত্রুটি ঘোচাতে এবং সনাতনী রীতিনীতিকে বজায় রাখতে বছরের প্রথম দিনে বালুরঘাটে অভিনব উদ্যোগ নিল দক্ষিণ দিনাজপুর পুরোহিত কল্যাণ সমিতি। রঘুনাথপুর মন্দির চত্বরে যাত্রা শুরু করল বিশেষ সংস্কৃত অ্যাকাডেমি ও পাঠশালা।

রঘুনাথপুর মন্দিরের শান্ত পরিবেশে একটি ছোট্ট ঘর। দরজার কপাটে খোদাই করা প্রাচীন ঋষিবাক্য— 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'। অর্থাৎ সেই বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা, যা মানুষকে অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি দেয়। ঘরের ভেতরটা বদলে গিয়েছে এক আধুনিক চতুষ্পাঠীতে। দেওয়ালে হোয়াইট বোর্ড, সারি সারি সাজানো চেয়ার-টেবিল। সেখানে প্রবীণ পুরোহিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপকদের সামনে ছাত্রের মতো বসে আছেন তরুণ যাজকরা। লক্ষ্য একটাই, কেবল জীবিকা নয়, শুদ্ধ আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেদের ও যজমানদের মঙ্গলসাধন।

এদিন পাঠশালায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সংস্কৃত অধ্যাপক ডঃ কুন্তল গঙ্গোপাধ্যায়। অধ্যাপক বলেন, 'মহাভাষ্য ও সিদ্ধান্ত কৌমুদী ঘাঁটলে দেখা যায়, দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধে অসুররা পরাজিত হয়েছিল শুধুমাত্র ভুল মন্ত্র উচ্চারণের কারণে। ভুল উচ্চারণে মন্ত্র তার প্রাণ হারায়।' এই পাঠশালায় তাই কেবল মন্ত্র মুখস্থ করানো নয়, বরং ব্যাকরণের চুলচেরা বিশ্লেষণে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত— এই তিন প্রকার স্বরের প্রয়োগ শেখানো হবে।

সংগঠনের জেলা সম্পাদক প্রদীপ ভাদুড়ির চোখে এক বড় স্বপ্ন। তিনি বলেন, 'আমরা চাই না কোনও পুরোহিত কেবল পুজো সারার তাড়নায় ভুল মন্ত্র পাঠ করুন। নবাগতদের উচিত আগে পদ্ধতি শেখা, তারপর পুজো করা।' পাঠশালায় অংশ নেওয়ার পর নবীন পুরোহিত রাহুল চক্রবর্তীর কথায় ধরা পড়ল তৃপ্তির সুর, 'সঠিকভাবে উচ্চারণ শিখলে নিজের ভেতরের বৌদ্ধিক বিকাশ তো হবেই, যজমানদেরও পূর্ণ ফল দিতে পারব। এই পাঠশালা আমাদের জন্য ভীষণ জরুরি ছিল।'

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ট্রেনের যাত্রা আরম্ভ হওয়ার সময়ে পরিবর্তন

যাত্রীদের সুবিধার জন্য, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ০১-০১-২০২৬ তারিখ থেকে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির **যাত্রা আরম্ভ হওয়ার সময় পরিবর্তন** করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ট্রেন নং.	থেকে	পর্যন্ত	বিদ্যমান প্রস্থান	সংশোধিত প্রস্থান
12048	নর্থ লখিমপুর	গুয়াহাটি	17.00	17.20
12098	খোংসাং	আগরতলা	14.50	14.45
12423	ডিব্রুগড়	নিউ দিল্লি	20.55	20.50
12487	যোগবানী	আনন্দ বিহার (টি)	20.45	20.35
12502	আগরতলা	কলকাতা	07.35	07.30
12520	আগরতলা	লোকমান্য তিলক (টি)	07.20	07.30
13126	সাইরাং	কলকাতা	07.15	07.00
13148	বামনহাট	শিয়ালদহ	13.50	14.05
13150	আলিপুরদুয়ার জং.	শিয়ালদহ	15.15	15.40
15283	মনিহারী	জয়নগর	22.05	22.15
15417	আলিপুরদুয়ার জং.	শিলঘাট টাউন	18.00	18.45
15418	শিলঘাট টাউন	আলিপুরদুয়ার জং.	17.40	18.00
15609	গুয়াহাটি	সাইরাং	19.00	06.00
15610	সাইরাং	গুয়াহাটি	19.00	06.00
15612	শিলচর	রঙিয়া	22.40	23.00
15701	কাটিহার	শিলিগুড়ি জং.	05.00	04.45
15709	মালদা টাউন	নিউ জলপাইগুড়ি	16.50	14.30
15722	নিউ জলপাইগুড়ি	দিঘা	20.15	19.55
15768	আলিপুরদুয়ার জং.	শিলিগুড়ি জং.	05.15	05.45
15815	গুয়াহাটি	ডেকারগাঁও	16.45	16.55
15903	ডিব্রুগড়	চণ্ডীগড়	09.10	09.00
15926	ডিব্রুগড়	দেওঘর	23.55 (মঙ্গল)	01.30 (বুধ)
15933	নিউ তিনসুকিয়া	অমৃতসর	10.10	10.00
26301	যোগবানী	দানাপুর	03.25	03.30
75602	তিনসুকিয়া	লামডিং	07.15	07.40

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

আমি Ongel Lama পিতা Sete Lama জয়ন্তী চা বাগান, আলিপুরদুয়ার নিবাসী আমার EPFO A/c.-এ নাম ভুল থাকায় গত 30-12-25 তাং APD. Notary Public-এ অ্যাফিডেভিট বলে Ongel Lama ও G. Lama এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

অ্যাফিডেভিট

অমি Rajesh Oraon পিতা Bandhu Oraon জয়ন্তী চা বাগান, আলিপুরদুয়ার নিবাসী আমার EPFO A/c.-এ নাম ভুল থাকায় গত 30-12-25 তাং APD. Notary Public-এ অ্যাফিডেভিট বলে Rajesh Oraon ও K. Oraon এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

•

আমি Nikodin Munda পিতা Samoyel Munda জয়ন্তী চা বাগান, আলিপুরদুয়ার নিবাসী আমার EPFO A/c.-এ নাম ভুল থাকায় গত 30-12-25 তাং APD. Notary Public-এ অ্যাফিডেভিট বলে Nikodin Munda ও B.Munda এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

•

আমি Harimaya Chhetri স্বামী Rajesh Chhetri জয়ন্তী চা বাগান, আলিপুরদুয়ার নিবাসী আমার EPFO A/c. -এ নাম ভুল থাকায় গত 30-12-25 তাং APD. Notary Public-এ অ্যাফিডেভিট বলে Harimaya Chhetri ও S. Chhetri এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

•

আমি বিনা রানী রায়, স্বামী অজিত কুমার রায়, বামুন পাড়া, শিবযজ্ঞ রোড (বাইলেন), থানা-কোতয়ালী, জেলা-কোচবিহার, গত 30/12/25 তারিখে নোটারী পাবলিক কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার সঠিক জন্ম তারিখ 01/01/1966.

মালিগাঁওএ বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং ৫৫ অফ ২০২৫ তারিখ ৩০-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচডব্লুয়াই-৬৩-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থান: পাণ্ডু (পশ্চিম) এঃ জেডটিএমডি/ পাণ্ডুতে ট্র্যাক মেশিন অফিস স্টাফের সঙ্গে সম্পর্কিত বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ৭১,৯৪,৯৫৩.৯২/- টাকা। বায়না রাশি: ১,৪৩,৯০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচডব্লুয়াই-৬৪-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থান: গুয়াহাটি-কামাখ্যা- গুয়াহাটি এবং কামাখ্যা স্টেশনের সমগ্র প্ল্যাটফর্মে ২৩ বে পার্সেল শেডের নির্মাণ। টেন্ডার রাশি: ৫,১৭,৪১,৭৫৪.১৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৪,০৮,৭০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচডব্লুয়াই-৬৫-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থান: গুয়াহাটিতে- রানিং রুমের সম্প্রসারণ। টেন্ডার রাশি: ২,৯৫,৭৪,৯৭৩.৭৯/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৯৭,৯০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচডব্লুয়াই-৬৬-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থান: এসএসই/ডব্লিউ/ গুয়াহাটি অধিক্ষেত্রের অধীনে কলোনি এবং ইয়ার্ড নর্দমার মেরামত সহিত নর্দমা এবং কালভার্ট থেকে পলিযুক্ত সামগ্রীর অপসারণের সঙ্গে পলির নিষ্কাশন (এক বৎসরের জন্যে)। টেন্ডার রাশি: ১,৭৮,৫৬,২২৪.৯৯/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৩৯,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ/খোলার তারিখ এবং সময়: ২১-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মণ্ডলিক অভিযন্তা/গুয়াহাটি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৩৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৪৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৭৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩০২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩০৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
'45'
*ing : Shiva Rajkumar, Upendra
Time : 1:15 P.M.
প্রজাপতি-২
* Dev, Mithun
Time : 4:15 PM & 7:15 PM

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
Dhurandhar
Time : 12:00 & 6:30 P.M.
Prajapati-2
Time : 3:45 P.M.
04th Jan. (Sunday) close.

আজ টিভিতে

১ ঘণ্টার মহাপর্ব

উজি-ঋষির সম্পর্কের কী হবে পরিণতি? **জোয়ার ভাঁটা** রাত ৯.০০

লেখাপড়া না সংসার, কী বেছে নেবে লাজু? **কনে দেখা আলো** রাত ১০.০০

সিরিয়াল দুটি দেখুন জি বাংলায়

এলাকে জব্দ করতে গোরার চরম সিদ্ধান্ত। **মিলন হবে কত দিনে?** রাত ৯.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ রসগোল্লা, দুপুর ১.১৫ বিধাতার লেখা, বিকেল ৪.৩০ রাখী পূর্ণিমা, সন্ধে ৭.১৫ অরুন্ধতী, রাত ১০.১৫ কাঞ্চনা (বাংলা ভার্সন)
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ বিদ্রোহ, দুপুর ১২.৪৫ আই লভ ইউ, বিকেল ৩.৪৫ সেজ বউ, সন্ধে ৭.০০ বন্ধু, রাত ১০.৩০ রোমিও ভার্সাস জুলিয়েট
জি বাংলা সোনার : বেলা ১১.০০ শিমুল পারুল, দুপুর ১.০০ সকার, রাত ১০.০০ ওগো বধূ সুন্দরী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কেঁচো খুড়তে কেউটে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাগ পঞ্চমী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রতিশোধ

সেজ বউ বিকেল ৩.৪৫
কালার্স বাংলা সিনেমা

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১২ বাগি, দুপুর ১.৩৮ মিস্টার ইন্ডিয়া, বিকেল ৪.৫৮ কোয়লা
সোনি ম্যাক্স টু : বিকেল ৪.৪১ চা ভতিজা, সন্ধে ৭.৫০ মিস্টার নটওরলাল, রাত ১০.৫৮ বড়ে ঘর কি বেটি
স্টার গোল্ড : দুপুর ১.০০ স্ত্রী-টু, বিকেল ৪.২৩ চুপ চুপ কে, সন্ধে ৭.৫০ দঙ্গল, রাত ১১.১২ রাউডি রক্ষক

স্ত্রী-টু দুপুর ১.০০ **স্টার গোল্ড**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অপ্রিয় সত্যি কথা বলতে গিয়ে পরিবারে শান্তি নষ্ট হতে পারে। বহুদিনের পড়ে থাকা বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। বৃষ : নিকট কোনও আত্মীয়ের প্ররোচনায় দাম্পত্যে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। অতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। মিথুন : নতুন কোনও ব্যবসা শুরু করার আগে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। কর্কট : রাস্তাঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। আবেগের বশে কোনও দায়িত্ব নিয়ে পরে অনুশোচনা করতে হতে পারে। সিংহ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা আজ একটু কথাবার্তা সাবধানে বলুন। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্যের সম্ভাবনা। কন্যা : বেহিসেবি খরচের কারণে মানসিক চাপ থাকবে। কর্মপ্রার্থীরা দুপুরের পর ভালো খবর পাবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। তুলা : গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র খুব সাবধানে রাখুন। সন্তানের পড়াশোনায় আর্থিক বাধা কাটবে। পুরোনো কোনও জিনিস বিক্রি করে লাভবান হবেন। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিবলে কোনও কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের স্বপ্নপূরণ। ধনু : অংশীদারি ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে লাভবান হবেন। কোনও কাজের জন্য কাউকে উপহাস করে অনুশোচনায় ভুগতে হবে। মকর : স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসায় সাফল্য পাবেন। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে প্রশংসিত হবেন। কুম্ভ : বড় কোনও কোম্পানিতে লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। নতুন জমি বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। মীন : সামান্য অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কাজের জন্য প্রশংসিত হবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৭ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ১২ পৌষ, ২ জানুয়ারি ২০২৫, ১৭ পুহ, সংবৎ ১৪ পৌষ সুদি, ১২ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৩, অঃ ৫।০। শুক্রবার, চতুর্দ্দশী রাত্রি ৬।২৩। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ৮।১৩। শুক্রযোগ দিবা ১।২১। গরকরণ রাত্রি ৭।৩২ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৬।২৩ গতে বিষ্টিকরণ শেষরাত্রি ৫।২০ গতে ববকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৯।১ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ , রাত্রি ৮।১৩ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ৬।২৩ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৯।২ গতে ১১।৪১ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।২১ গতে ১০।১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ২।৪৭ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ৬।২৩ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার নিশিপালন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৫।০ মধ্যে ও রাত্রি ৫।৫৬ গতে ৯।৩০ মধ্যে ও ১২।৩০ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৭ গতে ৬।২৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Great Eastern™
We serve you best
36 MONTHS EMI
CASH BACK Upto 45000* On Debit & Credit Cards
1 EMI OFF
YES
YEAR END SALE
0 DOWN PAYMENT
30 DAYS REPLACEMENT GUARANTEE
BAJAJ FINSERV
HDB FINANCIAL SERVICES
IDFC FIRST Bank
ONIDA 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹24990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹28990*
Godrej 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹26490* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹30490*
VOLTAS 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹27990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹33990*
Haier 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹28490* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹34990*
LLOYD 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹28990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹35990*
Carrier 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹30990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹34990*
HITACHI 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹32490* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹36490*
LG 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹30990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹38490*
IFB 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹28990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹35490*
Whirlpool 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹27990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹30990*
BLUE STAR 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹30990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹36490*
MITSUBISHI ELECTRIC 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹29990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹33990*
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹28990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹35990*
SAMSUNG 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹30490* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹37990*
SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier
75 ₹55,990*
65 ₹40,990*
55 ₹25,990*
43 SMART ₹13,990*
32 SMART ₹7,990*
24 ₹5,990*
LLOYD 188 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹14490*
Godrej 184 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹15490*
Haier 185 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹15490*
Godrej 238 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹21490*
LG 242 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹22990*
Godrej 330 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹33990*
Haier 240 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹23990*
LG 308 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹28990*
Haier 300 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹30490*
Haier 596 L FREE MICROWAVE OFFER PRICE ₹64190*
LG 650 L FREE MICROWAVE OFFER PRICE ₹75190*
Godrej 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹15590*
Haier 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹14890*
LG 8 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹18290*
BOSCH 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹18090*
IFB 6.5 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹21590*
LG 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹26590*
Godrej 8 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹31590*
LLOYD 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹28590*
IFB 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹32090*
BOSCH 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹34190*
WATER HEATER
KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS hindware
Starting Price ₹2190*
PHILIPS INDUCTION ₹1890*
BAJAJ INDUCTION + IMMERSION ROD ₹1990*
BAJAJ MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹1990*
HAVELLS MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹2090*
PHILIPS MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹2090*
KENSTAR MIXER GRINDER (3 JAR) + INDUCTION + CHOPPER ₹2790*
AIR FRYER ₹2990*
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 99+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT, CONTAI
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last.*Price includes cashback & exchange offer.*Offer applicable on selected models & Brands.
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

পর্যটকদের ‘স্বর্গই’ আতঙ্কের আরেক নাম

উত্তরবঙ্গ মানেই পাহাড় আর অরণ্যের হাতছানি। সূর্য ডুবলেই যেখানে ঝিঁঝি পোকার একটানা সুর আর মায়াবী চাঁদের আলোয় ঘেরা সেইসব নির্জন বন লাগোয়া গ্রামের অলিন্দে লুকিয়ে থাকে কত না-বলা কথা। সেই রহস্য আর নস্টালজিয়াকে সঙ্গী করেই উত্তরবঙ্গ সংবাদের নতুন নিবেদন ‘বনবাড়ির গল্প’।

বনবাড়ির গল্প

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১ জানুয়ারি : জঙ্গল ঘেঁষা বনবস্তি। পাশে গড়ে উঠছে একের পর এক ট্যুরিস্ট লজ। সেখান থেকে পূর্ণিমার চাঁদ দেখে মোহিত হন পর্যটকরা। তাঁদের কাছে বন ঘেঁষা লজ, খোলা আকাশ, পোকামাকড়ের ডাক যেন আলাদাই স্মৃতি তৈরি করে। বারবার ডেকে আনে সেখানে। কিন্তু বন ঘেঁষা এলাকা হওয়ায় এর দাম কী দিতে হয়, সেটা স্থানীয়রাই জানেন।

রামশাই ভেলোয়ারডাঙ্গা বনবস্তি। গরুমারা জঙ্গলের ধারে একরত্তি বস্তি। মেরেকেটে এখানে ২৫ ঘরের বাস। রাত হলে বাসিন্দাদের আতঙ্কে থাকা যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব ঘরের সব বাসিন্দারা সারারাত আতঙ্কে থাকেন। কখন বুনো হাতি, বাইসন কিংবা গন্ডার আসে। রাত হলে গ্রামের মানুষ যদি ঘরে না ফেরেন, সারা গ্রাম প্রায় তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন রাস্তায়, সাবধানে লোকটা ফিরবে তো!!

গ্রামে পরিবেশ বলতে কিছুই নেই। বিদ্যুতের আলো আর পানীয় জলটুকুই পৌঁছেছে। স্কুল-কলেজ যেতে হয় জঙ্গল ঘেঁষা রাস্তা পেরিয়ে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়েও নিশ্চিন্তে থাকেন না বাবা-মা। ফিরতে বিকেল হয়ে যায়। রাস্তায় চিতাবাঘ, হাতি, বুনো শুয়োরের পাল থাকে। ছেলেমেয়েদের পইপই করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তারা যেন দলবেঁধে আসে। গ্রামে দোকান বলতে একটাই। সেখানেই মোজা থেকে কাপড় কাচার সাবান পাওয়া যায়। বাড়িতে অতিথি এলে মিষ্টি পাতে দেওয়ার সামর্থ্য নেই। যদিওবা দেওয়ার ইচ্ছে করে, তাহলেও সম্ভব নয়। মিষ্টি আনতে গেলেও পাড়ি দিতে হবে ১০ কিমি। গ্রাম লাগোয়া এলাকায় ইদানীং হোমস্টে হয়েছে। পর্যটকরাও আসেন নিয়মিত। বলেন, ‘কী সুন্দর এই গ্রাম। ঝিঁঝিঁপোকার ডাক শুনতে শুনতে নিঝুম রাতে আকাশে তারা দেখা যায়। আমাদের শহরে এইসব দেখি না।’

গ্রামের মানুষ জানেন এই তারা দেখতে পাওয়ার মূল্য তাঁদের কতটা দিতে হয়, যখন হাতি সারারাত গ্রাম দাপিয়ে বেড়ায়। গা ছমছমে গ্রামের পরিবেশ। সন্ধে হলেই গোটা গ্রামটাই কেমন হয়ে যায়।

একপাশে শাল-সেগুন-মেহগনির ঘন জঙ্গল গরুমারা, একপাশে দিগন্তজোড়া চা বাগান। পাশ দিয়ে শান্ত ছন্দে বয়ে চলেছে সুন্দরী জলঢাকা নদী। তার মাঝে ভেলোয়ারডাঙ্গা বনবস্তি। সন্ধ্যা নামলেই সেখানে হাতির দল ঘোরাফেরা করে। কখনও নালায় ওঁত পেতে থাকে লেপার্ড। ভেলোয়ারডাঙ্গাই নয়, রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালীপুর বনবস্তি, চটোয়া বনবস্তি, বুধুরাম বনবস্তির চিত্রটাও একই রকম।

ভেলোয়ারডাঙ্গার বাসিন্দা শিবু মুন্ডার কথায়, ‘একেবারে জঙ্গল ঘেঁষা এলাকা হবার ফলে প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও বন্যজন্তু ঘুরে বেড়ায়। বনকর্মীরা তাদের জঙ্গলে ফেরান।’

পাশ থেকে জিৎবাহান মুন্ডা বলেন, ‘বন্যপ্রাণীর হানায় গ্রামের অনেকেই আহত হয়েছেন। বাড়িঘর ভেঙেছে হাতি। প্রাণ হাতেই বাড়ি থেকে বের হতে হয় আমাদের।’ পাশ থেকে মাথা নেড়ে সম্মতি জানান বিফাই মুন্ডা, চন্দ্র খেরোয়া, মহারঙ্গ মুন্ডারা।

রামশাই জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বিনয় ঝাঁ বলেন, ‘আমাদের গ্রাম ভয়ংকর, কিন্তু সুন্দর। গ্রামের শোভা দেখতে এখন পর্যটকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।’ কিন্তু গ্রামবাসী কতটা আতঙ্কে রয়েছেন, সেই খোঁজ কতজনা রাখেন কি!

ভেলোয়ারডাঙ্গা বনবস্তি দিয়ে মোষের গাড়িতে পর্যটকরা জঙ্গলের পথে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জীবন ও জীবিকা।। *জামালদহে জলঢাকা নদীতে ছবিটি তুলেছেন আশুতোষ বর্মন।*

সংখ্যালঘু, মহিলার সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন

কমিটি তৈরিতে বিপাকে তৃণমূল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি : শহরের নেতাদের পুনর্বাসন দিতে গ্রামকে ব্রাত্য রাখল তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার দলের যে পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি ঘোষণা হয়েছে, সেখানে সংখ্যালঘু, মাড়োয়ারি, নেপালি ভাষাভাষীদের সুযোগও তেমন মেলেনি। মহিলার সংখ্যাও হাতেগোনা। ফলে নতুন কমিটি নিয়ে ফের গ্রাম-শহর ইস্যুতে তৃণমূলের অন্দরে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। যুব সংগঠনের কমিটি নিয়েও বিরোধ বেঁধেছে। সবমিলিয়ে ভোটের আগে অস্বস্তিতে জেলা নেতৃত্ব। কোর কমিটির সদস্য শংকর মালাকারের বক্তব্য, ‘সবাই মিলেই কমিটি তৈরি করেছি। এটা ঠিকই যে, কমিটিতে সংখ্যালঘু সদস্য কম। গ্রাম থেকেও আরও নেতাকে কমিটিতে রাখতে হবে। আলোচনা করে তালিকায় কিছু নাম সংযোজন করব আমরা।’

শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে দার্জিলিং জেলা কমিটি ঘোষণা করেন জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল। কোর কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে জেলা কমিটি তৈরি হয়েছে বলে দাবি করা হলেও প্রকাশিত তালিকায় জেলা চেয়ারম্যান ছাড়া কারও সই দেখা যায়নি। সাংবাদিক বৈঠকেও কোর কমিটির বেশিরভাগ সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। ৬৭ জনের পূর্ণাঙ্গ কমিটির পাশাপাশি ৯

- তৃণমূলের জেলা কমিটিতে শহরের মুখ বেশি, ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রামের নেতারা
- সকলকে খুশি করতে ৬৭ জনের কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক পদেই ৩০ জন
- কোর কমিটির সদস্যদের দেওয়া নামগুলি বাদ দিয়ে নতুন নামের অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ

জনকে স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য করা হয়েছে। জেলা কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক পদেই ৩০ জন। পাশাপাশি, পুরনিগমের সমস্ত মেয়র পারিষদ, মহকুমা পরিষদের সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতি এবং শাখা সংগঠনের সভাপতি পদাধিকার বলে জেলা কমিটির সদস্য বলে উল্লেখ রয়েছে। তবে, ৬৭ জনের জেলা কমিটিতে গ্রাম থেকে হাতেগোনা কয়েকজন রয়েছেন। মহিলা বলতে মাত্র পাঁচজন। কমিটিতে সংখ্যালঘু নাম বলতে শুধু আতাউর রহমান।

প্রস্তাবিত কমিটির তালিকা তৈরির জন্য বৈঠক ডাকা হয়। সেখানে প্রায় সব সদস্যই নাম দেন। কিন্তু কমিটি চূড়ান্ত হওয়ার পর কোর কমিটির সদস্যদের তা দেখানো হয়নি। কোর কমিটির একাধিক সদস্যের দেওয়া নামগুলি ঠাঁই পায়নি বলে অভিযোগ। চেয়ারম্যান সঞ্জয় বলেন, ‘সবাই মিলেই তালিকা তৈরি করা হয়েছে।’ যুব সংগঠনের কমিটি নিয়েও অভিযোগ উঠছে। অভিযোগ, যুব সংগঠনের জেলা সভাপতির পাঠানো তালিকা বাতিল হওয়ার পরে কমিটি তৈরির জন্য বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকে সঞ্জয় ছাড়াও যুব সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত মুখুটি এবং প্রাক্তন সভাপতি নির্ণয় রায় ছিলেন। বৈঠকে নির্ণয় জেলা কমিটির জন্য কিছু নাম দিয়েছিলেন। তার বেশিরভাগই বাদ গিয়েছে বলে অভিযোগ। তবে যুব সভাপতি বলেছেন, ‘সর্বসম্মত কমিটি তৈরি হয়েছে।’

নামেই নেত্রী

স্বামীর দাপটের কাছে হারিয়ে গিয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। সভাপতির দপ্তরে বসে সব কাজেই ছড়ি ঘোরান স্বামী।

সভাপতির প্রয়োজন শুধু সইয়ের জন্য

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১ জানুয়ারি : ‘খাঁচায় বন্দি নারী স্বাধীনতা। নির্বাচিত হয়েও হেঁশেলেই ব্যস্ত দিনভর।’ ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির মহিলা সভাপতির ক্ষমতার বহর কতটা ব্যাপ্ত, তা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরের এক প্রভাবশালী নেতার মন্তব্য এমনই।

ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির মহিলা সভাপতি বিনতা দাস সরকার। তবে বিনতার স্বামী তথা ইসলামপুর ব্লক তৃণমূলের সহ সভাপতি শ্যামল সরকারই সর্বেসর্বা। সভাপতির বোর্ড লাগানো গাড়িতে দাপিয়ে বেড়ানো, সভাপতির চেম্বারে বসে অফিস নিয়ন্ত্রণ, সবটাই করেন শ্যামল। এমনকি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পঞ্চয়েত সমিতির সভাপতির ‘প্রতিনিধি’ হিসেবে মঞ্চে বসার নজিরও শ্যামলের রয়েছে।

শ্যামল ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি। নিজের ক্ষমতা জাহির করতে স্ত্রীর অফিস, গাড়ি এবং পদের ব্যবহার তিনি চুটিয়ে করছেন বলে অভিযোগ তুলেছে সিপিএম এবং বিজেপি। যদিও পঞ্চয়েত সমিতির সহ সভাপতি মহম্মদ ওমর ফারুকের কথায়, ‘বিরোধীরা অপপ্রচার করবেনই। সভাপতির স্বামী দলের সাংগঠনিক পদে রয়েছেন। ফলে সাধারণ মানুষের কাজ নিয়ে উনি রোজ অফিসে আসা-যাওয়া করেন। এতে সমস্যার কী আছে?’

সভাপতির বোর্ড লাগানো গাড়িতে শ্যামলের পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে যাতায়াত সর্বজনবিদিত। এমনকি স্ত্রীর চেম্বারে ভিআইপি না হলেও তাঁর জন্য আলাদা একটি কাঠের চেয়ার রয়েছে। ওই চেয়ারে বসেই তিনি স্ত্রীর হয়ে অফিসের ‘শাসন ব্যবস্থা চালান’ বলে অফিস চত্বরে কান পাতলেই শোনা যায়। সরকারি বিভিন্ন স্কিম, কোন প্রকল্প কোথায়

- সভাপতির বোর্ড লাগানো গাড়িতে দাপিয়ে বেড়ানো, সভাপতির চেম্বারে বসে অফিস নিয়ন্ত্রণ, সবটাই করেন তাঁর স্বামী শ্যামল
- কোন প্রকল্প কোথায়, পঞ্চয়েত সমিতির উন্নয়নের অর্থ খরচ নিয়ে আলোচনায় শ্যামলই শেষকথা
- সভাপতির ‘প্রতিনিধি’ হিসেবে মঞ্চে বসার নজিরও শ্যামলের রয়েছে

হবে, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের সঙ্গে উন্নয়নের অর্থ খরচ নিয়ে আলোচনা সবেতে শ্যামলই শেষকথা। শুধুমাত্র সরকারি বৈঠক ও সরকারি নথিতে সই করার জন্য বিনতার উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। বিরোধীদের বক্তব্য, স্ত্রী নির্বাচিত প্রতিনিধি। কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসেবে বিনতা হারিয়ে গিয়েছেন শ্যামলের দাপটের কাছে।

সিপিএমের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সদস্য গৌতম বর্মন বলছেন, ‘পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে তৃণমূল মুক্ত হতে পারেনি। দলের সুপ্রিমো মহিলা হলেও নীচুতলায় মহিলাদের গুরুত্বহীন করে রাখা হয়েছে। ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির ঘটনা অন্তত এমনটাই প্রমাণ করে।’ বিজেপির জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেনের কথায়, ‘মহিলাদের দায়িত্বশীল পদে বসিয়ে খিল্লি ওড়ানো হচ্ছে। মহিলাদের অভিজ্ঞতা কম, এই অজুহাত খাড়া করে তৃণমূল নেতারা নিজেরাই অনৈতিকভাবে ক্ষমতা ভোগ করছেন। এর ফলে দুর্নীতির সম্ভাবনা প্রবল হচ্ছে। মহিলাদের স্বার্থেই এই নৈরাজ্য বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।’

শ্যামল অবশ্য বিরোধীদের দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমি অফিসে যাই, তা অস্বীকার করব না। কিন্তু অফিস নিয়ন্ত্রণ করি না। এমনকি আমার জন্য নির্দিষ্ট কোনও চেয়ারও নেই। সাধারণ মানুষের জন্য অফিসে যাই। স্ত্রীর প্রতিনিধির আমি ঘোর বিরোধী। কারণ তাঁর নিজস্ব অধিকার রয়েছে।’ শ্যামলের আরও সংযোজন, ‘একজন মহিলার সাংসারিক অনেক চাপ থাকে। তাই স্বামী হিসেবে স্ত্রীর পাশে থেকে তাঁকে সবরকম সাহায্য করি, এটা অস্বীকার করব না। এতে আপত্তির কিছু আছে বলে মনে করি না।’

ডিভাইডারে ধাক্কা

শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে গাড়ি ধাক্কা মারার ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে চাঞ্চল্য ছড়াল সেবক রোড এলাকায়। এদিন সেবক রোড ধরে ওই গাড়িটি চেকপোস্ট থেকে ভেনাস মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। যদিও রাস্তাতেই ওই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে ডিভাইডারে। ঘটনায় গাড়ির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চালকের দাবি, উলটোদিকের লেন দিয়ে চলা গাড়ির আলো চোখে লেগে যাওয়াতেই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ তিনি হারিয়ে ফেলেন।

রবিবার কার্সিয়াংয়ে জনসভা

প্রচারের লক্ষ্যে উত্তরে মিঠুন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার আগেই পাহাড়ে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাতে চাইছে বিজেপি। আর সে কারণেই পাহাড়ে ভোটের দামামা বাজাতে মিঠুন চক্রবর্তীর জনসভা দিয়ে প্রচার শুরু করছে গেরুয়া শিবির। আগামী রবিবার কার্সিয়াংয়ে মিঠুন বিজেপির জনসভায় যোগ দেবেন। উত্তরবঙ্গে তিনটি দলীয় সভায় যোগ দেওয়ার জন্য চারদিনের সফরে বৃহস্পতিবারই শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছেছেন তিনি। উঠেছেন সেবক রোডের একটি হোটেলে। তবে, এদিন আলাদা করে তিনি কোনও বৈঠক করেননি। এদিকে, শিলিগুড়ি পৌঁছে মিঠুন আরও একবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র সম্প্রতি কলকাতা সফরে আসা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ করেছিলেন। মিঠুন বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা থাকলে একবার পুরোপুরি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে দেখুক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসতে দেবেন না। তারপর কী হয় মুখ্যমন্ত্রী দেখবেন। এবার আমরাই সরকার তৈরি করব।’

সেবক রোডের একটি হোটেলে রাত কাটিয়ে শুক্রবার কোচবিহারে দলীয় সভায় যোগ দেওয়ার কথা মিঠুনের। শনিবার তিনি ধূপগুড়ি শহরে দলীয় সভায় যোগ দেবেন। ওই দিনই মিঠুন ধূপগুড়ি থেকে কার্সিয়াং চলে যাবেন। রবিবার কার্সিয়াংয়ের মন্টেভিট ময়দানে বিজেপির সভায় যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে। পাহাড়ের কার্সিয়াং ও দার্জিলিং বিধানসভা আসন দুটি বিজেপির দখলে রয়েছে। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনেও বিজেপি আসন দুটি হাতছাড়া করতে রাজি নয়। সে কারণেই মিঠুনকে সামনে রেখে পাহাড়ে সভা করছে দল। সেই সভায় বিজেপি সাংসদ সহ পাহাড়ের দলের নেতারা উপস্থিত থাকবেন বলে খবর।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে

বাগডোগরায় মিঠুন চক্রবর্তী।

বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষকে নতুন করে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলীপ সক্রিয় রাজনীতি থেকে কিছুটা দূরেই ছিলেন। তবে কলকাতায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা দলীয় বৈঠকে দিলীপ ঘোষকে ডাকার পর থেকে তাঁর রাজনৈতিক সক্রিয়তা নতুন করে দেখা যাচ্ছে। তবে দিলীপের ডাক পাওয়াকে নতুন বিষয় বলে মানতে চাননি মিঠুন। তিনি বলেন, ‘দিলীপ ঘোষ আমাদের লোক। তাঁকে ডাকা নতুন বিষয় নয়। তাঁকে ডাকায় ভালো হয়েছে।’

উৎসবের আবহে জয়ের সংকল্প

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি : নতুন বছর। নতুন চিন্তাভাবনা, নতুন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবেন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ২০২৬-এ শুরুতে নির্বাচন নিয়েই দিনরাত এক করে ফেলেছেন শিলিগুড়ির ডান, বাম, গেরুয়া সব পক্ষের নেতা-নেত্রীরা। এমন আবহে বছরের প্রথম দিনটাও ব্যস্ততাতেই কেটেছে তাঁদের।

বর্ষবরণ ঘিরে চারিদিকে উৎসবের আমেজ। কিন্তু রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা বসে নেই। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বিধানসভা ভোটে সম্ভাব্য প্রার্থী। বর্ষবরণের দিন সেবক রোডের রামকৃষ্ণ মিশনে কল্পতরু উৎসবে সময় কাটিয়েছেন। সকালে দলের দার্জিলিং জেলা কার্যালয় এবং আরও একটি ওয়ার্ডে দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সেখান থেকে রামকৃষ্ণ মিশনে চলে যান। দুপুরে সেখানেই পাত পেড়ে নিরামিষ খাওয়া। বিকেলের মধ্যে বাড়িতে। সন্ধ্যায় বললেন, ‘ঘরে বসেই সমস্ত কাজ করছি। সামনেই বিধানসভা ভোট। শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচিই নয়, ভোট ঘোষণার

- বর্ষবরণের দিন রামকৃষ্ণ মিশনে কল্পতরু উৎসবে যোগ দেন গৌতম দেব
- পরিবারের সঙ্গে লাটাগুড়িতে কাটান শংকর ঘোষ
- দলীয় কাজে ব্যস্ত থাকেন সমন পাঠক

আগে পুরনিগমের মাধ্যমে যেসব উন্নয়নমূলক কাজকর্ম চলছে, সেগুলি শেষ করতে চাইছি। এখন এক-একটা দিন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।’

বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতির কথা শোনালেন শিলিগুড়ির বিধায়ক বিজেপির শংকর ঘোষ। অমিত শা’র সফরে কলকাতায় ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে ফিরেই পরিবার নিয়ে লাটাগুড়িতে। শংকর বললেন, ‘ছেলের আবদার মেটাতেই বিমানে কলকাতা থেকে বাগডোগরায় নেমে আজ পরিবার নিয়ে লাটাগুড়িতে এসেছি।’ নতুন বছরের ভাবনার কথা পাড়তেই শংকর বললেন, ‘এই বছরটা ভীষণ চ্যালেঞ্জিং। তৃণমূলের এই সরকারকে উপড়ে ফেলে সুশাসনের সরকার প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। নতুন বছরে সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছি।’

ভোটের লক্ষ্যেই নিজেদের প্রস্তুতি নিচ্ছে সিপিএম। দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠকের কথায়, ‘বিধানসভা ভোটই এই বছর আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভোটের প্রস্তুতি, কমিটি গঠন থেকে শুরু করে অন্য কাজকর্মেই ব্যস্ত।’

সকাল থেকে দলীয় কর্মসূচিতে ব্যস্ত ছিলেন তৃণমূল নেত্রী পাপিয়া ঘোষ। বর্ষবরণের রিফ্রেশমেন্ট বলতে দুপুরে মেয়ে এবং স্বামীকে নিয়ে ফুলবাড়ির একটি ধাবায় বসে খাওয়াদাওয়া। নতুন বছরের শপথ বলতে গিয়ে পাপিয়া বললেন, ‘এই বছর শিলিগুড়ির তিনটি বিধানসভা আসনেই দলের জয় দেখতে চাই।’

কলকাতায় অমিত শা’র সভা থেকে ফিরে এদিন পরিবারের সঙ্গেই কাটিয়েছেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। বলছিলেন, ‘বিধানসভা ভোটে বাংলায় পরিবর্তন, বাংলার মানুষকে সুশাসন দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও লক্ষ্য এখনও স্থির করিনি।’ তৃণমূলের শংকর মালাকার সকাল থেকে দলের নেতা-নেত্রী, বন্ধুবান্ধব থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময়ে ব্যস্ত থাকেন। তার ফাঁকেই দলের জেলা কার্যালয়ে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া এবং হাতিঘিসায় একটি বৈঠক করেন। শংকরের বক্তব্য, ‘নতুন বছরে ভোটকে পাখির চোখ করেই এগোচ্ছি।’

চিকেন নেক নিয়ে অভয়বাণী এসএসবি কর্তার

শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি : চিকেন নেকের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনের থেকে বেশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। চিকেন নেক নিয়ে বাংলাদেশের নেতা, প্রাক্তন সেনা আধিকারিকদের একের পর এক হুমকি আর অনুপ্রবেশের মাঝেই অভয়বাণী দিলেন সশস্ত্র সীমা বলের (এসএসবি) ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) সঞ্জয় সিংঘল। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি এসএসবি ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারে অল ইন্ডিয়া পুলিশ হ্যান্ডবল ক্লাস্টারের ম্যাসকট উন্মোচনের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন এসএসবি-র ডিজি। সেখানে সঞ্জয় সিংঘল বলেন, ‘চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই। সীমান্ত সুরক্ষিত রয়েছে। সীমান্ত এলাকার সুরক্ষার জন্য যা করা প্রয়োজন, তার থেকে বেশি ব্যবস্থা রয়েছে।’

সম্প্রতি, ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি দিয়ে অনুপ্রবেশের সময় বেশকিছু বাংলাদেশিকে এসএসবি গ্রেপ্তার করে। নেপাল হয়ে বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশের চেষ্টার বিষয়টি নিয়েও চিন্তার কারণ নেই বলে এসএসবি-র ডিজি অভয় দিয়েছেন। সঞ্জয় সিংঘলের সংযোজন, ‘সীমান্তে অবৈধ কার্যকলাপ নজরে এলে সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। অনুপ্রবেশের চেষ্টা নিয়েও দুশ্চিন্তার কারণ নেই। সীমান্ত জুড়ে এসএসবি সজাগ রয়েছে।’

প্রসঙ্গত, চলতি বছর শিলিগুড়ি এসএসবি ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টার অল ইন্ডিয়া পুলিশ হ্যান্ডবল ক্লাস্টারের আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে। আগামী ১৯ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলবে। এদিন প্রতিযোগিতার ‘ম্যাসকট’ উন্মোচন করেন এসএসবি-র ডিজি। ৮১টি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে সম্মত হয়েছে।

অসন্তুষ্ট বুধারু

রাজগঞ্জ, ১ জানুয়ারি : কেএলও চিফ জীবন সিংহ এবং তাঁর সহযোগী সংগঠন কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কমিটি দাবি করেছে যে, কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা হয়েছে। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মুখপাত্র রাজকুমার সিং এই ধরনের কোনও বৈঠকের খবর জানা নেই বলায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি (বুধারু গোষ্ঠী)। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বুধারু রায় বিবৃতি দিয়ে বলেন, ‘এবারও বিধানসভা ভোটের আগে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রাজবংশী এবং কামতাপুরিদের ললিপপ ধরাতে চাইছে। তারা দায়সারাভাবে আলোচনার কথা এড়িয়ে যেতে চাইছে।’ সেইসঙ্গে ময়নাগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর এবং মালদায় শিক্ষক নিয়োগের নাম করে অর্থসংগ্রহ করা হচ্ছে বলে অভিযোগও করেন বুধারু।

বর্ষবরণে ভিড়ে ঠাসা নদীর চর থেকে ব্যারেজের পাড়

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১ জানুয়ারি : মেচি নদীর চর থেকে ডোক ব্যারেজের পাড়, জমজমাট হয়ে উঠেছিল পিকনিকের আমেজে। বর্ষবরণের উৎসবে চোপড়ার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যারেজের পাড়ে কার্যত মেলা বসে যায়। বাগডোগরা জঙ্গলের টিপুখোলা, ট্রি ল্যান্ড এবং এমএম তরাই স্পটগুলিতেও পিকনিকপ্রেমীদের ভিড় ছিল ঠাসা।

শিলিগুড়ির জলপাই মোড় থেকে সাইকেল চালিয়েই গুলমার পথে পিকনিক করতে বেরিয়ে পড়েছিল জনাকয়েক কিশোর। নববর্ষের আনন্দে মাততে রঞ্জন দাস, অঙ্কিত যাদব, বিবেক বর্মন, নির্মল বর্মনরা প্রায় ১৫ কিলোমিটার পথ সাইকেলে পেরিয়ে গুলমায় পৌঁছে যায়। তবে প্রত্যেকেই বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার টিফিনবাটিতে ভরে নিয়ে যায়। পিকনিকে সেসবই ভাগ করে পেটপুজোয় মেতে ওঠে। খাওয়াদাওয়ার পরেই চলে গানের লড়াই।

নকশালবাড়ির রথখোলা, আজমাবাদ, হুদুভিটা, দমদমা, হাঁড়িয়া মোড়, লালপুল ক্যানাল, লালজিজোত, রকমজোত, মেচি নদীর চরে বনভোজন সারেন তরুণ-তরুণীরা। তবে টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের দ্বারাবোকাস এলাকায় পিকনিক নিষিদ্ধ হওয়ায় অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রতি বছর এইসব এলাকায় জঙ্গলের ভেতরে ডিজে বাজিয়ে চলত পিকনিক। মদের বোতল ও ডিজের উচ্চস্বরে জঙ্গলের বন্যপ্রাণীরা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। যার ফলে বন দপ্তরের কড়া পদক্ষেপে জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় পিকনিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দ্বারাবোকাসে

টিপুখোলার ইকো ট্যুরিজম স্পটে পিকনিক (বামে)। ডোক ব্যারেজ চত্বরে ভিড়। বৃহস্পতিবার।

পিকনিক নিষিদ্ধ হওয়ায় রথখোলার ধানখেতেই পিকনিকের আসর বসান অনেকে।

এদিন নকশালবাড়িতে অনেকেই পিকনিক স্পট তৈরির দাবি জানান। লালপুল এলাকায় বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে আসেন হাতিঘিসার বাসিন্দা কৌশিক দাস। তিনি এদিন আক্ষেপের সুরে বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে শুনছি নকশালবাড়ি লালপুলকে কেন্দ্র করে পিকনিক স্পট তৈরি হবে। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, কোনও কিছু পদক্ষেপ নেই। চারিদিকে মদের বোতল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। কোথাও ভালো বসার জায়গা নেই।’

স্কুলডাঙ্গি থেকে পরিবার নিয়ে লালজিজোতে মেচি নদীর তীরে পিকনিকে যান সঞ্জয় রায়। তিনি বলেন, ‘বছরের প্রথম দিন পানিঘাটা, দুধিয়ায় জায়গা পাওয়ায় মুশকিল। তাই পরিবার নিয়ে বাড়ির পাশেই শান্ত এলাকায় বনভোজনে এসেছি।’

চোপড়ার ডোক ব্যারেজ পাড় ও হাপতিয়াগছ এলাকায় মহানন্দা সেতুর দু’পাশে জমে ওঠে পিকনিকের আসর। দুপুরের পর থেকে ডোক ব্যারেজ চত্বর ও হাপতিয়াগছ পিকনিক স্পটে মানুষের ঢল নামে। তবে ডোক ব্যারেজ এলাকায় পানীয় জল ও অস্থায়ী শৌচালয়ের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় অনেককে সমস্যায় পড়তে হয়।

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নরেশ সিংহ বলছেন, ‘ডোক ব্যারেজ চত্বরে আজ বহু মানুষের ভিড় জমে। অনেকে বাইরে থেকে পিকনিকের জন্য আসেন। যদিও গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এবার কোনও সহযোগিতার উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয়নি। আগামীতে এ বিষয়ে ভাবতে হবে।’ যদিও উপপ্রধান জাকির হুসেনের কথায়, ‘গত বছর ইকো পার্ক চালু হয়েছে। এখানে পানীয় জল ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এবার পানীয় জল ও অস্থায়ী শৌচালয়ের ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে। দুই জায়গাতেই পুলিশকে ভিড় সামলাতে হিমসিম খেতে হয়।’ এদিকে, টিপুখোলার ইকো ট্যুরিজম স্পটে জেএফএমসি-র সদস্য অজয় প্রধান বলেন, ‘বিপুল সংখ্যক মানুষ আজ পিকনিক করতে আসেন।’ এমএম তরাই ইকো ট্যুরিজম স্পটে জেএফএমসি-র সভাপতি বিকাশ তামাং বলেন, ‘গত বর্ষায় বালাসনের জলের তোড়ে আগের পিকনিক স্পটের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। এবার নতুন স্পটের জায়গা কম থাকায় ভিড় এত বেশি হয় যে, তিলধারণের জায়গা ছিল না।’

তথ্য সহায়তা : খোকন সাহা, মনজুর আলম, মহম্মদ হাসিম ও গৌতম চাকী।

মুখ না মুখোশ।। *বৃহস্পতিবার ইসলামপুরে বইমেলার শোভাযাত্রায় রাজু দাসের ক্যামেরায়।*

নাচ-গান নয়, মেয়েদের ভিড় ক্যারাটেতে

কোচবিহার, ১ জানুয়ারি : বাঙালির সামাজিক অবক্ষয়, তার সংস্কৃতিচর্চা নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। কেন বদলে যাচ্ছে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, বর্তমান বাঙালি ঘরের ছেলেমেয়েরা সংস্কৃতিচর্চায় কেন আগ্রহ হারাচ্ছে, এসবের কারণ খুঁজতে গিয়ে উঠে এল নতুন এক তত্ত্ব, যা বর্তমান সামাজিক অবক্ষেয়র প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ভয় বাড়াচ্ছে মেয়েদের অভিভাবকদের। স্কুল-কলেজ-প্রাইভেট টিউশন কোথাও একা পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারছেন না বাবা-মায়েরা। তাঁরা আতঙ্কিত মেয়ের নিরাপত্তা নিয়ে। আর এজন্যই নাচ-গানের চাইতে ক্যারাটে শেখানোটা বেশি প্রয়োজনীয় মনে করছেন তাঁরা, যাতে মেয়েরা জীবনে পথ চলার সময় নিজেদের আত্মরক্ষা অন্তত করতে পারে। আর ঠিক সেই কারণেই মেয়েদের ভিড় বাড়ছে কোচবিহারের ক্যারাটে প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোতে।

এই প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। পুরানো পোস্ট অফিসপাড়ার মালা দেবনাথের কথায়, 'কী করব বলুন, চারিদিকে যা অবস্থা দেখছি তাতে মেয়েকে নিয়ে আতঙ্কে থাকতে হয়। সবসময় তো সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাই নিজে যাতে আত্মরক্ষা করতে পারে সেই কারণেই ক্যারাটে শেখাতে নিয়ে আসা।'

খুনে বর্ষবরণ রায়গঞ্জে!

গুলিতে ঝাঁঝরা তৃণমূল যুব নেতা

রায়গঞ্জ, ১ জানুয়ারি : বছর শেষের রাতের আনন্দ-উৎসবের মাঝেই খুনোখুনি রায়গঞ্জে। বর্ষবরণের পিকনিক চলাকালীন পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করা হল উত্তর দিনাজপুর জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ সভাপতি নব্যেন্দু ঘোষকে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে রায়গঞ্জ শহরজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবশ্য পুলিশ দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে এবং সেইসঙ্গে খুনের কাজে ব্যবহৃত অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার এসপি সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ বলেন, 'খুনের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে রায়গঞ্জের মোহনবাটি বাজার সংলগ্ন নিশীথ সরণি এলাকায় বাড়ির কাছেই বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করছিলেন নব্যেন্দু। রাত ১টা নাগাদ আচমকাই কথা বলতে বলতে খুব কাছ থেকে তাঁর বুক লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। একটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও দ্বিতীয়টি সরাসরি তাঁর হৃৎপিণ্ড এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। বন্ধুরা তাঁকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে নব্যেন্দুর অনুগামীদের ভিড় জমে যায় শীতের রাতেই। সেখানে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার গুরুত্ব বুঝে রাতেই তদন্তে নামে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ভোররাত থেকে ম্যারাথন তল্লাশি চালিয়ে পিন্টু সাহা ও শুভম পাল নামে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা রমেন্দ্রপল্লি এলাকার বাসিন্দা।

রায়গঞ্জে যুব নেতা খুনে ধৃত দু'জনকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। -দিবাকর সাহা

বৃহস্পতিবার সকালে ধৃতদের নিয়ে পুলিশ মোহনবাটি এলাকায় তল্লাশি চালায়। তখন একটি জঙ্গল থেকে খুনে ব্যবহৃত অত্যাধুনিক পিস্তল ও দুটি গুলির খোল উদ্ধার করা হয়। ধৃতদের বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ সিজেএম আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁদের ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এখবর জানিয়েছেন রায়গঞ্জে মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সরকারি আইনজীবী সুমিতা পাল।

গত ২১ ডিসেম্বরই জেলা যুব সহ সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছিলেন নব্যেন্দু। তাঁর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে পরিবার। নিহতের বাবা প্রাক্তন রেলকর্মী প্রণব ঘোষ বলেন, 'রাত ১২টার পর ও বাড়িতে এসেছিল। নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাকে প্রণামও করে। পিকনিক স্পটে মোবাইল ফোন ফেলে আসায় তা আনতে গিয়েছিল। ভোর ৪টে নাগাদ জানতে পারি ছেলে আর নেই।' নব্যেন্দু কলেজে পড়াশোনার সময় থেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তবে তাঁর বাড়ির কেউই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। পেশায় মিষ্টি ব্যবসায়ী, সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান নব্যেন্দু খুন হয়েছেন, তা মানতে পারছেন না দলীয় নেতৃত্ব সহ প্রতিবেশীরা। তাঁরা জানাচ্ছেন, নব্যেন্দু খুবই মিশুকে ও হাসিখুশি স্বভাবের ছেলে ছিলেন। তাঁকে কে বা কারা, কেন খুন করল তা নিয়ে ধোঁয়াশায় সকলে। রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, 'নব্যেন্দু খুব ভালো ছেলে, পরোপকারী ছিল। নেতা হিসেবেও সুপ্রতিষ্ঠিত। ওর মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। আমরা পরিবারের পাশে রয়েছি।' তৃণমূল যুবর জেলা সভাপতি কৌশিক গুনও ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন।

এদিন বিকেল চারটে নাগাদ পুলিশের ক্যামেরাম্যান, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ অফিসারের উপস্থিতিতে নব্যেন্দুর মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হয়। ভিসেরা, রক্ত সহ একাধিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংগ্রহ করে ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হবে বলে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এই হত্যাকাণ্ড পুরোনো শত্রুতার বশে, নাকি কোনও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পিকনিকের আসরে কীভাবে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র এল এবং এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, তা এখন তদন্তকারীদের আতশকাচের তলায়।

সেনা সেজে ধৃত তরুণ, পরে জামিন

শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি : বর্ষবরণের রাতে ভারতীয় সেনার পোশাক পরে ছবি তুলতে গিয়ে মাটিগাড়া থানার পুলিশের হাতে পাকড়াও হলেন ভবেশ ঘাটানি নামে এক তরুণ। বৃহস্পতিবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিন মঞ্জুর করেন। কিন্তু হঠাৎ ওই তরুণ সেনার পোশাক পরে ছবি তুলতে গেলেন কেন?

পুলিশ সূত্রে খবর, বছর ২৪-এর ভবেশ আদতে দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা। তবে প্রায় দেড় বছর ধরে তিনি শিবমন্দির এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়ে বসবাস করছেন। এমনকি ডিফেন্সের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন। পুলিশি জেরায় তিনি জানিয়েছেন, ছোট থেকেই ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়ে ওঠেনি। যদিও এরইমধ্যে বন্ধুদের তিনি জানিয়ে দেন ভারতীয় সেনায় চাকরি পেয়ে গিয়েছেন। এদিকে বন্ধুরা তাঁকে সেনার পোশাকে ছবি দেখাতে বলেন। বন্ধুদের 'প্রমাণ' দেখানোর জন্য বাগডোগরায় একটি দোকান থেকে সেনার পোশাক কিনে ছবি তুলতে যান ওই তরুণ। আর এই ছবি তুলতে গিয়েই বাধে বিপত্তি। এদিকে জামিন পাওয়ার পর ওই তরুণ বলেন, 'আর কোনওদিন কাউকে মিথ্যা কথা বলব না। অনেক বড় ভুল হয়ে গিয়েছে।'

ওই তরুণ এমন ঘটনা আর না ঘটানোর কথা বললেও, পুরো ব্যাপারটি নিয়ে একাধিক বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কেননা, গত

ধৃত ভবেশ ঘাটানি।

বছর পহলগামে সেনার পোশাকে জঙ্গি হামলার পর সরকারের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল খোলাবাজারে সেনার পোশাক বিক্রি করা যাবে না। তারপরেও ওই তরুণ কীভাবে সেনার পোশাক পেলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জানা গিয়েছে, বাগডোগরার বিহার মোড় ছাড়াও শিলিগুড়ি শহরের একাধিক জায়গায় সেনার পোশাক এবং সেনার ব্যবহৃত জুতো, নেমপ্লেট বিক্রি হচ্ছে। এই অবস্থায় পুলিশি নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

এমনকি এর আগে এয়ারফোর্সের ইউনিফর্ম পরে ফোটোশুটের ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জানতে পেরেছিল, বিহার মোড়ের একটি দোকান থেকে ওই ইউনিফর্ম কেনা হয়েছিল। এনিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'ওই দোকানগুলিকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে আর যাতে এরকম না করে, তারজন্য প্রত্যেককে সতর্ক করা হবে। এরপরেও ওই দোকানদাররা সচেতন না হলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এদিকে, পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ওই তরুণের মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর ভাড়াবাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। যদিও তেমন কোনও সন্দেহজনক কিছু মেলেনি বলে দাবি করেছেন তদন্তকারীরা।

অভিষেকের মঞ্চে বাড়তি দায়িত্ব

দলে গুরুত্ব বাড়ছে রোমার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি : রোমা রেশমি এক্কাকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। উত্তরবঙ্গ থেকে তাঁকে আদিবাসী সমাজের মুখ করার পরিকল্পনা রয়েছে ঘাসফুলের। এমনকি দলের শীর্ষ নেত্রীরও পছন্দের তালিকায় নাম রয়েছে রোমার। এমন নানা কথা তৃণমূলের অন্দরেই শোনা যায়। এরই মধ্যে আলিপুরদুয়ারে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হল রোমাকে। আগামী ৩ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন মাঝেরডাবরি চা বাগানের আউট ডিভিশনের মাঠে সভা করবেন অভিষেক। মূলত ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগান থেকে শ্রমিকদের জমায়েত হবে এই সভায়। সেই সভা সঞ্চালনা করবেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি। পাশাপাশি তাঁকে বক্তার তালিকাতেও রাখা হয়েছে।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রে তৃণমূল রোমাকে প্রার্থী করতে পারে বলে খবর। এরই মধ্যে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের সভায় এভাবে গুরুত্ব পাওয়ায় রোমাকে নিয়ে দলের অন্দরেই চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও রোমা বলছেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছেতেই আমি এই সুযোগ পাচ্ছি, এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এটা অনেক বড় প্রাপ্তি। মঞ্চে সুযোগ পেলে আমি তাঁকে চা বাগানের শ্রমিকদের সমস্যাগুলি জানাব।'

রোমা শুধু একজন জনপ্রতিনিধি বা মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি নন, তাঁর অন্য একটা পরিচয় রয়েছে। যার ওপরে ভিত্তি করেই তৃণমূল তাঁকে তুলে এনেছিল। সেটা হচ্ছে রোমা একজন অভিনেত্রী। সাঁওতালি ভাষায় প্রচুর সিনেমায় তিনি অভিনয় করেছেন। ফলে বক্তা হিসাবে মঞ্চে তিনি বেশ সাবলীল। যদিও সহকারী সভাধিপতি হিসাবে তিনি এলাকার উন্নয়নে কতটা সফল, মহকুমার উন্নয়নের কাজে কতটা সময় দেন, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে।

গত বছরের মে মাসে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে প্রশাসনিক সভার মঞ্চে উঠে মুখ্যমন্ত্রী রোমার খোঁজ করেছিলেন। মঞ্চেই পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা রোমাকে সামনের সারিতে এনে বুকে টেনে নিয়ে প্রশংসা করেছিলেন। সেই সময় থেকেই ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে রোমার নাম চর্চায় রয়েছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই এবার অভিষেকের মঞ্চে তলব করা হল রোমাকে। ডুয়ার্সে এত আদিবাসী নেতা-নেত্রী থাকলেও কেন শিলিগুড়ির গ্রামীণ এলাকার নেত্রী রোমাকে আলিপুরদুয়ারের সভায় ডাকা হল? বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের

> **এটা অনেক বড় প্রাপ্তি। মঞ্চে সুযোগ পেলে আমি তাঁকে চা বাগানের শ্রমিকদের সমস্যাগুলি জানাব।**
>
> **রোমা রেশমি এক্কা**
> *সহকারী সভাধিপতি, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ*

একাংশের বক্তব্য, রোমা শুধু সম্ভাব্য প্রার্থীই নন, ভালো বক্তাও বটে। দক্ষিণবঙ্গে তৃণমূলে বীরবাহা হাঁসদা, জ্যোৎস্না মান্ডির মতো আদিবাসী নেত্রী থাকলেও, উত্তরবঙ্গে সেই অর্থে তৃণমূলে আদিবাসী মহিলা মুখ নেই। সেই জায়গায় চা বলয় থেকে উঠে আসা রোমাকেই উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের মুখ করতে চাইছে দল। সেই জন্য পরিকল্পনা করেই অভিষেক রোমাকে আলিপুরদুয়ারের সভায় রেখেছেন।

এদিকে, দলের সেকেন্ড-ইন কমান্ডের সভায় কীভাবে সভা পরিচালনা করতে হবে, ড্রেসকোড কী হবে, কাকে কীভাবে সম্বোধন করতে হবে সেসব নিয়ে দলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের তরফে রোমাকে বৃহস্পতিবার প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে রোমার বক্তব্য, 'প্রার্থী কে হবেন সেটা দল ঠিক করবে। আপাতত আমি আলিপুরদুয়ারের সভা নিয়েই প্রস্তুতি নিচ্ছি। শুক্রবারই আলিপুরদুয়ার পৌঁছে সভার বিষয়টি বুঝে নেব।'

হাতির তাণ্ডব

ধূপগুড়ি, ১ জানুয়ারি : হাতির তাণ্ডবে আলুখেত ক্ষতির মুখে পড়ল। বর্ষবরণের রাতে ধূপগুড়ি ব্লকের সোনাখালি জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় দুটি হাতি হানা দেয়। বাড়িঘর না ভাঙলেও হাতি দুটি আলুখেত তছনছ করে দেয়। প্রায় নয় বিঘা জমির আলু নষ্ট করে দিয়েছে। প্রায় রাতেই হাতির দল লোকালয়ে ঢুকে পড়ে এবং আলুখেতে তাণ্ডব চালাচ্ছে বলে অভিযোগ।

জমির মালিক মহাবুল আলমের কথায়, 'হাতি চাষের জমিতে ঢুকে গাছের ক্ষতি করছে এবং লোকসানের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বনকর্মীদের জানালেও সমস্যা মিটছে না।' বনকর্মীদের অবশ্য দাবি, সোনাখালি জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় লোকালয়ে হাতি বের হওয়ার খবর কেউ তাঁদের না দেওয়ায় তাঁরা ঘটনাস্থলে যেতে পারেননি।

বাইকের ধাক্কা

ইসলামপুর, ১ জানুয়ারি : বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় আহত হলেন এক মহিলা। বৃহস্পতিবার ইসলাপুর শহরের শীতলপুর রোডে এমন ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের দাবি, প্রায়ই এই রাস্তায় বেপরোয়া বাইকের দাপটে পথ চলা দায় হচ্ছে। প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিস নং : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ৩০.১২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং ১, ই-টেন্ডার নং: এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_৪৩_ওপিআর, তারিখ ৩০.১২.২০২৫। কাজের নাম : নিম্নলিখিতের পরিপ্রেক্ষিতে এস অ্যান্ড টি-র কাজ : (ক) জামালপুর ডক লাইনে ১২ (বারো) কোচের এমইএমইউ রেক ধরানোর জন্য সম্প্রসারণ। (খ) অভয়পুর স্টেশনে লাইন নং ৪ কে সাধারণ লুপ-এ রূপান্তরের প্রস্তাব। (গ) জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য সুরক্ষা সরঞ্জাম রেখে দিতে মালদা ডিভিসনের সকল স্টেশনে লোকেশন বক্স-এর ব্যবস্থা করার কাজ। (ঘ) মালদা ডিভিসনের বারহাট-বাঁকা শাখায় কিমি ৪৩/২-৩-এ সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের ব্যবস্থা করার কাজ। (ঙ) মালদা ডিভিসনের বারাহাট-বাঁকা শাখায় কিমি ৪৪/৫-৬-এ সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের ব্যবস্থা করার কাজ। টেন্ডার মূল্য : ১,৯৩,৪৫,৩৬০.৭২ টাকা। বায়না অর্থ : ২,৪৬,৭০০ টাকা। টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ০৭.০১.২০২৬ তারিখ থেকে ২১.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড: ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনি. ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং মালদা।
MLD-280/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ভারত সরকার
GOVERNMENT OF INDIA

নজর দিন!
পানমশলা প্রস্তুতকারকদের জন্য

'হেলথ সিকিউরিটি সে ন্যাশনাল সিকিউরিটি' (HSNS) সেস অ্যাক্ট, ২০২৫; কার্যকর হবে ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে।

পান মশলা তৈরির মেশিন বা প্রক্রিয়ার ওপর HSNS সেস ধার্য করা হয়েছে। প্রত্যেক করযোগ্য ব্যক্তিকে অবশ্যই নাম নথিভুক্ত (রেজিস্ট্রেশন) করতে হবে এবং সেস প্রদান করতে হবে।

বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশন
(ফর্ম HSNS REG-01)
- রেজিস্ট্রেশনের জন্য www.cbic-gst.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন এবং HSNS Cess ট্যাবের অধীনে "New User"-এ ক্লিক করে আবেদন করুন।
- এনরোলমেন্ট রেফারেন্স নম্বর (ERN) পেতে নাম, প্যান (PAN), ইমেল এবং মোবাইল নম্বর দিয়ে নথিভুক্ত করুন।
- ফর্ম HSNS REG-01 পূরণ করতে ERN ব্যবহার করুন।
- প্রাথমিক পেমেন্টের জন্য একটি অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন নম্বর (TRN) সংগ্রহ করুন।

মাসিক সেস পেমেন্ট
(ফর্ম HSNS PMT-01)
- সংশ্লিষ্ট মাসের ৭ তারিখের মধ্যে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পেমেন্ট করতে হবে
- (যেমন: ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের সেস ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে দিতে হবে)।
- ট্যাক্সপেয়ার ড্যাশবোর্ডে লগ-ইন করে মেনু ট্যাবের অধীনে 'e-Payment' বিকল্পটি বেছে নিয়ে আপনি সেস জমা দিতে পারেন।

সেস ডিক্লেয়ারেশন
(ফর্ম HSNS DEC-01)
- রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে এটি ফাইল করতে হবে।
- ট্যাক্সপেয়ার ড্যাশবোর্ডে লগ-ইন করে মেনু ট্যাবের অধীনে 'Declaration'-এ ক্লিক করে আপনার ডিক্লেয়ারেশন ফাইল করতে পারেন।

মাসিক রিটার্ন
(ফর্ম HSNS RET-01)
- পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে এটি ফাইল করতে হবে (যেমন: ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর রিটার্ন ২০শে মার্চ ২০২৬-এর মধ্যে জমা দিতে হবে)।
- ট্যাক্সপেয়ার ড্যাশবোর্ডে লগ-ইন করে মেনু ট্যাবের অধীনে 'Return'-এ ক্লিক করে আপনি আপনার রিটার্ন ফাইল করতে পারেন।

CBC 15502/13/0049/2526

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে DoR বিজ্ঞপ্তি নম্বর S.O. 6153(E) (তারিখ ৩১.১২.২০২৫) এবং 01/2026-HSNS Cess (তারিখ ০১.০১.২০২৬) দেখুন।
আরও জিজ্ঞাসার জন্য হেল্পডেস্কে যোগাযোগ করুন: cbicmitra.helpdesk@icegate.gov.in 18004250232
@cbic_india @cbicindia @CBICINDIA @cbicindia @CBICIndia www.cbic.gov.in

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২২৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৭ পৌষ ১৪৩২

অমানবিক

লানিনার দৌলতে এবার ঠান্ডা যে অনেক বেশি পড়বে, বর্ষাকাল থেকেই তার পূর্বাভাস শোনা যাচ্ছিল। আবহাওয়া তার কথা রেখেছে। নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পেরোতেই একটু একটু করে ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছিল। বছর শেষে কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে।

এই হাড়কাঁপানো শীতে ফুটপাথবাসী মানুষের যেমন খুব দুর্ভোগ, তেমনই রাস্তার কুকুর, বিড়ালদের অবর্ণনীয় কষ্ট। গভীর রাতে কনকনে ঠান্ডায় রাস্তার কুকুর-বিড়ালদের তীব্র আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। তাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে বহুতলের ফ্ল্যাটে লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকা লোকজনের। দিনকয়েক আগে হাওড়ায় জগাছার হাটপুকুর এলাকায় মধ্যরাতে একটানা আর্তনাদে বিরক্ত লোকজন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় মাদি কুকুর ও তার চার শাবকের গায়ে।

পুড়ে মারা যায় চারটি ছানাই। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে গুরুতর দগ্ধ মাদি কুকুরটি। এই নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক ঘটনা জানাজানি হতে শোরগোল পড়েছে। ঘটনাটির নিন্দা করেছে বিভিন্ন পশুপ্রেমী সংগঠন। পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী মামলা দায়ের করেছে। দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির দাবি উঠেছে। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ উদ্ধার করেছে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অপরাধীরা যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে এই জঘন্য কাণ্ড ঘটিয়েছে। কারণ, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, স্থানীয় যে বাসিন্দারা রাস্তায় দাঁড় করানো গাড়ির তেলের ট্যাংক থেকে পেট্রোল-ডিজেল বের করে কুকুরদের গায়ে ঢালছেন এবং আগুন ধরাচ্ছেন, তাঁদের সকলের মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা। হাওড়ার মমতাময়ী মা নামে একটি পশুপ্রেমী সংগঠন প্রথম এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়।

পুলিশ ঘটনার কথা জানতে পারে ওই সংগঠনের মাধ্যমে। মাদি সারমেয়র চিকিৎসার দায়িত্ব ওই সংগঠন নিয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার কুকুরদের ওপর মানুষের নৃশংস অত্যাচারের ঘটনা মাঝেমধ্যে দৈনিক সংবাদপত্রের খবর হয়। হঠাৎ হঠাৎ খবর চোখে পড়ে যে, কোনও কোনও অঞ্চলে বিষ মেশানো খাবার খাইয়ে একসঙ্গে ছয়-সাতটি কুকুরকে মেরে ফেলা হয়েছে।

দীপাবলিতে অথবা বছর শেষের কিংবা বর্ষবরণের রাতে শব্দবাজির দাপটে কুকুর-বিড়ালের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে। আবার কখনও দেখা যায়, কুকুরের লেজে চকোলেট বোম বেঁধে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে এক চরম অমানবিকতার উদাহরণ। নির্দয়, নিষ্ঠুর মানুষের কাছে যেটা খেলা, সেটা পশুর পক্ষে প্রাণঘাতী। যে কোনও ধর্ষণ-গণধর্ষণের ঘটনাকে পাশবিক অত্যাচার বলা যেন নিয়ম হয়ে গিয়েছে। বাস্তবে তাতে পশুদের অমর্যাদা করা হয়। পশুকুলে কোনও অহেতুক হিংসা নেই। মানুষই বরং বেশি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন।

পাড়ায় পাড়ায় এখন কুকুর তথা পশুপ্রেমী মানুষের অভাব নেই। মেট্রো হোক বা মফসসল- অনেক পরিবারকে দেখা যায় রোজ রাতে পথকুকুরদের খাওয়াতে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাস্তার কুকুরদের নিয়ে গৃহকর্ত্রীর 'আদিখ্যেতায়' গৃহকর্তা যারপরনাই বিরক্ত। তা সত্ত্বেও গৃহকর্ত্রী যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে কুকুরদের খাওয়ানোর কাজটা আন্তরিকতার সঙ্গে করে যান।

গ্রাম থেকে শহর, সর্বত্র মানুষের এব্যাপারে সচেতনতা বাড়ছে। ভারতে পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ আইন (১৯৬০) রয়েছে। আইন সংশোধন করে জরিমানা ও কারাদণ্ডের মেয়াদও বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এই আইন প্রয়োগে গয়ংগচ্ছ মনোভাব এবং সমাজের একাংশের নিষ্ঠুরতার কারণে খুব একটা সফলতা আসে না।

এতসবের পরেও বহু জায়গায় গভীর রাতে দেখা যায়, মাঝবয়সি মহিলা পাড়ার এ গলি ও গলি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কুকুরদের খাইয়ে বেড়াচ্ছেন আর কুকুররা সেই মহিলার পিছন পিছন হাঁটছে। আবার কখনও দেখা যায়, ঠান্ডায় যাতে কষ্ট না পায়, তার জন্য পাড়ার নেড়ি কুকুরটির গায়ে কেউ একটা সোয়েটার পরিয়ে দিয়েছেন বা কম্বল জড়িয়ে দিয়েছেন। সমাজে দৈনন্দিন জীবনে অনেক খারাপ কিছুর মধ্যে মাঝেমধ্যে এমন ভালো মুহূর্তগুলো মন ভালো করে দেয় আমাদের।

অমৃতধারা

জীবনের ভিত্তি খুব পাকা হওয়া চাই। ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য জীবনের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যাইবে। খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা চাই। উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মানুষকে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। কায়মনোবাক্যে বীর্য ধারণ করিবে। বীর্য জীবন, বীর্যই প্রাণ, বীর্যই মানুষে যথাসর্বস্ব। বীর্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই বীর্য রক্ষা করিলেই মানুষ দেবতা হয়। আর এই বীর্য নষ্ট করিলেই মানুষ পশুত্বপ্রাপ্ত হয়। প্রতিদিন কিছু সময় প্রার্থনা ও ভগবানের নাম জপ করিবে। নাম করিলে হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর হইবে, কু-বাসনা, কু-প্রবৃত্তি নষ্ট হইবে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

উচ্চশিক্ষার সমাধি ও আধুনিক দাসত্ব

২৯টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনকে বিলুপ্ত করে ৪টি শ্রমকোড গঠনের মাধ্যমে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের আইনি ব্যবস্থা প্রশস্ত করা হয়েছে।

সন্দীপন নন্দী

-এআই

'আমায় একটা কাজ দেবেন স্যর, লেখার কাজ। বহুদিন কিছু লিখিনি।' গাড়ি চালাতে চালাতে ভরদুপুরে কথাগুলো শুনিয়েছিলেন বাংলা অনার্সে উত্তীর্ণ ড্রাইভার ধনঞ্জয় মাহালি। সম্পূর্ণ শ্রবণে সেদিন নাকি লজ্জায় গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে যেতে ইচ্ছে করছিল পাশে বসা আধিকারিকের। পরদিন ধনঞ্জয়ের প্রিয় অফিসে চা নিয়ে ছুটে এলেন অম্বরীশ তলাপাত্র। বয়স ৪০ পেরিয়ে সরকারি চাকরির সকল দরজা তাঁর কাছে বন্ধ। বর্তমানে গানের টিউশনে কোনওমতে সংসার চলে। রবীন্দ্রভারতীর 'এম মিউজ' পাশ করা অম্বরীশ এখন সরকারি দপ্তরে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকের কাজ করেন। তিনি ফাইলের ধুলো ঝাড়েন, অফিস গেটে তালা দেন আর রোজ বেতনবৃদ্ধির পরম আকাঙ্ক্ষায় ডাকচিঠি বয়ে বেড়ান অফিসের এ ঘর থেকে সে ঘর। যেখানে একদা ঝড়ের বেগে টাইপ করা জব-ওয়ার্কার অনুভাদি টিফিনবেলায় খাবার চাইতে আসেন কলিগের কাছে। আটের দশকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পাশ করা অনুভাদি মাঘের দুপুরকে বিষণ্ণ করে বলেছিলেন, 'ভাইরা এটিএম কার্ডে সব বেতন তুলে নেয়, তাই পয়সা নেই। একটু মুড়ি দিবি রে?' শোনা যায়, একবার হাতে সামান্য পয়সা পেয়ে বিষ কিনে এনেছিলেন অনুভাদি। ব্যাস, আর কোনওদিন নিজের হাতে বেতন তোলা হয়নি তাঁর। একটি পাকা ও যোগ্য সরকারি চাকরি লাভে ব্যর্থ ও বিব্রত অনুভাদিকে এ অফিস ভালো রাখতে পারেনি। যে মেয়ে অধ্যাপক হবার স্বপ্ন দেখত, লুকিয়ে নেট দিতে যেত, রাষ্ট্র তার দায় নেয়নি। শেষমেশ তাঁকে ছুড়ে ফেলেছে 'জব-লেবারের' জঙ্গলে। আজ আস্ত অফিস তাকে 'অনুভা পাগলি' বলে ডাকে। এই তো এদেশের উচ্চশিক্ষার পুরস্কার ও পরিচয়।

রাষ্ট্রযন্ত্রের উদাসীনতা ও চুক্তিপ্রথার অন্ধকার

গড়পড়তা মানুষ বলবেন এমন তো হয়েই থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র যদি প্রকৃত অর্থে সকলের জন্য ভাবত, তবে হয়তো শাসকের রাতের ঘুম উড়ে যেত। অতএব আপন আনন্দে উদ্বেল থাকাটাই দস্তুর। তাতে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের দুর্ভোগ বদলায় না; বরং এক সর্বময় দুর্দশার করুণ চিত্র উল্কির মতো জাতীয় মানচিত্রের আঁকেবাঁকে কলঙ্কের মতো টুঁটি চেপে বসে থাকে। অথচ এই চরম সত্য জেনেও রাষ্ট্রকর্তারা শোকসভার মতো নীরব। হাস্যকর বিষয় হল, যাদের দেওয়া কাজে ন্যূনতম সুরক্ষা বা নির্ভরতা নেই, তারাই আজ ভাগ্যবিধাতা। তাই পিএইচডিধারী ছাত্র যখন ডোমের পদের জন্য আবেদন করেন, তখন তাঁকে 'ছোট ঘটনা' জ্ঞানে ভুলে যেতে হয়। সরকারের হাবভাব এমন যেন— দুর্মূল্য চাকরির বাজারে যতটুকু পেয়েছ, সেটুকুই অনেক। ফলে কাজের জগতে উচ্চশিক্ষা যেন এখন মুড়কি আর মুড়ির সমতুল্য। মাত্র তিন-চার হাজার টাকা বেতনের কর্মী দিয়ে যখন সরকারি দপ্তর দিব্যি চলছে, তখন নতুন করে স্থায়ী কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেওয়াকে প্রশাসন এক প্রকার বোকামোই মনে করে। সেই লক্ষ্যেই অধিকাংশ স্থায়ী নিয়োগ বন্ধ রেখে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের নামমাত্র বেতনে খাটিয়ে সরকারি দপ্তরগুলো তাদের গতির চাকা সচল রেখেছে। বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের নিরিখে সুনাম ও শৃঙ্খলার সম্মান অর্জন করছে প্রশাসন, কিন্তু আড়ালে পড়ে থাকছে চুক্তিপ্রথায় নিযুক্ত কর্মীদের দক্ষতা, মেধা ও শ্রমের প্রকৃত মূল্যায়ন।

নতুন শ্রমকোড : আধুনিক দাসত্বের আইনি সিলমোহর

ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই যে, স্থায়ী কর্মীর চাইতেও কয়েকগুণ বেশি খাটিয়ে অফিসে, স্কুলে বা আদালতে নামমাত্র বেতনে কর্মী পুষছে সরকার। যাঁরা প্রতিদিন কাজ হারানোর ভয়ে নিজেদের শেষটুকু নিংড়ে দিচ্ছেন অবলীলায়। খবর আসে, আধিকারিককে যে কোনও কাজে

> **কে বলে দাসপ্রথা অবলুপ্ত? অন্য নামে, অন্য রূপে সে এ যুগেও বর্তমান। আশ্চর্য এই যে, এই শ্রেণির কর্মীদের সার্ভিস বুক নেই অথচ 'সার্ভিস' ও 'সার্ভিস রুল' দুই-ই আছে। ফলে এক অশনিসংকেতের মেঘ আজীবন বইছেন নীচুতলার এই কর্মীরা। তাঁদের নিয়োগের কোনও জোরালো সরকারি সিলমোহর নেই।**

'না' বলার স্বাভাবিক প্রত্যাখ্যান ক্ষমতা পর্যন্ত তাঁরা আজ বিস্মৃত হয়েছেন। এই কুঁকড়ে থাকা আসলে কাজ হারানোর এক ভীষণ ভয়। এটাই শ্রমজগতের আধুনিক কিসসা। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত স্থায়ী চাকরি তুলে দেওয়ার যে অমানবিক শ্রম আইন পাশ হয়েছে, তাতে ২৯টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনকে বিলুপ্ত করে মাত্র ৪টি শ্রমকোড গঠনের মাধ্যমে স্থায়ী মেয়াদি চাকরির বদলে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের আইনি ব্যবস্থা প্রশস্ত করা হয়েছে। যে শর্তের জাঁতাকলে এবার থেকে হাজার হাজার সরকারি নিয়োগ হলেও তাদের আর কোনও চাকরিগত নিরাপত্তা থাকবে না। প্রয়োজন ফুরোলে যেদিন খুশি কর্মীদের বরখাস্ত করতে পারবে কর্তৃপক্ষ, এমনকি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের পথও সংকুচিত করা হয়েছে। এটাই যেন সাধারণ মানুষের জন্য রাষ্ট্রের দেওয়া এক 'বিষাক্ত' উপহার। এ এক এমনতর 'একুশে আইন', যা আপাতদৃষ্টিতে সংস্কার মনে হলেও আসলে কর্মীর সুরক্ষা কেড়ে নেওয়ার হাতিয়ার। ফলে অদূরভবিষ্যতে দেশে হয়তো স্থায়ী সরকারি চাকরি বলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। দায়মুক্তির এই নয়া আইন থেকেই ব্যাংক, অফিস, স্কুল— সর্বত্র বেসরকারিকরণের যে মন্দ হাওয়া বইতে শুরু করেছে, তাতে সরকারি চাকরি এখন কেবলই এক অলীক মরীচিকা।

শূন্য সার্ভিস বুক ও আত্মমর্যাদার শেষ লড়াই

কে বলেছে সরকারি চাকরি করলে 'সার্ভিস বুক' থাকবেই? উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সুদীর্ঘ কর্মজীবনে সহস্রবার বেতনবৃদ্ধির চিঠি লিখেছেন এই অফিসের ডিআরডব্লিউ (ডেইলি রেটেড ওয়ার্কার) খ্যাত সুনীলদা। ঝড়-জলে ট্রেড ইউনিয়নের মিছিলে হেঁটেও তিনি পাননি কিছুই। তাঁর প্রাপ্তি কেবলই একরাশ শূন্যতা। চুক্তিশ্রমিক সুনীলদা মুখ বুজে অফিসকে জীবনভর পরিষেবা দিলেও এক টুকরো সার্ভিস বুক তাঁর কপালে জোটেনি। এভাবেই একটি স্থায়ী চাকরির ভূত আজও তাড়া করে বেড়ায় অফিসের আরেক অস্থায়ী কর্মী আবেদন টোপনোকে। জেলা দপ্তরের সাইরেন অন-অফ করার দায়িত্ব নিয়ে ৩৩ বছর কাটিয়ে দেওয়া এই বিস্ময়পুরুষের 'আবেদন' আজও কেউ রাখেনি। এটাই চুক্তিপ্রথার সার্ভিস রুল— জীবনভর বলদের মতো খেটে বিদায়লগ্নে সামান্য নগদ বিদায়ের আশ্চর্য প্রথা। কে বলে দাসপ্রথা অবলুপ্ত? অন্য নামে, অন্য রূপে সে এ যুগেও বর্তমান। আশ্চর্য এই যে, এই শ্রেণির কর্মীদের সার্ভিস বুক নেই অথচ 'সার্ভিস' ও 'সার্ভিস রুল' দুই-ই আছে। ফলে এক অশনিসংকেতের মেঘ আজীবন বইছেন নীচুতলার এই কর্মীরা। তাঁদের নিয়োগের কোনও জোরালো সরকারি সিলমোহর নেই। যে নিয়োগ মৌখিক ও ভঙ্গুর, সেখানে 'সমকাজে সমবেতন'-এর দাবি নির্মম ইট-পাথরের দেওয়ালে মাথা কুটে মরে। অথচ কী পোড়া কপাল! অফিসের রিক্রিয়েশন ক্লাব বড়বাবু থেকে মেজোবাবুদের জন্য এলাহি ফেয়ারওয়েলের আয়োজন করে, কিন্তু ১৫ বছর চা-জল সার্ভ করা নিতাইদাকে অবসরের দিন স্বীকৃতিটুকুও দেয় না কেউ। তবু বেকার বোকারা প্রবল প্রত্যাশায় নিজেদের দশটা-পাঁচটার জীবন উজাড় করে দিচ্ছে। ভবিষ্যতে টেবিলের কাজ পাওয়ার আশায় তারা আত্ম অধিকারের কথা বলার স্পর্ধাটুকুও হারিয়েছে। কিন্তু এটি যে এক সামগ্রিক আত্মমর্যাদার লড়াই, তা উপলব্ধি করেছিলেন সেই উচ্চশিক্ষিত পাগল মেয়েটি। চারতলার কার্নিশ থেকে মরণঝাঁপ দেওয়ার আগে অনুভাদি বারবার বলেছিলেন, 'ফুল দিবি কি না বল?' আজ সেই পরিণতির জেরেই হয়তো প্রত্যেক জব-লেবার ৬০ বছর বয়সে চাকরির শেষ দিনে এই অফিসে 'ফেয়ারওয়েল' পান। কানাকড়ি সম্মানের ফুল-মিষ্টি নিজের দুয়ার অবধি সগর্বে বয়ে নিয়ে যান তাঁরা। আজও এই রীতি পাকাপাকিভাবে চলছে।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৯২৫

পণ্ডিত বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৪৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা শমিত ভঞ্জ।

আলোচিত

তৃণমূলের লোকেরা আমাকে চিরদিন কালো পতাকা দেখাত। সেখান থেকে কিছু লোক বিজেপিতে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু অভ্যাসটা রয়ে গিয়েছে। তারা বিজেপির সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে কি না, দলে থাকবে কি থাকবে না, সেটা তাদের ব্যাপার। দিলীপ ঘোষের এটা সমস্যা নয়।

- দিলীপ ঘোষ

ভাইরাল/১

যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছে ট্রাফিক পুলিশ। মাথায় হেলমেট, পরনে হলুদ পোশাক। রাস্তার গাড়িগুলিকে হাত দেখিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করছে। কোনও মানুষ নয়, এটি আসলে রোবট। চিনে ট্রাফিক পুলিশের জায়গায় রোবট ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভাইরাল/২

অফিসের কাজের চাপে সবাই দিশেহারা। তখন অঙ্কিত দ্বিবেদীর পোস্ট করা একটি ভিডিওতে ক্যাজুয়াল পোশাকে অফিসের কাজের ফাঁকে 'ব্যাং ব্যাং' গানের তালে একজনকে নাচতে দেখা গেল। অবিকল হৃত্বিক রোশনের স্টাইলে। তাঁকে হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিলেন অফিসের অন্য কর্মীরা।

জনমন জনমত

প্রাথমিকে একের পর এক শ্রেণি, আখেরে শিক্ষার সর্বনাশ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত করা এখন খবরের শিরোনামে। গত ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে ২৩৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত করা হয়েছিল। ২০২৬-এ যুক্ত করা হচ্ছে ২৩৩৮টি স্কুল। ২০১৮ সালে সমস্ত প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত করার ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। সেই মোতাবেক ২০১৯ সালে আঠারো হাজার বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত হয়। বলা হয়েছিল তারপর ধীরে ধীরে স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন করে বাকি ৩৩ হাজার স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত হবে।

স্কুলগুলিতে ধাপে ধাপে পঞ্চম শ্রেণি তো যুক্ত হচ্ছে কিন্তু পরিকাঠামোগত উন্নয়ন শিকেয়। ২০১৩ সালে প্রাকপ্রাথমিক এবং ২০১৮ সালে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত হওয়ার কথা ঘোষণা হলেও অতিরিক্ত এই দুটি ক্লাস পরিচালনার জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ঘোষিত হয়নি। প্রাকপ্রাথমিকের জন্য কোনও শিক্ষক নিয়োগ হয়নি, এমনকি কোনও সিলেবাস পর্যন্ত নেই।

বেশিরভাগ প্রাথমিক স্কুলে ক্লাসরুমের অবস্থা শোচনীয়। বহু জায়গায় ক্লাসরুম স্যাঁতসেঁতে, পুরোনো। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নেই। প্রধান শিক্ষকের রুম তো নেই-ই, শিক্ষকদের কমনরুমও নেই। বেশিরভাগ স্কুলে একই রুমে অন্তত দুটি ক্লাস নিতে হয়। পাশাপাশি রয়েছে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব। বেশিরভাগ স্কুল চলছে ২ বা ৩ জন শিক্ষক দিয়ে। পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত হয়ে গেলে প্রাথমিকে মোট ছয়টি ক্লাস হচ্ছে। তুলনায় হাইস্কুলে কম ক্লাস। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত একটি হাইস্কুলে ৮/১০ জন শিক্ষক আছেনই, কিন্তু প্রাথমিকে ২/৩ জন। এছাড়াও প্রাথমিকে কোনও শিক্ষাকর্মী বা ক্লার্ক নেই। সব কাজ শিক্ষকদেরই করতে হয়। সত্যিই কি শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য এই সিদ্ধান্ত!

বাস্তবে দেখা যাবে শিক্ষার যে দুরবস্থা দাঁড়িয়েছে তা আরও বাড়বে। আরও কিছু বিষয় উঠে আসছে। প্রাথমিকে বেতন কম, হাইস্কুলে বেতন বেশি। সরকার কৌশলে প্রাথমিকে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে হাইস্কুলে নিয়োগ কমিয়ে অর্থ বাঁচাতে চাইছে, সেখানে ছাত্রদের স্বার্থ তাদের কাছে গৌণ।

তাই জাতীয় শিক্ষানীতিই হোক আর রাজ্য শিক্ষানীতিই হোক, সত্যিই যদি সরকার শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটাতে চায়, তাহলে সবার প্রথমে তাদের পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। যে প্রাথমিক বিদ্যালয় এখনও শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষকই পেল না, সেখানে একের পর এক শ্রেণি যুক্ত করে শিক্ষার সর্বনাশই করা হচ্ছে আর বেসরকারি শিক্ষার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। তাই প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত হোক, কিন্তু দাবি উঠুক শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬টি ক্লাসের ন্যূনতম ৬ জন শিক্ষক এবং ১ জন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হোক। অল্প কয়েক বছরেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার চিত্র পালটে যেতে বাধ্য। জনদরদি সরকার হলে নিশ্চয়ই শিক্ষার স্বার্থে তারা এই পথে হাঁটবে।

**পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য,
কোচবিহার।**

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

তোমার হাতে কলম আছে, মানব!

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, টাইপ করা শিক্ষার্থীরা হাতে লেখা শিক্ষার্থীদের তুলনায় ২০% থেকে ২৫% কম নম্বর পায়।

সুজনকুমার দাস

-এআই

বর্তমানে আমাদের হাতের তালুতে থাকা প্রযুক্তি কয়েক দশক আগের কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। ল্যাপটপ, ট্যাবলেট আর স্মার্টফোনের ভিড়ে আমাদের হাজার বছরের পুরোনো সঙ্গী 'কাগজ-কলম' আজ কোণঠাসা। আমরা এখন টাইপ করি ঝড়ের গতিতে, এমনকি মুখ দিয়ে বললেই 'ভয়েস টাইপিং' তা লেখায় রূপান্তর করে দিচ্ছে। কিন্তু আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞান এক চমকপ্রদ এবং কিছুটা ভয়ংকর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে : আমরা যত বেশি ডিজিটাল উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করছি, আমাদের মস্তিষ্ক তত কম তা ধারণ করছে। প্রিন্সটন ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, টাইপ করা শিক্ষার্থীরা হাতে লেখা শিক্ষার্থীদের তুলনায় ২০% থেকে ২৫% কম নম্বর পায়। এর কারণ হল কিবোর্ড ব্যবহারের সময় মস্তিষ্ক কেবল একটি 'পাইপলাইনের' মতো কাজ করে, যেখানে তথ্য এক কান দিয়ে ঢুকে আঙুল দিয়ে বের হয়ে যায়। কাগজ-কলম নামক এই প্রাচীন প্রযুক্তিটি আসলে যে কোনও আধুনিক অ্যাপের চেয়ে হাজারগুণ বেশি শক্তিশালী।

মনোবিজ্ঞানীরা ল্যাপটপে দ্রুত নোট নেওয়াকে বলছেন 'শেখার বিভ্রম'। যখন কেউ ল্যাপটপে নোট নেয়, সে বক্তার প্রতিটি কথা হুবহু টাইপ করার চেষ্টা করে, যাকে বলা হয় 'ট্রান্সক্রাইব' করা। এতে মস্তিষ্কের সিংহভাগ অংশ নিষ্ক্রিয় থাকে। অন্যদিকে, হাতে লেখার গতি মানুষের কথার গতির চেয়ে কম হওয়ায় মস্তিষ্ক তথ্যটি 'প্রসেস' করতে বাধ্য হয়। লেখককে তথ্যটি শুনতে হয়, বিশ্লেষণ করতে হয় এবং নিজের ভাষায় ছোট করে লিখতে হয়। এই 'শোনা-বোঝা-সংশ্লেষণ' করার প্রক্রিয়াই হল প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তি। ভয়েস টাইপিং বা দ্রুত টাইপিং মস্তিষ্ককে এই উপকারী পরিশ্রম থেকে বিরত রাখে। আমাদের মস্তিষ্ক কোনও তথ্যকে তখনই গুরুত্ব দেয়, যখন সেই তথ্যটি পেতে তাকে কিছুটা ঘাম ঝরাতে হয়। ফলে দ্রুত টাইপিং তথ্যের জগৎকে সমৃদ্ধ করলেও মানুষের অভ্যন্তরীণ জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে পারে না।

স্নায়ুবিজ্ঞানীদের মতে, কলম দিয়ে লেখার সময় মস্তিষ্কের মোটর কর্টেক্স আঙুলের সূক্ষ্ম চলন নিয়ন্ত্রণ করে নিউরাল সার্কিটে গভীর ছাপ ফেলে। আমাদের মস্তিষ্কে 'রেটিকুলার অ্যাক্টিভেটিং সিস্টেম' নামক একটি ছাঁকনি আছে, যা সিদ্ধান্ত নেয় কোন তথ্যটি মনে রাখা উচিত। যখন আপনি হাত, চোখ এবং চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে কিছু লেখেন, তখন মস্তিষ্ক একটি শক্তিশালী সংকেত পায়— 'মনোযোগ দাও! এটি গুরুত্বপূর্ণ।' কিবোর্ডের প্রতিটি 'কি' অনুভব করতে একই রকম, তাই সেখানে মস্তিষ্ক কোনও বিশেষ উদ্দীপনা পায় না। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, হাতে লেখার সময় মস্তিষ্কে বিশেষ তরঙ্গ বা আলফা ওয়েভ সৃষ্টি হয়, যা নতুন তথ্যকে দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিতে রূপান্তর করতে সাহায্য করে। এছাড়া ল্যাপটপে নোট নেওয়ার সময় ই-মেল বা নোটিফিকেশনের কারণে বিক্ষিপ্ত মনোযোগ আমাদের শেখার ক্ষমতা প্রায় ৪০% কমিয়ে দেয়।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের দিকে তাকালে দেখা যায়, তাঁরা প্রযুক্তির শিখরে বসেও কলম ছাড়েননি। বিল গেটস তাঁর 'থিংক উইক'-এ কেবল বই আর কাগজ-কলম নিয়ে নির্জনে চলে যান। জেকে রাউলিং হ্যারি পটারের জটিল প্লট সাজিয়েছিলেন হাতে লিখে। রিচার্ড ব্র্যানসন তাঁর সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হিসেবে হাতে লেখা ডায়েরিগুলোকে কৃতিত্ব দেন। তাঁরা জানেন যে, গভীর চিন্তা ও সৃজনশীলতার জন্য কলমের ডগা আর কাগজের ঘর্ষণই সবথেকে বড় উদ্দীপক। দ্রুততা সবসময় উৎকর্ষের পরিচয় দেয় না। টাইপিং আপনার সময় বাঁচাতে পারে, কিন্তু আপনার বুদ্ধিকে শানিত করবে আপনার হাত ও কলম। তাই পরেরবার কোনও গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিখতে চাইলে ল্যাপটপটি বন্ধ করে একটি সাধারণ ডায়েরি ও কলম নিয়ে বসুন। আপনার মস্তিষ্ককে পরিশ্রম করতে দিন, কারণ সেই পরিশ্রমেই লুকিয়ে আছে মেধার প্রকৃত বিকাশ। সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি আপনার পকেটেই আছে—একটি সাধারণ কলম।

(লেখক শ্রীপৎ সিং কলেজের (জিয়াগঞ্জ) অধ্যাপক)

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৩৪

পাশাপাশি : ১। সহযোগিতা বা উৎসাহ ৩। ঘানিতে যে তেল তৈরি করে ৫। অতি কাঁচা, নবীন ৬। মুসলমান আমলের নগর ৮। ব্যবসায়ী, সওদাগর, বাঙালি হিন্দুর পদবিবিশেষ ১০। স্বর্ণকার ১২। কৃপণ ১৪। প্রচণ্ড, তীব্র, কড়া, কোপন বা রূঢ় ১৫। শপথ, দিব্যি ১৬। হত্যা বা বধ।

উপর-নীচ : ১। অভিপ্রায়, অভিসন্ধি, উদ্দেশ্য, ফন্দি ২। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভাব বা অবস্থা ৪। ব্যাধ, লম্পট, নক্ষত্রমণ্ডলবিশেষ ৭। ময়ূরের আরেক নাম ৯। আওয়াজ, ধ্বনি, জনরব বা গুজব ১০। বিবাহ বা হস্তধারণ ১১। রাক্ষসরাজ রাবণের আরেক নাম ১৩। বাড়ির পেছনের দরজা।

সমাধান ■ ৪৩৩৩

পাশাপাশি : ১। নন্দিনী ৩। নীলাচল ৪। বাদাল ৫। কতশত ৭। নভ ১০। ধাম ১২। আনকোরা ১৪। মানক ১৫। গিটকিরি ১৬। চতুর।

উপর-নীচ : ১। নয়জ্ঞান ২। নীবার ৩। নীলকণ্ঠ ৬। শতধা ৮। ভজন ৯। মারামারি ১১। মনান্তর ১৩। বিকচ।

বিন্দুবিসর্গ

বিশৃঙ্খলায় ধৃত

বর্ষবরণের রাতে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে কলকাতায় ধৃত ১৩০০ জন। বিশৃঙ্খলায় ২৬৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযানের সময় উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ মাদকও।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ছেলেকে কলকাতা বিমানবন্দরে ছাড়তে আসার সময় বর্ধমানে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এক পরিবার। তিনজনেরই মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল তাঁদের।

উদ্ধার ব্যবসায়ী

ব্যবসার কাজে বেরিয়ে অপহৃত কলকাতার ব্যবসায়ী আফতাব মহম্মদকে নদিয়া থেকে উদ্ধার করল পুলিশ। ২ অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ, ৪ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছিল।

গ্রেপ্তার পুলিশ

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মহিলা হোমগার্ডের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার হলেন অভিযুক্ত ক্যানিং থানার সাব-ইনস্পেক্টর সায়ন ভট্টাচার্য। আলিপুর আদালতে তাঁকে পেশ করেছে পুলিশ। তদন্ত চলছে।

শা’র দাওয়াই : দিলীপেই কি বাজিমাত?

ভোট-পাখি

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : কলকাতার রাজপথে যখন কনকনে ঠান্ডার আমেজ, ঠিক তখনই নিউটাউনের এক অভিজাত হোটেলের রুদ্ধদ্বার কক্ষে চলল ২০২৬-এর মহাযুদ্ধের ব্লু-প্রিন্ট তৈরির কাজ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ঝটিকা সফর কেবল বাংলার আসন্ন উপনির্বাচনের রণকৌশল সাজাতে নয়, বরং এক গভীর অসুখের ‘সার্জারি’ করতে। বঙ্গ বিজেপির অন্দরে যে অন্তর্কলহ আর নেতৃত্বের টানাপড়েন গত কয়েক বছর ধরে ঘুণপোকার মতো কাজ করছিল, তাতে এবার চাবুক মারলেন দিল্লির ‘চাণক্য’। আর সেই দাওয়াইয়ের প্রধান অঙ্গ হিসেবে ফের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা হলো বঙ্গ বিজেপির একদা ‘পোস্টার বয়’ দিলীপ ঘোষকে। প্রশ্ন উঠছে, একুশের হারের পর যাঁকে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল, সেই ‘দিলীপ-টনিক’-এই কি তবে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের ক্ষত সারিয়ে ছাব্বিশের বৈতরণী পার করতে চাইছে পদ্ম শিবির?

অমিত শাহের এবারের বঙ্গ সফরের নির্যাস যদি এক লাইনে বলতে হয়, তবে তা হল— ‘দলাদলি বন্ধ করো’। দলীয় সূত্রের খবর, শাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয় এখন আর কেবল একটি রাজনৈতিক লক্ষ্য নয়, বরং বিজেপির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। বৈঠকে শাহ যখন কোর কমিটির সদস্য ও জেলা নেতৃত্বদের সঙ্গে বসলেন, তাঁর শরীরী ভাষায় দাপট ছিল স্পষ্ট। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যে নেতার সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু কর্মীদের সঙ্গে সংযোগ কমছে। সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী আর দিলীপ ঘোষ— এই তিন ভিন্ন মেরুর নেতৃত্বকে একই টেবিলে বসিয়ে শাহ যে বার্তা দিলেন, তা হলো ‘যৌথ নেতৃত্ব’। বঙ্গ বিজেপির ট্র্যাডিশনাল ‘আদি’ বিজেপি এবং তৃণমূল থেকে আসা ‘নব্য’ বিজেপির মধ্যে যে অদৃশ্য দেওয়াল তৈরি হয়েছে, তা ভেঙে ফেলাই এখন শাহের প্রধান লক্ষ্য।

এই বৈঠকের সবচেয়ে বড় চমক অবশ্যই দিলীপ ঘোষের ‘কোর গ্রুপ’-এ ফেরা। ২০১৯-এ বিজেপির ১৮টি আসন জয়ের কারিগর ছিলেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর মেঠো ভাষা আর আরএসএস-এর কড়া অনুশাসন বিজেপিকে গ্রাম বাংলায় পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু একুশের হারের পর তাঁকে সুকৌশলে কোণঠাসা করার অভিযোগ উঠেছিল। ফল হাতেনাতে মিলেছে চব্বিশের লোকসভায়—

বুধবার শা সাক্ষাতের পরের দিন শমীকের সঙ্গে বৈঠকে দিলীপ ঘোষ।

উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল, সর্বত্রই গেরুয়া ভোটব্যাংকে ধস নেমেছে। শাহ বুঝেছেন, শুভেন্দু অধিকারীর আগ্রাসন আর সুকান্ত মজুমদারের মার্জিত ইমেজের সঙ্গে দিলীপের সাংগঠনিক শক্তির ‘ককটেল’ না বানালে তৃণমূলের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভাঙা অসম্ভব।

উত্তরবঙ্গের জন্য শাহর এই কৌশল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কোচবিহার হাতছাড়া হওয়া বা বালুরঘাটে জয়ের ব্যবধান কমে যাওয়া দিল্লির কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। রাজবংশী ভোটব্যাঙ্ক এবং চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে দিলীপ ঘোষের জনপ্রিয়তা এখনও অটুট। শাহর নির্দেশে যে নতুন ১৫ জনের কোর গ্রুপ তৈরি হয়েছে, তার প্রধান লক্ষ্যই হলো উত্তরবঙ্গের হারানো জমি পুনরুদ্ধার। শা নির্দেশ দিয়েছেন, কেবল জনসভা নয়, প্রতিদিন অন্তত ৫-৬টি ছোট ‘উঠোন বৈঠক’ করে মানুষের ক্ষোভ বুঝতে হবে।

এবারের লড়াইয়ে শাহ দুটি নতুন হাতিয়ার দিয়েছেন। একটি হল ‘অনুপ্রবেশ’ এবং অন্যটি ভোটার তালিকার ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’। শাহর অভিযোগ, তৃণমূল সুকৌশলে হিন্দুদের নাম বাদ দিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের নাম ঢোকাচ্ছে। প্রতিটি বুথে পাহারাদার বসিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, ২০২৬-এর লড়াই কেবল ক্ষমতার নয়, বরং বাংলার ‘জনবিন্যাস’ রক্ষার লড়াই।

শাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ২০২৬-এর টিকিট পাওয়ার একমাত্র মাপকাঠি হবে ‘পারফরম্যান্স’। কোনও নেতার অনুগামী হওয়া চলবে না, হতে হবে দলের অনুগামী। দিল্লির সরাসরি তত্ত্বাবধানে এখন থেকে পরিচালিত হবে বঙ্গ বিজেপি। সুকান্ত-শুভেন্দু-দিলীপের ‘তিন মাথা’ কি ব্যক্তিগত ইগো সরিয়ে এক ছাতার তলায় কাজ করতে পারবেন? শাহর কড়া হুঁশিয়ারি— ‘হয় এক হয়ে লড়ুন, নয়তো হার স্বীকার করুন’।

অস্তিত্বের লড়াই দিলীপ ঘোষের প্রত্যাবর্তন কেবল একজন নেতার ফেরা নয়, বরং বিজেপির সেই পুরোনো আগ্রাসী মেজাজে ফেরার ইঙ্গিত। তৃণমূল যখন নানা অভিযোগে বিদ্ধ, তখন বিজেপি কেন তার ফায়দা তুলতে পারছে না, তা নিয়ে শাহ ক্ষুব্ধ। চব্বিশের ব্যর্থতা ভুলে ছাব্বিশে নবান্ন দখলের এই অন্তিম সুযোগে ‘শাহ-দিলীপ’ যুগলবন্দি কতটা কাজ করে, তার উত্তর দেবে সময়। তবে বাংলার রাজনৈতিক পিচে যে বাউন্সার আর ইয়র্কারের সংখ্যা বাড়বে, তা নিশ্চিত।

ঘুরছে নাগরদোলা, চড়তে যাবো আমি তুমি... কলকাতার ময়দানে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা দিবসে নির্দেশ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : ২৯তম প্রতিষ্ঠাদিবসে বাংলা জয়ের ডাক দিল তৃণমূল। ‘যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা’ স্লোগান ব্যবহার করে দলীয় নেতারা বৃহস্পতিবার বুঝিয়ে দিলেন, বছরের প্রথম দিন থেকেই ময়দানের লড়াই চলবে। আর সেটাই হবে বিজেপিকে পরাস্ত করার প্রধান অস্ত্র। নাম না করে গেরুয়া শিবিরকে ‘রক্তচক্ষু’, ‘অপশক্তি’ বলে দাগিয়ে দিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে লেখেন, ‘কোনওরকম অপশক্তির কাছে মাথানত নয়, সকল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই সাধারণ মানুষের জন্য আমাদের সংগ্রাম আজীবন চলবে।’ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এবারের প্রতিষ্ঠাদিবস তৃণমূলের কাছে বড় পরীক্ষার দিন। শহরতলি, ব্লক, ওয়ার্ড সহ প্রতিটি জেলাস্তরে দলীয় কর্মীরা এদিন আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের শপথ নিয়েছেন।

অন্যদিকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠাকুরনগর সফর ঘিরে বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে অভিষেককে আটকানো হবে। ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়ায় মতুয়াদের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই তাঁর। পালটা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের হুঁশিয়ারি, অভিষেককে বাধা দিলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে। জানুয়ারি মাসজুড়ে এই মতুয়া ভোটব্যাংককে শক্তিশালী করার পাশাপাশি একগুচ্ছ কর্মসূচির ঘোষণা করেছে তৃণমূল। ব্লক ও অঞ্চল স্তরে প্রচার পর্বের প্রথম পর্যায়ে নাম ‘বাংলার সমর্থনে সংযোগ’। রাজ্যের প্রায় ১৮০০ জন বিশিষ্ট মানুষের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে রাজ্য সরকারের ১৫ বছর ব্যাপী উন্নয়নমূলক কাজের রিপোর্ট কার্ড ‘উন্নয়নের পাঁচালি’।

- ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ ও ‘উন্নয়নের সংলাপ’ কর্মসূচির মাধ্যমে ব্লক ও জেলাস্তরে জনসংযোগ
- বাঙালি অস্মিতাকে হাতিয়ার করে মনীষীদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস মর্যাদার সঙ্গে পালনের নির্দেশ
- গণতন্ত্র রক্ষার ডাক দিয়ে মতুয়া ভোটব্যাংককে শক্তিশালী করার কৌশল
- এসআইআর-এর বিরুদ্ধে সুর চড়ানোর জন্য সাংসদ, বিধায়ক সহ নেতৃত্বদের নিয়ে দল গঠন

দ্বিতীয় পর্যায়ে বুথস্তরের জনসংযোগ কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে ‘উন্নয়নের সংলাপ’। বাঙালি অস্মিতা ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগকে হাতিয়ার করে জনসংযোগের রণকৌশল সাজাচ্ছে জোড়াফুল। বাংলার মনীষীদের ভুল নামে ডাকা, বিকৃত উচ্চারণে সম্বোধন সহ একাধিক ইস্যুর বিরুদ্ধে সুর চড়াতে দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন দলের শীর্ষনেতৃত্ব। বিবেকানন্দের জন্মদিন, নেতাজির জন্মদিনে সুভাষ উৎসব, ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস ও ৩০ জানুয়ারি গান্ধিজির প্রয়াণ দিবসে শহিদ দিবস পালনের সঙ্গে বিভিন্ন মনীষীর জন্ম ও মৃত্যু দিবসে সম্মান জানানোর কথা বলা হয়েছে। বিস্তারিত কর্মসূচির বার্তা ইতিমধ্যেই দলের সর্বস্তরে পৌঁছে দিয়েছে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী।

ব্লক ও ওয়ার্ড স্তরে ধাপে ধাপে স্ক্রুটিনির পর শাসক শিবিরের আশঙ্কা, বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি খুব একটা উন্নত নয়। ফলে এই শক্তিকে আরও চাঙ্গা করতে গণতন্ত্র বাঁচানোর ডাক দিচ্ছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে লেখেন, ‘নতুন বছরে সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নব উদ্যমে আগামীর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হোন।’ এদিন প্রথমে কালীঘাট, তারপর দলের সদর দপ্তর নতুন ও পুরোনো তৃণমূল ভবনে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা তুলে প্রতিষ্ঠাদিবসের কর্মসূচি শুরু করেন সুব্রত বক্সী ও দলের অন্যতম রাজ্য সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার। মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে এই কর্মসূচিতে যোগ দেন। শুক্রবার থেকেই জেলা সফর শুরু করছেন অভিষেক। প্রথম দিন তাঁর কর্মসূচি রয়েছে বারুইপুরে। ব্রিগেড সমাবেশের ন্যায় র‍্যাম্প সহ একাধিক সাজসজ্জায় সেজে উঠেছে ফুলতলা সাগর সংঘের মাঠ।

খড়্গপুরে হিরণ জটে দিলীপ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : শা’র থেকে সবুজসংকেত পাওয়ার পরই মাঠে নেমে পড়লেন দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে গিয়ে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করেন দিলীপ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তী। আগামী ১৩ তারিখে দুর্গাপুরে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে সভা করতে চলেছেন দিলীপ। এখন থেকে দিলীপের সমস্ত কর্মসূচি আগের মতোই অনুমোদন দেবে দল। ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে খড়্গারপুর থেকে প্রার্থী হতে চেয়েও দলকে বার্তা দিয়েছেন তিনি।

খড়্গপুরে বিজেপির বর্তমান বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। ’২৬-এ দলের প্রার্থী করার ব্যাপারে সাধারণভাবে জয়ী প্রার্থীরা অগ্রাধিকারী। এমনটাই জানিয়েছিলেন সুনীল বনশল। তবে জেতা সব প্রার্থী যে টিকিট পাবেন এমন নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়নি। সূত্রের মতে, বিধায়কের গত পাঁচ বছরের পারফরমেন্স অবশ্যই বিচার্য হবে টিকিট দেওয়ার ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে বর্তমান ৬৫ জন বিধায়কের মধ্যে প্রায় অর্ধেক বিধায়ক টিকিট নাও পেতে পারেন। দলীয় সূত্রে তেমনই ইঙ্গিত রয়েছে। সেই তালিকায় কোন কোন বিধায়ক আছেন, তা এখনও চূড়ান্ত না হলেও খড়্গপুরের বর্তমান বিধায়ককে নিয়ে দলে চর্চা আছে। এই আবহে শা’র ডাকে দিলীপের প্রত্যাবর্তন এবং তারপরেই প্রকাশ্যে খড়্গপুর আসন থেকে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে দিলীপের মন্তব্য যেভাবে সামনে এসেছে, তাতে খড়্গপুরে প্রার্থীবদলের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না অনেকেই।

বুধবার শাহি মিটিংয়ে দিলীপের সঙ্গেই উপস্থিত ছিলেন হিরণও। এদিন খড়্গরপুর থেকে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে দিলীপের মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি না করলেও হিরণের কথায় অসন্তোষের আঁচ। হিরণ বলেন, ‘বিধায়ক, সাংসদদের বৈঠকে দিলীপবাবুকে আলাদা করে কিছু বলেননি শা। পরে কে কোথায় কী বলেছেন, তা জানি না।’ তিনি আরও বলেন, ‘ভোটে আমি প্রার্থী হব কি না তা এখনও ঠিক করিনি। দল প্রার্থী করবে কি না তাও জানি না। রাজ্য সভাপতি বা দলের তরফ থেকে আমাকে খড়্গপুরে বিধায়ক হিসেবে কাজ করে যেতে কোনও বারণ করা হয়নি।’

বৃহস্পতিবার সল্টলেকে বৈঠকের পর রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘গোটা মাঠজুড়েই খেলবেন দিলীপদা।’ শা-র পর এদিন রাজ্য সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠকের পর রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী দিলীপ। প্রায় ৮ মাস ধরে দলে ব্রাত্য থাকার পর খোদ অমিত শা’র উপস্থিতিতে যেভাবে দলীয় কাজে ফিরতে পারলেন তাতে খুশি দিলীপ। অতীতে সুকান্ত, শুভেন্দু সহ রাজ্য নেতৃত্বের একান্তের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে নিজে ও দলকে সমস্যায় ফেলেছিলেন তিনি। অতীত থেকে সেই শিক্ষা নিয়ে এখন সে ব্যাপারে সতর্ক দিলীপ। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘অতীত বিতর্ক এখন ক্লোজ চ্যাপ্টার। এখন শুধুই সামনে এগিয়ে চলা। ’২৬-এর নির্বাচনে দল যাতে সর্বশক্তি দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে রাজ্যে বিজেপি সরকার আনতে পারে সেটাই এখন আমাদের লক্ষ্য।’

ভারসাম্যের অঙ্কে বদল ভরকেন্দ্রে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : বিদায়ি ২০২৫-এর শেষদিন বুধবার রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ দুই পদে রদবদল ঘটিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে বিধানসভা ভোটের মুখে এই রদবদল তাৎপর্যপূর্ণ। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই রাজ্যে প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব ও নয়া স্বরাষ্ট্রসচিব হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে নন্দিনী চক্রবর্তী এবং জগদীশ প্রসাদ মিনা। একইসঙ্গে বিদায়ি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। নবান্নের অন্দরমহলে প্রশ্ন, তাহলে কি প্রশাসনের ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে কারও একাধিপত্য রাখতে চান না বলেই মুখ্যমন্ত্রী পন্থকে প্রধানসচিব করে কৌশলী সিদ্ধান্ত নিলেন? বিষয়টি নিয়ে আমলামহলে চর্চা ও জল্পনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

আলোচনার কেন্দ্রে আরও একটি বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এই সিদ্ধান্তে রাজ্যবাসীকে একটা বার্তাও দিতে চেয়েছেন। তা হল, রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর আমলে এই প্রথম একজন মহিলাকে মুখ্যসচিব পদে বসানো হল। অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রায় আটজন আইএএসকে টপকে আনা হল তাঁকে। যা রীতিমতো চর্চার বিষয় নবান্ন প্রশাসনের অন্দরে। মুখ্যমন্ত্রী বরাবরই নারী স্বাধীনতা ও নারীদের ক্ষমতায়ন নিয়ে সরব থাকেন। এই সিদ্ধান্তে সেটা আবারও স্পষ্ট করলেন তিনি।

বিগত কয়েক বছরে পন্থের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাকে বারবার স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন সরকারি কাজে পন্থকে কাজে লাগিয়ে ফলও পেয়েছেন তিনি। আর তাতেই পন্থ রাজ্যের মুখ্যসচিবের দায়িত্ব পালন করে মুখ্যমন্ত্রীর আস্থা অর্জনেও সফল হয়েছেন। তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতেই এবার নবান্নে তাঁর শীর্ষ প্রশাসনিক

- বছরের শেষ দিনে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব হয়েছেন নন্দিনী চক্রবর্তী
- অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রায় আটজন আইএএস-কে টপকে তাঁকে আনা হয়েছে
- মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এই সিদ্ধান্তে রাজ্যবাসীকে একটা বার্তা দিতে চেয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে

অন্দরে মুখ্যসচিব নন্দিনীকে ছাড়াও বিদায়ি মুখ্যসচিব পন্থকে রেখে দিলেন। আসলে নবান্নে শীর্ষ প্রশাসনের অন্দরে ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে কারও একার একাধিপত্য রাখতে চান না বলেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এই কৌশলী সিদ্ধান্তে অটল রইলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ইস্তফা অনিকেতের

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : ওয়েস্টবেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের বোর্ড অফ ট্রাস্টের সভাপতিপদ থেকে ইস্তফা দিলেন চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো। আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অন্যতম মুখ অনিকেত। বছরের প্রথম দিনেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তাঁর সিদ্ধান্তকে বেদনাদায়ক উল্লেখ করে বোর্ডকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। মূলত ফ্রন্টের ট্রাস্ট ও কমিটির মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে।

ফ্রন্টের এগজিকিউটিভ কমিটি তৈরি নিয়ে ট্রাস্টের অন্য সদস্যদের সঙ্গে অনিকেতের মতপার্থক্যের বিষয়টি চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, আইনি পরামর্শ না মেনে, ট্রাস্টের সঙ্গে বোঝাপড়া না করে কমিটি তৈরি করা হচ্ছে। যা নির্যাতিতার জন্য ন্যায়বিচারের দাবির আন্দোলনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। তিনি চেয়েছিলেন, আইনি লেখাপড়ার পরেই কমিটি নির্বাচিত হোক। কিন্তু বার বার ট্রাস্টের অন্য সদস্যদের একথা জানিয়ে লাভ হয়নি। ফ্রন্টের অন্য সদস্যরা আগেই ভোটাভুটির মত জানালে সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। জানা গিয়েছে, ফ্রন্টের এগজিকিউটিভ কমিটিতে ভোটের মাধ্যমে সম্প্রতি নতুন করে ৩৭ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। চিঠিতে অনিকেত লিখেছেন, আন্দোলন চলাকালীনও বিভিন্ন বিষয়ে বাকি সদস্যদের সঙ্গে

তাঁর মতপার্থক্য হয়েছে। তবু ঐক্য বজায় রেখে সাধ্যমতো কাজ করেছেন। তবে নির্যাতিতার ন্যায়বিচারের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন। এই বিষয়ে অনিকেতকে একাধিকবার ফোন করা হলে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদার জানান, অনিকেতের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার জিবি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। তারই আগে তিনি পদত্যাগ করেন।

প্রস্তুতি স্কুলে স্কুলে

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : বছর শুরু হতেই প্রস্তুতি তুঙ্গে রাজ্যের স্কুলগুলিতে। দোরগোড়ায় মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক সহ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলির পাশাপাশি প্রথম সামেটিভ পরীক্ষাও রয়েছে। এই বছর প্রথম সিমেস্টার ব্যবস্থায় চূড়ান্ত পর্যায়ের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। নতুন ব্যবস্থায় খাপ খাইয়ে চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষা দিতে যাতে পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা না হয়, সেজন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা। দফায় দফায় মক টেস্ট, ক্লাস্টারভিত্তিক ভাগ করে পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেওয়া চলছে স্কুলগুলিতে। যে বিষয়গুলিতে পড়ুয়াদের অসুবিধা রয়েছে, সেগুলি নিয়ে শেষ পর্যায়ের চূড়ান্ত পৃথক ক্লাসের আয়োজন করছে স্কুলগুলি।

মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক রাজা দে বলেন, ‘শীতকালীন ছুটিতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের আলাদা আলাদা করে ডেকে ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন চলেছে। এই মাসেও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ক্লাস্টারে ভাগ করে অঙ্ক, ভৌতবিজ্ঞান সহ যে বিষয়গুলিতে সমস্যা রয়েছে, তার সমাধান করা হচ্ছে।’ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন বণ্টনে যাতে সমস্যা না হয়, সেই কারণে আলাদা আলাদা রঙের প্রশ্নের প্যাকেট পাঠাচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। বরাবরের মতো চলতি মাস স্কুলগুলির কাছে অগ্নিপরীক্ষা।

উত্তরে প্রচারে গুরুত্ব

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : এসআইআর শুনানিপর্ব নিয়ে রাজ্য-রাজনীতি সরগরম। তার মধ্যেই বিধানসভার আগামী ভোটপ্রচারকেও সমান অগ্রাধিকার দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য থেকে জেলাস্তরে এখন থেকেই কর্মসূচি ছকে ফেলতে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার ছিল তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। তার ফাঁকেই এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয় দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সীর। দলীয় সূত্রের খবর, অভিষেককে উত্তরবঙ্গ থেকে প্রচার শুরু করতে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন আগেই। অভিষেক যাচ্ছেনও ৩ তারিখ আলিপুরদুয়ার। ১৩ জানুয়ারি কোচবিহার যাওয়ার কথা।

উত্তরবঙ্গ থেকে কার্যত ভোটপ্রচার শুরু করবেন মুখ্যমন্ত্রীও। ১৭ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি যাওয়ার কথা তাঁর। ওইদিন জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের অনুষ্ঠান। ওই সূত্রেই মুখ্যমন্ত্রী যাবেন। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে ভোটপ্রচারও শুরু করতে চান মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভা ভোটে বিরোধী দল বিজেপির শক্তঘাঁটি উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের আরও ভালো ফল চান তিনি। তাই কোমর বেঁধে নেমে দলের জয়ের পথ সুগম করতে হবে বলে এদিনের মুখ্যমন্ত্রীর কথায় উঠে এসেছে।

জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গে যাওয়ার আগে সেখানকার সব জেলার হালহকিকত ছাড়াও জেলাস্তরে দলের সর্বশেষ অবস্থা এবং সেইসঙ্গে চলতি এসআইআরের শুনানি পর্বের ওপর দলীয় রিপোর্টের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই নিয়ে একান্তে তাঁর কথা হচ্ছে অভিষেক ও সুব্রত বক্সীর সঙ্গে।

কুয়াশা কাটতেই মানুষের ঢল

রিমি শীল

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : নতুন বছরের প্রথম দিনে উৎসবের উষ্ণতায় ভাসল কলকাতা থেকে শহরতলি। সকাল থেকেই তিলোত্তমার দখল নিল উৎসবমুখর বাঙালি। বর্ষবরণের রাত থেকে ফেস্টিভ মুড। আর বৃহস্পতিবার শহরের কুয়াশা কাটতে না কাটতেই রাস্তায় নেমেছে মানুষের ঢল। ইকোপার্ক থেকে আলিপুর চিড়িয়াখানায় কালো মাথার ভিড়ের ঠেলায় যেন একে অপরকে টেক্কা দিচ্ছে। শুধুমাত্র হইহুল্লোড় নয়, ভক্তি ও বিশ্বাসের টানে ভিড় জমল কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, পরেশনাথ মন্দির, তারাপীঠ, সহ তীর্থস্থানগুলিতেও।

ইকোপার্ক, ব্রিগেড ময়দান, পার্কস্ট্রিট, বিড়লা মিউজিয়াম, সায়েন্সসিটি, জাদুঘর, মিলেনিয়াম পার্ক সহ একাধিক জায়গায় উপচে পড়েছে ভিড়। ট্রাফিক সামলাতে হিমসিম খেতে হয়েছে পুলিশকে। দর্শনার্থী নিয়াশা চট্টোপাধ্যায় বললেন, ‘বছরের অন্য সময় বাইরে কাটে। এই সময় কলকাতা এসে উপভোগ করা বেশ আনন্দের।’ কর্তৃপক্ষ সূত্রের খবর, এদিন এখানে ৫ হাজার মানুষের ভিড়

বছরের প্রথম দিন ইকো পার্কে। -রাজীব মণ্ডল

হয়েছে। পার্কস্ট্রিট থেকে বাইপাস লাগোয়া বার-রেস্তোরাঁগুলি ছিল হাউসফুল। আনলিমিটেডে বুফে ও পানীয়র অফারে থিকথিকে ভিড়। এই পরিস্থিতিতেই রাস্তার ধারের ফুডস্টল ও হকারদেরও রেকর্ড ব্যবসা জমেছে। নন্দন চত্বরে এক ঝালমুড়ির বিক্রেতার কথায়, ‘গত বছরের তুলনায় এবছর বিক্রি বেশি হয়েছে।’

কল্পতরু উৎসবের জন্য এদিন বেলা বাড়তেই ভক্তদের ভিড় জমে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়মঠ, কামারপুকুর, আদ্যাপীঠ থেকে কাশীপুর উদ্যানবাটীতেও। পুজোর ডালা হাতে ভিড় করেন ভক্তরা। দক্ষিণেশ্বরের প্রাক্তন সেবায়েত প্রসূন হাজরা বলেন, ‘৩ লক্ষ লোকেরও বেশি ভিড় হয়েছে। আমাদের বিভিন্ন ব্যবস্থা করে রাখতে হয়েছে।’ সেবায়েত সৌভিক জানান, ৩০ হাজারেরও বেশি ভক্ত এদিন তারাপীঠে এসেছেন। কলকাতা সহ রায়চক, বকখালি, সুন্দরবন, দিঘায় পিকনিক করতে ভিড় জমান পর্যটকরা।

নতুন বছরের রাত ১২টা বাজতেই শুরু হয় কালীপটকা, সেল, রকেট, ফানুস, চকলেট বোমার মতো নিষিদ্ধ শব্দবাজির ব্যবহার। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মাপকাঠি অনুযায়ী, তপসিয়া, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সল্টলেকে শব্দমাত্রা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়ায়। তাতেই বাতাসে বিস্তর বিষ ছড়িয়েছে। শহরের বেশিরভাগ জায়গায় একিউআই ৩০০ ছাড়িয়ে যায়। এদিনও কলকাতার বাতাসের গুণমান খারাপ অর্থাৎ একিউআই ২০১-৩০০-এর মধ্যে ছিল। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের কথায়, ‘মানুষ সচেতন না হলে এগুলি রোখা যাবেনা।’

লক্ষ ভক্ত জগন্নাথ ধামে

চিত্ত মাহাতো

দিঘা, ১ জানুয়ারি : বছরের প্রথম দিনে দিঘার অন্যতম আকর্ষণ জগন্নাথ ধামে কার্যত ভক্তের সংখ্যা লাখ ছাড়াল। রাত পর্যন্ত ভক্তদের জন্য এদিন মন্দিরের দ্বার খোলা রাখা হয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কার্যত জনসমুদ্রের আকার নেয় দিঘা জগন্নাথ ধাম। মানুষের মুখে মুখে ধ্বনিত হয় জয় জগন্নাথ। দিঘার জগন্নাথ ধাম ট্রাস্ট সূত্রে খবর, এদিন বিকেল ৪টা পর্যন্ত জগন্নাথ ধামে ভক্তের সংখ্যা ১ লক্ষ ছাড়িয়েছে। রাত পর্যন্ত সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ২ লক্ষের কাছাকাছি। মানুষের উদ্দীপনার কথা ভেবে বছরের প্রথম দিন রাত পর্যন্ত খোলা রাখা হয় জগন্নাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বার। মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও এদিন বিশেষ পুজোপাঠের আয়োজন করা হয়। দুপুরে ছাপান্ন ভোগেও ছিল বিশেষ বিশেষ পদ। এরপর সন্ধ্যে থেকে শুরু হয় বিশেষ কীর্তন। সেখানেও কীর্তনের তালে পা মেলান ভক্তরা। নতুন বছরের প্রথম দিনে বাড়তি ভক্তের সমাগমের আশঙ্কা করে মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এদিন অতিরিক্ত ভোগেরও ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক ভক্তের জন্য এদিন

দিঘার জগন্নাথ ধামে উপচে পড়া ভিড়।

বিশেষ গজার ব্যবস্থা করা হয়। নতুন বছরের উৎসবের আমেজে কয়েকদিন আগে থেকেই গোটা মন্দির রংবেরঙের আলোর সাজে সাজিয়ে তোলা হয়। মন্দিরের পাশাপাশি মন্দিরের সামনে অবস্থিত নেচার পার্কেও ছিল বিশেষ ভিড়।

যাতে উৎসবের তাল যাতে না কাটে সেজন্য গোটা মন্দির চত্বরে লাগানো হয় অতিরিক্ত সিসি ক্যামেরা। করা হয়েছিল ড্রোনের ব্যবস্থা। দিঘা জগন্নাথ ধাম ট্রাস্টের সদস্য রাধারমন দাস বলেন, ‘সকাল সাড়ে ছটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত এক লক্ষের বেশি ভক্তের সমাগম হয়েছে জগন্নাথ ধামে। রাতে সেই সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ছুঁয়ে যায়। নতুন বছরে ৫৬ ভোগেও বিশেষ বিশেষ পদ অর্পণ করা হয় জগন্নাথদেবকে।’

কেঁচোর অস্ত্রে সঞ্জীবনীর খোঁজ

প্রথম পাতার পর

মৃতদেহ সৎকার করার প্রাকৃতিক ইঞ্জিনটি থেমে যেতেই গ্রাম ও শহরের উপকণ্ঠে পচাগলা লাশ জমতে শুরু করে। সেখান থেকে ডাইক্লোফেনাক মেশে মাটি ও জলে। আর সেই মাটি বা জল থেকে তা পাখিদের শরীরে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও পাল্লা দিয়ে বাড়ে। বিপদ বুঝে পরবর্তীতে ডাইক্লোফেনাক নিষিদ্ধ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে মাটি ও জলে মিশে থাকা সেই বিষকে সাফ করবে কে? একটি ওষুধ, যা আরোগ্যের জন্য তৈরি হয়েছিল, সেটিই যেন পরিবেশের গলায় মরণফাঁস হয়ে দেখা দেয়।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনলজি বিভাগের 'ওমিক্স ল্যাব'-এ দীর্ঘদিন থেকেই ব্যাকটিরিয়া নিয়ে গবেষণা চলছিল। যে গবাদিপশুদের শরীরে ডাইক্লোফেনাক থাকে তাদের মলে কীভাবে দিব্যি বেঁচে আছে কেঁচোর দল, তা একসময় ভাবিয়ে তোলে গবেষকদের। সেখান থেকেই শুরু হয় পরীক্ষানিরীক্ষা। তিন গবেষক তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে গবেষণা চালান। আর ২০২৫-এর শেষবেলায় ওমিক্স-এ দেখা মিলল বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আলোকবর্তিকা। শেষপর্যন্ত আমাদের পায়ের তলার নরম মাটির গভীরে থাকা কেঁচোর অস্ত্রে কাঁটাছেড়া করতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা বিষমুক্তির উপায় খুঁজে পেলেন। দু'দিন আগে ২০২৫-এর ৩০ ডিসেম্বর বিজ্ঞানের জার্নাল 'টক্সিকোলজি ইন্টারন্যাশনাল'-এ প্রকাশিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সাফল্যের কথা।

কীভাবে সেরাসিয়া ব্যবহার করা যায় আপাতত তা নিয়ে তাঁরা ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন বলেই জানিয়েছেন রণধীর। তাঁর বক্তব্য, 'পাখিদের শরীরে যেভাবে ডাইক্লোফেনাক ঢুকছে সেভাবে সেরাসিয়া ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই সেরাসিয়া ডাইক্লোফেনাক ভেঙে দিয়ে পাখিদের রক্ষা করতে পারবে। সেটা কীভাবে করা যায় সেসব নিয়ে আরও বিস্তারিত পর্যালোচনা জরুরি। আমরা এবার সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করব।'

গবেষকরা মনে করছেন, ডাইক্লোফেনাকের অন্ধকার যুগ কাটিয়ে জৈব-পরিচ্ছন্নতার যুগে উত্তরবঙ্গের মাটির এই ব্যাকটিরিয়াই একদিন বিশ্বের সমস্ত নদী আর মাটিকে ওষুধমুক্ত করবে। ডাইক্লোফেনাক বিষে নীল হওয়া আকাশ হয়তো কাল আবার শকুনের ডানায় ঢাকা পড়বে, আর সেই রূপকথার কারিগর হবে কেঁচোর অস্ত্রে লুকিয়ে থাকা এক অদৃশ্য মিত্র। যার লড়াইয়ের গল্প লেখা হয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে।

বিহার মডেলে ঘর গোছানোর ছক গেরুয়া শিবিরের

তৃতীয় সপ্তাহে মালদায় মোদি

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১ জানুয়ারি : নিজের মোবাইল খুলে মালদার আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখছিলেন বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়। কপালে চিন্তার ভাঁজ। কিন্তু কেন? আসলে নতুন বছরের ১৭ কিংবা ১৮ জানুয়ারি মালদা সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। হাতে আর খুব বেশি সময় বাকি নেই। আর তাই আবহাওয়া নিয়ে চিন্তার ভাঁজ বিজেপি নেতাদের কপালে। সেজন্যই বারবার মোবাইল খুলে জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখছেন কেবল অভিজিৎ নয়, মালদা জেলার অন্য বিজেপি নেতারাও।

অজয় বলছিলেন, 'কেন্দ্রীয় সংগঠনের তরফে ১৭ বা ১৮ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর মালদা সফরের কথা জানানো হয়েছে। তবে আমাদের বড় দুশ্চিন্তা আবহাওয়া নিয়ে। খারাপ আবহাওয়ার জন্য এর আগে রানাঘাটে প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার নামতে পারেনি। মালদায় ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আকাশ মেঘলা থাকে, সেই দিকটা মাথায় রেখেই আমরা এগোচ্ছি।'

- ১৭-১৮ জানুয়ারি মোদির সফরের কথা থাকলেও কুয়াশা ও মেঘলা আবহাওয়ার আশঙ্কায় দুশ্চিন্তা
- বুথ স্তরের কর্মীদের চাঙ্গা করতে প্রতিটি মণ্ডল কমিটিতে বিধায়ক ও সাংসদদের বিশেষ দায়িত্ব বণ্টন
- বিহারের শতাধিক অভিজ্ঞ নেতা ও সংগঠককে দিয়ে বিশেষ কৌশলে ঘর গোছানোর পরিকল্পনা

কেন্দ্রীয় সংগঠনের তরফে ১৭ বা ১৮ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর মালদা সফরের কথা জানানো হয়েছে। তবে আমাদের বড় দুশ্চিন্তা আবহাওয়া নিয়ে। মালদায় ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আকাশ মেঘলা থাকে, সেই দিকটা মাথায় রেখেই আমরা এগোচ্ছি

-অজয় গঙ্গোপাধ্যায়

নতুন বছরের শুরুতেই রাজনীতির পারদ চড়তে চলেছে মালদা তথা গৌড়বঙ্গে। সামনেই বিধানসভা ভোট। তার আগে আগে মালদায় মোদির আগমন নিঃসন্দেহে স্থানীয় রাজনীতিতে একটা বড় ঘটনা। তবে প্রধানমন্ত্রীর সফরের পথে এখন বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে উত্তুরে হাওয়া আর ঘন কুয়াশা। তাই জেলা বিজেপির অন্দরে এখন সাংগঠনিক প্রস্তুতির চেয়েও বেশি চর্চা চলছে আবহাওয়া নিয়ে।

প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে দুই যমজ শহর ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদার সংযোগস্থলে বাইপাসের ধারের সেই পরিচিত ময়দানটি। সেখানে আগেও সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। লোকসভা ভোটের আগে এই সভাকে ঘিরেই মালদার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রে নিজেদের শক্তি ঝালিয়ে নিতে চায় বিজেপি। বিশেষ করে দক্ষিণ মালদা আসনটি পুনরুদ্ধারে মরিয়া গেরুয়া শিবির। দলের কৌশল অনুযায়ী, উত্তর ও দক্ষিণ মালদার ৫৯টি মণ্ডল কমিটিকে চাঙ্গা করতে ময়দানে নামছেন বিধায়ক ও সাংসদরা। প্রতিটি মণ্ডলে দুজন করে বিধায়ক যাবেন। আর দুটি করে মণ্ডল কমিটির দায়িত্বে থাকবেন একজন করে বিজেপি সাংসদ।

জেলার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে শুধুমাত্র উত্তর মালদায় রয়েছে বিজেপির সাংসদ। গত নির্বাচনে দক্ষিণ মালদা আসনটিতে জয়লাভ করেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরী। আর জেলার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র চারটি কেন্দ্র-ইংরেজবাজার, পুরাতন মালদা, গাজোল ও হবিবপুর বিজেপির দখলে রয়েছে। বাকি কেন্দ্রগুলিতে জয়লাভ করেছিলেন রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের প্রার্থীরা।

তাই ভোটের আগে সংগঠন শক্তিশালী করা জরুরি বিজেপির পক্ষে। আর সেই কাজ করতে গিয়ে এবারে বিজেপি চমক 'বিহার মডেল'। দলীয় সূত্রের খবর, মালদা তথা উত্তরবঙ্গ দখলে স্থানীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পদ্ম শিবির। সেজন্য প্রতিবেশী রাজ্য বিহার থেকে শতাধিক অভিজ্ঞ সংগঠক ও নেতা আসছেন জানুয়ারিতেই। তাঁরা টানা সাতদিন উত্তরবঙ্গের প্রতিটি বিধানসভায় সংগঠনের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখবেন। যদিও এসবই বিজেপির 'গোপন পরিকল্পনা'। তা নিয়ে জেলা নেতারা এখনই মুখ খুলতে নারাজ।

স্লিপার প্রাপ্তি বঙ্গের

প্রথম পাতার পর

রাজু বলেন, 'উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহার এই ট্রেন। এখন থেকে উত্তরবঙ্গের মানুষ মধ্যরাতে দক্ষিণবঙ্গের ট্রেনে উঠতে পারবেন। উপকৃত হবেন দক্ষিণবঙ্গের মানুষও।' শংকরের কথায়, বিধানসভায় যেমন মানুষের দাবি তুলে ধরি, তেমনই রেলমন্ত্রীর কাছে এই দাবি জানিয়েছিলাম।'

'রেলমন্ত্রীর উপহার উত্তরবঙ্গের মানুষ মনে রাখবে' বলে শংকরের কথায় ভোটে কৃতিত্ব নেওয়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট। রেলমন্ত্রী বলেন, 'নতুন প্রযুক্তিতে তৈরি এমন ট্রেনের দাবি দীর্ঘদিনের। গুয়াহাটি-কলকাতার মধ্যে প্রথম ট্রেন চালাতে পেরে আমরা খুশি। এর ফলে রেল, দেশ এবং যাত্রীরা উপকৃত হবেন। অর্থনৈতিক বুনিয়াদ আরও শক্তিশালী হবে, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাবে।'

রেল সূত্রে পাওয়া প্রস্তাবিত সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেনটি রাত ৭টায় অসমের কামাখ্যা থেকে ছেড়ে হাওড়ায় পৌঁছাবে পরেরদিন সকাল সাড়ে ৯টায় এবং হাওড়া থেকে সন্ধে ৬টায় ছেড়ে কামাখ্যা পৌঁছাবে পরেরদিন সকাল সাড়ে ৮টা। হাওড়া যাওয়ার পথে ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে পৌঁছাবে রাত ১টা নাগাদ। যাত্রাপথে স্টপ থাকবে নিউ বঙ্গাইগাঁও, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, আজিমগঞ্জ ও ব্যান্ডেল।

ওডিশা, অন্ধ্রপ্রদেশ সহ একাধিক রাজ্যের নাম সামনে এসেছে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের জন্য। কিন্তু ট্রেনটির প্রথম চলাচলে বাংলা ও অসম অন্য রাজ্যগুলি টেক্কা দিল। রেল সূত্রে খবর, সম্পূর্ণ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ১৬ কোচের ট্রেনটিতে থাকছে ১১টি তৃতীয় শ্রেণি, ৪টি দ্বিতীয় শ্রেণি এবং একটি প্রথম শ্রেণির কোচ। মোট ৮২৩ জন যাত্রী বহনের ক্ষমতা থাকবে স্লিপার ট্রেনটির। প্রাথমিকভাবে কামাখ্যা ও হাওড়ার মধ্যে খাবার সহ ভাড়া থ্রি টিয়ারে ২,৩০০, টু টিয়ারে ৩,০০০ এবং ফার্স্ট ক্লাসে ৩,৬০০ টাকা ধরা হয়েছে। তবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'ট্রেনটি প্রিমিয়াম হওয়ায় ভাড়ায় কিছুটা হেরফের হবে।' কিছুদিন আগে কোটায় ট্রেনটির ট্রায়াল রান হয়েছে। আগামী সপ্তাহে দুটি রেক দিল্লি হয়ে হাওড়া এবং কামাখ্যা পৌঁছাবে। প্রয়োজনে আরও একবার পরীক্ষামূলক যাত্রা হবে। সপ্তাহে ছয়দিন চলাচল করলেও, সপ্তাহে কী বারে বন্ধ থাকবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

মঙ্গলকামনা

প্রথম পাতার পর

পিকনিকে আসা আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা মহিমা দাসের মাসদুয়েক পরেই বিয়ে। মহিমার কথায়, 'নিজের পরিবারের সঙ্গে বছরের প্রথম দিনটা বেশ মজায় কাটল।'

বিধান রোড সংলগ্ন রাজা রামমোহন রায় রোডের একটি রেস্তোরাঁর বাইরে বেলা বাড়তেই লম্বা লাইন দেখা গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে অভিজিৎ দাস জানালেন, স্ত্রী ও তিনি দুজনেই বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। সারাবছর একসঙ্গে পাশাপাশি বসে খাওয়ার তেমন সুযোগ হয় না। তাই পছন্দের খাবার খেতে এসেছেন।

হোটেল, রেস্তোরাঁগুলো সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। সেবক রোডের একটি হোটেলের ম্যানেজার ধীরাম শর্মার বক্তব্য, 'লাঞ্চ ও ডিনার করতে আসা প্রত্যেককেই আমরা ফুল দিয়েছি। বাফেটে রয়েছে দশ শতাংশ ছাড়।' বাঙালির 'শেষপাত' মিষ্টি ছাড়া অসম্পূর্ণ। দোকানে দোকানে হরেকরকমের পদ বেশি পরিমাণে বানানো হয় এদিন। চিলড্রেন পার্ক সংলগ্ন দোকানের সঞ্জীব ঘোষ বললেন, 'বেশ ভালোই বিক্রিবাটা হচ্ছে। গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লার চাহিদা বেশি। ভোগের জন্য লাড্ডু বিকিয়েছে প্রচুর।' তিনি শিলিগুড়ি সুইট শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক পদেও রয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে শহর মেতে উঠেছিল উৎসবের মেজাজে। এদিন সেই সুর যেন চড়ল সপ্তমে। আগেরদিন রাতভর জাগলেও ক্লান্তির ছিটেফোঁটা চোখে পড়েনি মন্দিরা, বিকাশদের মধ্যে। স্নান সেরে নতুন জামাকাপড় পরে বেরিয়ে পড়েন তাঁরা।

চিতাবাঘের

প্রথম পাতার পর

এদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে দুধিয়ার বালাসন নদীর সেতুর নীচে জলের মধ্যে একটি চিতাবাঘের দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। এলাকার কিছু লোকের ধারণা, বুধবার এই চিতাবাঘটিই আক্রমণ করেছিল। আবার কয়েকজন বলছেন, হামলাকারী চিতাবাঘটি আকারে ছোট ছিল। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় ঘটনাস্থলে থাকা বনকর্মীরাও সঠিকভাবে বলতে পারছেন না মৃত ও হামলাকারী চিতাবাঘ একই কি না। ফলে বৃহস্পতিবার এলাকায় বেশ আতঙ্ক ছিল।

বছরের প্রথম দিনে দুধিয়ায় প্রতি বছরই পিকনিক পার্টির ঢল নামে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে দিনভর চাপে ছিলেন বনকর্মীরা। পানিঘাটা রেঞ্জ অফিসার প্রণবকুমার দাস বলেন, 'গতকালই দুধিয়ায় চিতাবাঘের আক্রমণে তিনজন আহত হয়েছেন। এজন্য আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে চাইনি। পিকনিক করতে আসা সবাইকে সচেতন করা হয়। পুলিশ এবং বনকর্মীরা যৌথভাবে পিকনিক স্পটের চারদিকে নজরদারি করেন।' দুধিয়ার বাসিন্দা সুরজ প্রধান বলেন, 'আমরা পিকনিকের গাড়িগুলো নদীতে যাওয়ার সময় সতর্ক করে দিয়েছি, যাতে জঙ্গলের দিকে কেউ না যান। তবে এদিন পিকনিক নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে।'

বুধবারের ঘটনার খবর পেয়ে কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে, এডিএফও (হিল) সমীর গজমের, এডিএফও বাগডোগরা রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে যান। রাহুল বলেন, 'পুরোহিতকে আক্রমণের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বনকর্মীরা গেলে চিতাবাঘটি সরোজাকে আক্রমণ করে। তাঁর ডান পায়ে আটটি ক্ষত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে দুধিয়ার বালাসন নদীর সেতুর নীচে যে চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে সেটিকে বামনপোখরি রেঞ্জ অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। তবে শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।' রাহুল বলেছেন, 'এই সময়ে জঙ্গলে খাবারের টান পড়লে চিতাবাঘের মতো প্রাণীরা শিকারের জন্য বাইরে আসে। এজন্য আমরা স্থানীয় ও বাইরে থেকে দুধিয়ায় আসা লোকজনকে সচেতন করছি।'

তোর্ষাপারে

প্রথম পাতার পর

কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায়। হারের পরও উন্নয়নের গতি না থমকানোই এবার এলাকায় নির্বাচনি সমীকরণ তৈরি করবে।

কোচবিহার-১ ব্লকের ন'টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং কোচবিহার পুরসভা নিয়ে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র গঠিত। পদ্ম শিবিরের বিজয়ী সেনাপতির বিরুদ্ধে এলাকায় ভালোই ক্ষোভ রয়েছে। বিধায়ককে তৃণমূল কায়দা করে কাজ করতে দেয়নি, এলাকায় ঢুকলেই হামলা চালিয়েছে- এমন অভিযোগ বহু আছে। কিন্তু সেসব প্রতিরোধ করে বিজেপির মানুষের কাছে পৌঁছোনোর চেষ্টায় যথেষ্ট খামতি থেকে গিয়েছে। এলাকায় ঘুরলেই তার আঁচ মেলে। চিলকিরহাট, পাটছড়া, চান্দামারি, ফলিমারি, ঘুঘুমারির একাংশে একসময় বিজেপির ভালো প্রভাব ছিল। গত কয়েক বছরে সেই অর্থে ওইসব এলাকায় তেমন কোনও দলীয় কর্মসূচিই হয়নি। তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত কর্মীদের ভরসা দিতে এলাকায় গিয়ে পড়ে থাকেননি কোনও নেতা। ফলে নিজেদের বাঁচাতে এবং অভিমানে বিজেপির একটা অংশ নাম লিখিয়েছে ঘাসফুল শিবিরে। তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

গত পাঁচ বছর আগে জনমত যখন গেরুয়া আবির উড়িয়েছিল, তখন মানুষ চেয়েছিল এমন এক অভিভাবক যিনি বিপদে-আপদে ছায়া দেবেন। কিন্তু অভিযোগের পাহাড় বলছে, বিজয়ী বিধায়ক নিখিলরঞ্জন নিজেকে বন্দি করে ফেলেছেন শহরের নির্দিষ্ট বৃত্তে। প্রান্তিক গ্রামগুলোর রাস্তার সমস্যা বা ভাঙনকবলিত মানুষের চোখের জল তাঁর ড্রয়িংরুম পর্যন্ত পৌঁছায়নি। ফলে এলাকায় তোর্ষার মতোই পর্দার আড়ালে বিজেপি-পাড় ভাঙার খেলাটা অনেকদিন ধরেই চলছে।

একসময় বামেদের শক্ত ঘাঁটিতে বিজেপি যে সাংগঠনিকভাবে বিশাল কিছু করেছে তা কিন্তু নয়। বামেদের ভোটের একটা বড় অংশ, বিক্ষুব্ধ তৃণমূল এবং রাজ্য সরকার বিরোধী ভোটের মিলিত অঙ্কেই নিখিলরঞ্জন জয়ী হয়েছেন। তারপরও এলাকায় নেতা তৈরি করতে পারেননি। শুরুতে দিব্যনাথ বর্মনের মতো নেতারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগঠন করলেও বিধানসভার পর সেভাবে তাঁদের আর দেখা মিলছে না। আবার দীপা চক্রবর্তী, বিরাজ বসুর মতো নেতৃত্ব ওই কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে থাকায় গোষ্ঠীকোন্দলের চোরা স্রোত বইতে শুরু করেছে।

তৃণমূলের সার্বিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ তাদের ভোট দেবেন- এই ভাবনাকে কিছু সময়ের জন্য সরিয়ে রাখলে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রে বিজেপির নিশ্চিত ভোটব্যাংক সেভাবে কিছুই নেই। বিজেপির যখন দিশেহারা অবস্থা, ঠিক তখনই উলটো ছবি এঁকেছে তৃণমূল। পাঁচ বছরে নানা সমস্যা মিটিয়ে এলাকায় লাগাতার কর্মসূচি করে সংগঠন টনটনে করে ফেলেছে শাসকদল। যা বিজেপির জনসমর্থনের ভিত অনেকটাই আলগা করে দিয়েছে।

তা সত্ত্বেও তৃণমূলের রাজনীতির পিচ একেবারে ঝকঝকে নয়। সেখানেও লুকিয়ে আছে সেরাজুল কাঁটা। সংখ্যালঘু ভোটার অধ্যুষিত দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে শুকটাবাড়ি বরাবরই ফ্যাক্টর। অতীতে অনেক ভোটের হিসেব বদলে দিয়েছে শুকটাবাড়ি। সেই এলাকায় বাহুবলী তৃণমূল নেতা সেরাজুল হক আপাতত দল থেকে বহিষ্কৃত হলেও তাঁর অনুগামীরা এখনও অনেকের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারে। রাজনীতির পাটিগণিতে তিনি হয়তো একা কিছুই করতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর ভোট কাটার ক্ষমতা যে কোনও শিবিরকে ভাবাতে বাধ্য। দক্ষিণ বিধানসভায় বাম, কংগ্রেস সহ অন্য দলগুলোর খানিকটা ভোট থাকলেও তা ফলাফল ওলটপালট করে দেবার মতো নয়।

গ্রামের বাইরে কোচবিহার শহর বরাবরই একটু অন্য ধাতুতে গড়া। এখানকার মানুষ আবেগ আর যুক্তি দুটোকেই সমান গুরুত্ব দেন। বারবার শহরবাসী যখন ঘাসফুল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তখন অভিজিৎ খেলেছেন এক কৌশলী চাল। শুধু রাজনীতি দিয়ে মন জয় করা যায় না বুঝে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন সংস্কৃতির। পাঁচ বছর ধরে দুশোটিরও বেশি দল নিয়ে শুরু করেছেন হেরিটেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বছর দুয়েক হল কোচবিহার শহরে শুরু করেছেন জাঁকজমকপূর্ণ হেরিটেজ নাট্যোৎসব। শিক্ষক দিবস পালন করে সাংস্কৃতিক আবহে তিনি শহরের মানুষের নাগরিক আভিজাত্যকে ছুঁতে চেষ্টা করছেন। রুচিশীল এই জনসংযোগ ধীরে ধীরে বরফ গলাতে শুরু করেছে। শহরের যে ড্রয়িংরুমে একসময় তৃণমূল ব্রাত্য ছিল, সেখানে আজ অন্তত তর্কের টেবিলে দলের উপস্থিতি উজ্জ্বল। শহরে ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংযোগ এবং পুরসভার কর বৃদ্ধি ইস্যুতে রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বিরুদ্ধে গিয়ে ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানোয় শহরে ২০২১-এর চাইতে অনেক বেশি সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে জোড়াফুল শিবির।

সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের ছবি তুলতে ফাঁসিরঘাটে ভিড় জমিয়েছিলেন কিছু উঠতি ফোটোগ্রাফার। তাঁদের লেন্সে প্রকৃতির আলো-ছায়ার খেলা ধরা পড়েছে। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার ভোটারদের চোখে রাজনীতির আলো-ছায়া কতটা ধরা পড়বে তা সময়ই বলবে।

ভুলভুলাইয়ায় ঘুরে বেড়ান বিভ্রান্ত ভোটারকুল

প্রথম পাতার পর

আলোচনায় মেতে উঠবে সব পার্টির মুখ।

এই দেখুন না দেশের দু'নম্বর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বাংলায় ঘুরে গেলেন। বাঙালি শ্রমিকদের ভিনরাজ্যে নিগ্রহ নিয়ে একটা কথাও বলে গেলেন না। যেন এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। যেন এই পুরো দেশটা বাঙালি শ্রমিকদের নয়। কেন যাচ্ছ ভাই বাংলা ছেড়ে? বাংলা কি তোমাদের চাকরি দিতে পারছে না? অমিত শা এবং তাঁর অনুগামীরা এই প্রশ্নগুলো তুলবেন, অথচ বলতে পারবেন না, কেন উত্তরপ্রদেশ-বিহার-ওডিশা-অসমের লক্ষ লক্ষ মানুষ কত স্বচ্ছন্দে পেট চালাচ্ছেন বাংলায়? তাঁরাও কিন্তু পরিযায়ী! ঠিক যেমন আমাদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইটি কর্মীরা ভিনদেশে, ভিনরাজ্যে পরিযায়ী। তাঁদের এইসব প্রশ্ন শুনতে হয় না স্রেফ ধনী বলে।

দরিদ্র শ্রমিকদের নিয়ে কেন্দ্রের চুপ করে বসে থাকা সবচেয়ে ভয়ংকর দিক এই মুহূর্তে। এটা শুধু বাংলার সমস্যা বলে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকলে মুশকিল। ক'দিন আগে কেরলে বাম সরকারের রাজ্যে ছত্তিশগড়ের এক তরুণকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। এবং সেখানেও সেই পরিচিত প্রশ্নটি উঠেছে, তুই কি বাংলাদেশি?

বাংলাদেশি হলেই কি মেরে ফেলার অধিকার জন্মে যায় কোনও রাজ্যের মানুষদের? দেশজুড়ে মূল প্রশ্নের মধ্যে এটা পড়বে।

ভোটারদের নিয়ে পার্টিগুলোর টানাপোড়েনের মাঝে আরও একটা প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। কতজন রোহিঙ্গা শেষপর্যন্ত আমাদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লেন বাংলায়? অমিতবাবুর পার্টির জাতীয় এবং রাজ্যের নেতারা যা নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন।

বছর শেষের দিন এক আন্তর্জাতিক বাংলা ওয়েবসাইটে রোহিঙ্গাদের নিয়ে এক চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম এলাকায় খুব অল্প টাকা দিলেই রোহিঙ্গা কিশোরীদের ক্রেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছে দালালরা। কিশোরীরাও অসহায়, পেট চালানোর টাকা নেই।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরাই ক্রেতা সেজে এই চক্র ফাঁস করে দিয়েছেন বাংলাদেশে। সেখানে বলা হয়, রোহিঙ্গা নাবালিকাদের দেহব্যবসায় নামানো হচ্ছে ব্যাপক হারে। এবং তাদের পাঠানো হচ্ছে ঢাকা, কাঠমান্ডু, কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন শহরে।

রাতে খবরটা পড়লাম এবং সকালে উঠেই দেখি সেই খবর আর নেই নামী ওয়েবসাইটে। বাংলাদেশ সরকারের কোনও ভূমিকা এর পেছনে রয়েছে কি না বোঝা মুশকিল। শরণার্থী, বিপন্ন রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশ সরকার অতীতে অনেক কিছু করেছে। এখন তারা ভারত-বাংলাদেশে ভোটের ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কলকাতার কাছে বারুইপুরের লাগোয়া এলাকায় একটা সময় রোহিঙ্গারা ডেরা বেঁধেছিলেন। এখন পুরোপুরি হাওয়া সবাই। কেন হাওয়া, কোথায় চলে গেলেন তাঁরা রাতারাতি, এই দুটো প্রশ্নের উত্তর রাজ্য এবং কেন্দ্রের দুই সরকারেরই দেওয়া উচিত। তারা দিতে ব্যর্থ। এসআইআর শুরুর আগে অমিতবাবুর রাজ্য নেতাদের কথায় মনে হয়েছিল, পুকুরের জালে মাছ ধরার মতো রোহিঙ্গাদের পাওয়া যাবে। এবং তারা জালের মধ্যে ধরা পড়া অজস্র মাছের মতো লাফাবে। কোথায় কী, বাস্তবে এখনও কিছুই দেখা গেল না। বিজেপি নেতারা এখন চুপ।

তৃণমূল নেতারা সোচ্চার এই ইস্যুতে। তারা আবার চুপ অন্য ইস্যুতে। যেমন সল্টলেকের মেসি কাণ্ড। নেতারা যে যেভাবে পারছেন, মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন নিজেদের দোষত্রুটি। দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড়ের মূল রাস্তা দিয়ে গেলে যেমন চোখে পড়ছে পদত্যাগী ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিশাল বিশাল কাটআউট। ওটা তাঁর নিজের এলাকা। এক একটা কাটআউটে এক এক রকম রংয়ের পাঞ্জাবি। ভোটের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এত বড় এত বেশি কাটআউট দেখা যাবে বলে মনে হয় না। স্থানীয়রা অনেকেই তা দেখে হাসছেন। বলছেন, মন্ত্রীর যে শুভানুধ্যায়ীর মাথা থেকে বেরিয়েছে এই প্ল্যান, তা হিতে বিপরীত হবে।

অতীত ভোলানোর অঙ্কটাই ভুল। শুভেন্দু অধিকারী বা সুকান্ত মজুমদাররা যেমন অতীত ভোলাতে রোহিঙ্গা বা অনুপ্রবেশকারী নিয়ে কিছু বলছেন না। কেননা এখানে ব্যর্থতার দায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপরেই বেশি পড়ে। রোহিঙ্গা এবং অনুপ্রবেশকারীরা এলে সীমান্তরক্ষীদের ওপরেই পুরো দায়। আরও বিশেষ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র উপরেও। তাই প্রথমে চেঁচিয়ে পদ্ম শিবির চুপ।

দু'পারের বাঙালিরাই তাই নির্বাচনের মুখে ভুলভুলাইয়ার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কী যে সত্যি, কী যে মিথ্যে কেউ জানে না। শুধু জানে, ধর্মই এখন পার্টিগুলোর হৃৎপিণ্ড-কিডনি-ফুসফুস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা একমুখী, আবার বিভ্রান্তও।

বিভ্রান্তির প্রশ্নে বাংলাদেশে একটু চোখ রাখি। সেখানে সদ্য প্রয়াত খালেদা জিয়ার স্বামী প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে সামরিক উত্থানে মেরে ফেলা হয়েছিল। প্রথমে কবর দেওয়া হয় চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া পাহাড়ে। পরে ঢাকায় নতুন সরকার এসে সেই সময়ের 'শেরে বাংলা পার্ক'-এ নতুনভাবে সমাধিস্থ করে তাঁকে। এরশাদ ক্ষমতায় এসে সেই পার্কের নাম করেন 'চন্দ্রিমা উদ্যান'। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় ফিরে সেই পার্কের নাম বদলে করে 'জিয়া উদ্যান'। আওয়ামী লীগ ফিরে সে নাম আবার করে দেয় 'চন্দ্রিমা উদ্যান'। এখন হাসিনা বিদায়ের পর আবার 'জিয়া উদ্যান' নামই সাইনবোর্ডে দেখা যাচ্ছে।

আসলে দুই দেশেই এখন যার সরকার, তাদেরই উদ্যান, তাদের মূর্তি। দিন দশেক আগে লখনউয়ের ৬৫ একর জমিতে যোগী সরকারের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী মোদি রাষ্ট্র প্রেরণাস্থল উদ্বোধন করলেন। বসল তিন প্রয়াত নেতার বিশাল ব্রোঞ্জের মূর্তি। অটলবিহারী বাজপেয়ী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও দীনদয়াল উপাধ্যায়। এর আগে যেমন মায়াবতী সরকার ওই শহরে তৈরি করেছিল কাশীরামের মূর্তি ঘিরে বিশাল পার্ক।

এক একটা পার্টি আসে। আর আমাদের প্রণম্য নেতাদের মুখ পালটে যায়, পালটায় ইতিহাস। নেতা হলে সুবিধে, মূর্তি তৈরি হবেই। কলকাতায় যেমন নামী গায়ক ও অভিনেতা শক্তি ঠাকুরের কোনও মূর্তি নেই। অথচ শক্তির ভাই, ছোটখাটো নেতার মূর্তি দেখা যায় বাইপাসের ধারে। আলো দিয়ে সাজানো থাকে প্রতি রাতে।

এসবের মাঝে আরও বেশি করে ভুলভুলাইয়ায় ঘুরতে থাকে সাধারণ মানুষ। অনেকে ভোটার হওয়ার জন্য ঘুরতে থাকেন অ্যাম্বুল্যান্সে, স্ট্রেচারে, কৃত্রিম পায়ে।

পৃথিবীর পাঠশালা

কুকুর যখন সার্জেন্ট

কুকুর মানুষের বন্ধু, কিন্তু 'সার্জেন্ট স্টাবি' ছিল তার চেয়েও বেশি কিছু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই আমেরিকান পিটবুল কুকুরটি রীতিমতো সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেছিল।

রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া এই কুকুরটি সৈন্যদের সঙ্গে ফ্রান্সে যায়। তার ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তি ছিল অসাধারণ। সে অনেক দূর থেকে বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধ পেত এবং ঘেউ ঘেউ করে ঘুমন্ত সৈন্যদের জাগিয়ে দিত। একবার সে এক জার্মান গুপ্তচরকে কামড়ে ধরে বন্দি করতে সাহায্য করেছিল। যুদ্ধে আহতও হয়েছিল সে। তার বীরত্বের জন্য তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'সার্জেন্ট' পদ দেওয়া হয়। স্টাবিই একমাত্র কুকুর যে যুদ্ধের ময়দানে প্রোমোশন পেয়েছিল। আজও আমেরিকার স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়ামে তার মূর্তি রাখা আছে।

সমুদ্রের গভীর শব্দ

১৯৯৭ সালে আমেরিকার মহাসাগরীয় সংস্থা 'নোয়া' সমুদ্রের তলদেশ থেকে এক বিকট শব্দ রেকর্ড করে, যার নাম দেওয়া হয় 'দ্য ব্লুপ'। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় ৫০০০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত এই শব্দ শোনা গিয়েছিল।

শব্দটি কোনও তিমি বা সাবমেরিনের আওয়াজের চেয়েও বহুগুণ জোরালো ছিল। বিজ্ঞানীদের একাংশ তখন জল্পনা শুরু করেন—তবে কি সমুদ্রের নীচে কোনও অতিকায় দানব বা গডজিলার অস্তিত্ব আছে? কারণ নীল তিমির পক্ষেও এত জোরে শব্দ করা সম্ভব নয়। বছরের পর বছর গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে আসেন, এটি সম্ভবত 'আইসকোয়াক' বা বিশাল হিমশৈল ভেঙে পড়ার শব্দ। কিন্তু রহস্যপিপাসু মানুষ আজও বিশ্বাস করেন, সমুদ্রের অতলে এমন কিছু আছে যা আমাদের অজানা।

মানুষের চামড়ায় বই

বইয়ের মলাট সাধারণত কাগজ, কাপড় বা চামড়ার হয়। কিন্তু হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে এমন একটি বই আছে, যার মলাট তৈরি হয়েছে মানুষের চামড়া দিয়ে! বিষয়টি গা শিউরে ওঠার মতো হলেও সত্য।

উনবিংশ শতাব্দীর এই বইটির নাম 'Des destines de l'me' (আত্মার গন্তব্য)। বইটির লেখক তার এক মানসিক ভারসাম্যহীন রোগী, যিনি স্ট্রোক হয়ে মারা গিয়েছিলেন, তাঁর পিঠের চামড়া দিয়ে এটি বাঁধাই করেছিলেন। লেখকের যুক্তি ছিল, মানুষের আত্মা নিয়ে লেখা বই মানুষের চামড়াতেই মোড়া উচিত। ২০১৪ সালে বিজ্ঞানীরা ডিএনএ টেস্ট করে নিশ্চিত হন যে ওটা সত্যিই মানুষের চামড়া। একে বলা হয় 'অ্যানথ্রোপোডার্মিক বিবলিওপেজি', যা একসময় চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন তা কেবলই ইতিহাসের এক বীভৎস অধ্যায়।

শয়তানের লেখা বাইবেল

সুইডেনের জাতীয় লাইব্রেরিতে রাখা আছে বিশ্বের বৃহত্তম মধ্যযুগীয় পাণ্ডুলিপি 'কোডেক্স গিগাস'। কিন্তু লোকে একে চেনে 'ডেভিলস বাইবেল' নামে। এই বিশাল বইটি লম্বায় ৩ ফুট এবং ওজনে ৭৪ কেজি!

লোককথা অনুযায়ী, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এক সন্ন্যাসী তাঁর পাপের জন্য মৃত্যুদণ্ড পান। প্রাণ বাঁচাতে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, এক রাতের মধ্যে তিনি এমন এক বই লিখবেন যা মঠের নাম উজ্জ্বল করবে। কিন্তু মাঝরাতে তিনি বুঝতে পারেন এ কাজ অসম্ভব। তখন তিনি নাকি শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করে দেন এবং শয়তান নিজেই সেই বই শেষ করে দেয়। বইয়ের একটি পাতায় শয়তানের বিশাল এক রঙিন ছবি আছে, যা সচরাচর কোনও ধর্মীয় বইতে থাকে না। হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা বলেন, এটি সত্যিই একজন মানুষেরই লেখা, তবে এক রাতে নয়, লিখতে সময় লেগেছিল প্রায় ২০ বছর!

বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ১ জানুয়ারি : কিশনগঞ্জ জেলার দুই থানার পুলিশ দুটি আলাদা অভিযানে বৃহস্পতিবার শাবক সহ ৮টি মোষ ও ৪৪৬ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করেছে। দুই অভিযানে ৩ পাচারকারীকে গ্রেপ্তারও করা হয়। নেপাল সীমান্তের কুর্লিকোট থানার পুলিশ ৩২৭ই জাতীয় সড়কে শিলিগুড়ি নম্বরের একটি পিকআপ ভ্যান থেকে ৪টি মোষ শাবক ও চারটি পূর্ণবয়স্ক মোষ আটক করে। নকশালবাড়ি থানা এলাকার মহম্মদ আয়ুব ও বিহারের মহম্মদ সরফরাজ গ্রেপ্তার হয়। এদিন ভোররাতে জেলার কোচাধামন থানার পুলিশ কিশনগঞ্জ-বাহাদুরগঞ্জ রাজ্য সড়কে বগলবাড়ি গ্রামের কাছে একটি পিকআপ ভ্যান থেকে মদ বাজেয়াপ্ত করে। পূর্ণিয়ার ধিমা নীতীশনগরের বাসিন্দা রামু করোরিয়াকে (৪৮) বমাল গ্রেপ্তার করা হয়।

শুনানিতে সরলীকরণ

প্রথম পাতার পর

চা বাগান রয়েছে, যেগুলি দেড়শো-দুশো বছরের পুরোনো। এইসব বাগানে বংশপরম্পরায় যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা কেউ নেপাল, বিহার বা অন্য জায়গা থেকে এসেছিলেন। ভোটার হিসাবে বৈধতা প্রমাণের জন্য কমিশন নির্দিষ্ট ১১-১২টি নথির কোনওটি এঁদের নেই।

সেক্ষেত্রে ওই শ্রমিকরা তাঁদের বাগান ও অন্য সরকারি নথিতে নথিভুক্ত হয়ে থাকলে তার প্রমাণ শুনানিতে বিশেষ নথি হিসেবে গ্রাহ্য করা হবে বলে মনোজ জানান। তাঁর মুখে জানা গেল, সম্প্রতি দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক উত্তরবঙ্গের এই বিশেষ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মনোজ বলেন, 'আমরা একটি প্রস্তাব তৈরি করে বিবেচনার জন্যে কমিশনের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তাতে সম্মতি দিয়েছে কমিশন।'

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নথির সরলীকরণের কথা বলতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলায় বসবাসকারী আদিম উপজাতি টোটোদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। টোটো জনগোষ্ঠী বংশপরম্পরায় ভুটান সীমান্ত এলাকায় বসবাস করে। মনোজ স্বীকার করলেন, এই জনজাতির মধ্যে এখনও বহু মানুষ রয়েছেন, যাঁদের কমিশন নির্ধারিত কোনও শংসাপত্র নেই। একই অবস্থা ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরে। তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকরা এইসব জনজাতির মানুষের সঙ্গে কথা বলে ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিচার করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক বলেন, 'জেলা শাসকের নির্দেশে ওইসব এলাকায় ইআরও এবং এইআরও-রা গিয়ে শিবির করে সমস্যার নিষ্পত্তি করবেন।' অনাথ আশ্রমে থাকা আবাসিক ও যৌনপল্লির বাসিন্দাদের ক্ষেত্রেও নথির বিষয়টি প্রথাগতভাবে না দেখে নমনীয় মনোভাব নিচ্ছে কমিশন। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকেও এখন থেকে প্রামাণ্য নথি হিসাবে গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান।

অন্যদিকে, গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যজুড়ে অশীতিপর, অসুস্থদের শুনানিতে হাজিরার ছবি প্রকাশ্যে আসায় হয়রানির অভিযোগে বিরোধীরা সোচ্চার হওয়ায় কমিশন প্রবল অস্বস্তিতে। ইতিমধ্যে তাঁদের বাড়ি গিয়ে শুনানির কথা কমিশন বললেও সেই ছবির কোনও পরিবর্তন হয়নি। ভাবমূর্তি রক্ষায় নির্বাচন কমিশন এখন সেই দায় বিএলও ও সুপারভাইজারদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে।

মনোজ বলেন, 'এরপর শুনানিতে ৮৫ বছরের বেশি বয়সের বা গুরুতর অসুস্থ কাউকে দেখা গেলে বিএলও ও সুপারভাইজারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে কমিশন।' তবে কমিশনের এই সিদ্ধান্তে তাঁদের ফের বলির পাঁঠা করা হচ্ছে বলে ক্ষুব্ধ বিএলও ও সুপারভাইজাররা। বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চের নেত্রী তনুশ্রী মোদক বলেন, 'কমিশন বিএলও এবং সুপারভাইজারদের ওপর আবার অমানবিক আচরণ করতে চলেছে। কমিশন কেন তাঁদের শুনানিতে ডাকার নোটিশ পাঠায়? এই দায় কমিশনকেই নিতে হবে।'

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

বইমেলার মঞ্চে মন্ত্রীর বয়ানে তর্জা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১ জানুয়ারি : শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক তর্জায় উদ্বোধনের দিনেই উত্তর দিনাজপুর জেলা বইমেলা বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এল। রাজ্যের গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বৃহস্পতিবার ইসলামপুর কোর্ট মাঠে ৩১তম জেলা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চ থেকেই বিরোধী দলগুলিকে তীব্র আক্রমণ করেন। তাঁর বক্তব্য ঘিরে বিজেপি ও সিপিএমের তরফে তীব্র প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে।

এদিন ইসলামপুর হাইস্কুল মাঠ থেকে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী ও মন্ত্রী গোলাম রব্বানির নেতৃত্বে একটি পদযাত্রার মাধ্যমে বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। শহর পরিক্রমা করে মিছিল কোর্ট মাঠে পৌঁছায়। সেখানে ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে বইমেলার উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রশাসন ও পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী ভাষণে সিদ্দিকুল্লাহ কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের একাধিক সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ‘এই প্রধানমন্ত্রীর আমলে গণতন্ত্র ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। বিচার ব্যবস্থার ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে।’ একইসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের একাংশকে ‘গদি মিডিয়া’ বলে কটাক্ষ করেন। বইমেলায় বিজেপি সাংসদ কার্তিক পাল ও সিপিএম প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ না জানানো প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, ‘বিজেপির নেতারা এলেই বিষোদ্গার করেন, নোংরামো ছড়ান। এতে পরিবেশ দূষিত হয়।’ সিপিএম প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ‘ওদের রাজনৈতিক শক্তি আর নেই।’ মন্ত্রী আরও বলেন, ‘ইসলামপুরের মতো সংবেদনশীল এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা আমাদের দায়িত্ব। ২০২৬ সালে সেই অঙ্গীকারই থাকবে।’

বিরোধীরা মন্ত্রীর এই বক্তব্যের পালটা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। বিজেপি সাংসদ কার্তিক পাল বলেন, ‘আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, সেটি তাঁদের রুচির বিষয়। তবে বইমেলার সাফল্য কামনা করি। মন্ত্রীর ভাষার জবাব মানুষই দেবে।’ সিপিএমের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সদস্য বিকাশ দাস বলেন, ‘সরকারি অর্থে আয়োজিত একটি বইমেলার মঞ্চ থেকে এই ধরনের রাজনৈতিক মন্তব্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।’

আজ শহরে

■ শিলিগুড়ি নাট্যমেলা ২০২৬-এর সূচনা দিনে সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টায় দীনবন্ধু মঞ্চে সুমন মুখোপাধ্যায়ের নাটকের গান ও নাট্যমেলা সমন্বয়ের প্রযোজনা অমিতাভ কাঞ্জিলালের নির্দেশনায় নাটক ‘দেবীপক্ষ’।

ইংরেজি নববর্ষে সূর্য সেন পার্কে জমাটি আড্ডা। বৃহস্পতিবার সায়ন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

বিপ্লবী গলির পাকা আড্ডা

লুকানো ঠিকানায়

শিলিগুড়ি হাসপাতালের পেছন দিকে বিএসএনএল অফিসের পাশ দিয়ে যে গলি চলে গিয়েছে সেখানে নকশালপন্থী দলগুলোর পার্টি অফিস রয়েছে। সেই সূত্রেই ওই গলির নাম বিপ্লবী গলি। এই গলিতে এক লন্ড্রি ও বইয়ের দোকানকে ঘিরে শুরু হয় একদল তরুণের আড্ডা। ৪৫ বছর ধরে সেই আড্ডা সিমেন্টের বেঞ্চ পেয়ে এখন পাকা হয়েছে।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি : সালটা ১৯৮০। শহর শিলিগুড়ি তখন এখনকার মতো অত ব্যস্ত নয়। হাসপাতাল মোড় সংলগ্ন নকশালপন্থী দলগুলোর পার্টি অফিসগুলোকে ঘিরে চাপা ওই গলিটায় চলত নকশালপন্থী মনোভাবাপন্নদের যাতায়াত। লোকমুখে পরিচিত সেই ‘বিপ্লবী গলি’-তেই ছিল একটি লন্ড্রি ও বইয়ের দোকান। বই ও কাপড়-জামা পরিষ্কারের কাজে আশপাশের এলাকার মানুষ প্রায়ই আসতেন ওই দুই দোকানে। দোকান মালিকদের সঙ্গে জমে যেত আড্ডা। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে শহরের। বিপ্লবী গলিতেও বেড়েছে সাধারণ মানুষের যাতায়াত। তবে কখন সে আড্ডা স্থায়ী আড্ডার জায়গার রূপ নিল, সেকথা এখনও ভাবলে হাসি পায় মিলন শীল, কমল দে’র।

এক সময়ের তরতাজা সেই তরুণদের এখন কেউ ষাটের ঘরে, কেউ আবার সত্তরে। তবে দোকান দুটোয় যাওয়া-আসার সূত্র ধরেই পরিচিত হয়ে ওঠা ওই ‘বন্ধু’-রা এখনও নির্দিষ্ট সময় চলে আসেন ওই গলিতে। কখনও বর্তমান পরিস্থিতি, কখনও আবার দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের কোনও স্মৃতির কথা মনে করেই শুরু হয়ে যায় আড্ডা। কাজের সূত্রে যাওয়া-আসার পথে অগ্রজ মিলনদের আড্ডার মজা অনুভব করে এখন বয়সে নবীন অভিজিৎ নন্দী, রক্তিম দত্তদের কাছেও ‘বিপ্লবী গলি’-র আড্ডাই এখন প্রতিদিনের ‘অক্সিজেন’-এর সমান।

বিপ্লবী গলির আড্ডায় পুরোনো সদস্যরা।

চিলড্রেন পার্কের দিক থেকে এসে বিপ্লবী গলিতে ঢোকার মুখেই নজরে পড়বে সিমেন্টের একটি বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার বছরের প্রথম দিনের দুপুরে সেই বেঞ্চের ওপরে বসেই জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন বছর চুয়াত্তরের মিলন শীল, বছর ছেষট্টির কমল দে-রা। মিলন তাঁর চেয়ে একটু জুনিয়ার নিতাই দত্তকে বলছিলেন, ‘আমাদের সময়কার নতুন বছর উদযাপন, এখনকার উদযাপন একেবারেই আলাদা। আমাদের সময় কাগজের কার্ডগুলো নিয়ে কত উন্মাদনা থাকত। এখন সেটা কোথায়?’ মিলনের কথায় সম্মতি দেন নিতাই। এরমধ্যেই কমল বলে বসলেন, ‘এ বছরেই বিধানসভা নির্বাচন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া হোমওয়ার্কগুলো তোরা শুনেছিস?’

আড্ডার সদস্যদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছিল, প্রত্যেকেই কি একই পেশার সঙ্গে যুক্ত? মাথা নেড়ে প্রবীণ বিকাশ দেব বোঝালেন, ‘এখানে কেউ এক সময় টেলিফোন এক্সচেঞ্জে কাজ করতেন। কেউ ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন। কেউ রয়েছেন চা বাগানের মালিকও। আসলে আমরা সবাই নিতাই দত্তের লন্ড্রির দোকান ও অরূপ সরকারের বইয়ের দোকানে আসতাম। সেখান থেকেই একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হবার পর নিবিড় সম্পর্ক হয়ে যায়।’ তবে এই আড্ডা বাঁচিয়ে রাখা সহজ হয়নি। ওই বেঞ্চ দেখিয়ে কিছুটা আবেগঘন হয়ে পড়েছিলেন বয়সে প্রবীণ গোরা সান্যাল, গৌর সরকাররা।

তাঁরা বলছিলেন, ‘অরূপ আর আমাদের মধ্যে নেই। আমাদের সম্পর্ককে আরও বাঁচিয়ে রাখতে আগে শুধু সন্ধ্যাতে আমরা আড্ডা দিলেও এখন দুপুরের আড্ডায় বসি।’ বিকাশদের এই আড্ডা বিভিন্ন সময় যাওয়া-আসার পথে দেখেছেন শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তনয় কর্মকাররাও। তনয় বলছিলেন, ‘ওঁদের একে অপরের বন্ধুত্ব আমাদেরও খুব ভালো লাগে। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করি। তাই সকালে কিছুক্ষণের আড্ডা দিয়ে কাজে বেরিয়ে যাই।’

নতুন বছরের নয়া প্রতিজ্ঞা

নতুন বছর মানেই নতুন শপথ। সারাবছর দেশ, সমাজ, জীবনে নানা পরিবর্তন, উত্থানপতন দেখে বছর শুরুতে অনেকে একটা সিদ্ধান্ত নেন। লক্ষ্য থাকে গোটা বছর সেই সিদ্ধান্তে অটুট থাকার। এবছরও তেমন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শহরের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ। তাঁদের সেইসব সিদ্ধান্তের কথা তুলে ধরলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

সম্প্রীতি বজায় রাখব

কাঞ্চন দাস
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, নেতাজি বয়েজ প্রাইমারি স্কুল

জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখব। বর্তমানে নানা অস্থির পরিবেশের জন্য মানুষে মানুষে ভেদাভেদ উঠে এসেছে। সামাজিক, রাজনৈতিক সব ক্ষেত্রেই নতুন বছরে ভেদাভেদ দূর হোক, সেটাই চাই। এছাড়াও আমি একজন শিক্ষক, তাই যুবসমাজে যারা পড়াশোনা করছে, চাকরির জন্য লড়াই করছে তাদের আত্মবিশ্বাস অটুট রাখতে মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করব যাতে হতাশায় কেউ ভুল পথ বেছে না নিয়ে আত্মসম্মানের সঙ্গে রুজিরুটির জায়গাটা দখল করতে পারে।

সবাই গাছ লাগান

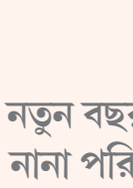

অঙ্কিতা দে
কলেজের ছাত্রী শিলিগুড়ি

গত বছরগুলোতে যেমন পরিবারের সঙ্গে প্রচুর ভালো মুহূর্ত তৈরি করেছি তেমন এবছরও পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাব। পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হবে তাই পড়াশোনার দিকে আরও ভালো করে নজর দিতে চাই। পথকুকুরদের জন্য শীতে জামাকাপড়, খাবারের কিছু ব্যবস্থা করব। পজিটিভ এনার্জি নিতে এবং ছড়িয়ে দিতে গাছ লাগাব এবং সবাইকে বলব বাড়িতে যে ক’টা সম্ভব গাছ লাগান।

ক্রোধ সংবরণ

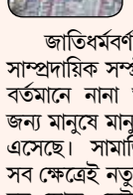

পার্থপ্রতিম পান
চিকিৎসক উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে

ভালো রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার অফ এক্সেলেন্স করার ইচ্ছে রয়েছে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেলে ২০২৬ সালেই সেটা হতে পারে। সরকারিভাবে যাতে রোগীরা এই সুবিধা পায় সেটাই চাওয়া।

এছাড়াও সার্বিকভাবে মানুষের মধ্যে ক্রোধ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। তাই নতুন বছরে আমি নিজের ক্রোধ সংবরণ করব, কাউকে ছোট করব না, অপমান করব না, প্রত্যেককে মানুষ হিসেবে তার যোগ্য সম্মান দেব এবং চাইব সকলেই যেন সেটা করে।

জমিয়ে পড়া

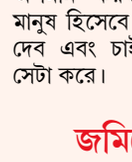

স্বপ্নীল সরকার
ছাত্র, শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল

নিট দেব ২০২৭-এ তাই ২০২৬ সালটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে। এই বছরটা জমিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। অন্য কিছু ভাবার আর সময়ই নেই, তবুও পড়াশোনার ফাঁকে বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলো করব।

সামাজিক কাজ

সেলিম জাফর
চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক

একজন শিক্ষকের পাশাপাশি আমি একজন সমাজকর্মী। নানা সামাজিক কাজে আমি যুক্ত থাকি। তবে ২০২৫-এর এপ্রিল মাসে যখন আমাদের প্যানেল বাতিল হয় তখন আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম। পরিবারকে সময় দিতে পারছিলাম না, সামাজিক কাজগুলোতে যুক্ত হতে পারছিলাম না। ২০২৬-এ আমি আবার নতুন উদ্যমে সেই কাজগুলো শুরু করতে চাই, পরিবারকে সময় দিতে চাই এবং সারাজীবন আমার ছাত্রদের কাছে শিক্ষকের থেকেও বেশি একজন পথপ্রদর্শক ও বন্ধু হয়ে থাকতে চাই।

মানুষের পাশে

রাহুল ঘোষ
এলজিবিটিকিউ কমিউনিটির গ্রুপ লিডার

আমাদের কমিউনিটিকে অনেকেই অপছন্দ করেন তবে আমরা সবসময় সবার পাশে থাকার চেষ্টা করি, নতুন বছরেও আমি যে কোনও বিপদে মানুষের পাশে থাকব। শহরে অনেক সময় অনেকরকম সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় মানুষকে। আমি জানতে পারলে যে কোনও পরিস্থিতিতে এবং যে কোনও সময়ে তাঁদের পাশে থাকার চেষ্টা করব।

সচেতনতা চাই

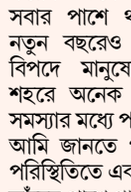

নির্মল বেরা
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল

কলেজ ও হাসপাতালে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর একটা সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান রয়েছে এই অনুষ্ঠানটা গ্রামে-গঞ্জে, ছোট ছোট জায়গাগুলোতে ছড়িয়ে দেব। প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে যাঁরা মানসিক সমস্যায় ভুগছেন তাঁরাও যাতে এই পরিষেবা পান সেটাই চেষ্টা থাকবে। মানুষকে আরও অনেক বেশি সচেতন করতে চাই যাতে মানসিক সমস্যায় যাঁরা ভুগছেন তাঁরা এই সমস্যাটা শীঘ্রই কাটিয়ে উঠতে পারেন। আমি চাই মনোরোগমুক্ত সমাজ হোক।

প্রকৃত মানুষ

দেবাশিস রায়
চতুর্থ শ্রেণি, নেতাজি বয়েজ প্রাইমারি স্কুল

এখন আমি অনেক ছোট। মন দিয়ে পড়াশোনা করে বড় হয়ে প্রকৃত অর্থে মানুষ হয়ে উঠতে চাই।

নতুন বছরেও শিলিগুড়ির ‘সফরসঙ্গী’ যানজট

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি : নতুন বছরের প্রথম দিনেও যানজটের গেরো থেকে মুক্তি পেল না শহর শিলিগুড়ি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই এই শহরের মানুষ রাস্তায় বেরিয়েছিলেন নতুন বছর উদযাপন করতে। কিন্তু যানজটের লম্বা লাইনে তাঁদের বারবার হোঁচট খেতে হল। যানজটে আটকে অনেকেই বললেন, নতুন বছর এল ঠিকই। তবে ট্রাফিক জ্যামের ছবি পালটাল না। যানজটের কারণে পিকনিক স্পটে পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, জ্যামের ঠেলায় পিকনিক স্পটে পৌঁছাতেই বেলা গড়িয়ে যাবে, এর থেকে বাড়িতে পিকনিকের আয়োজন করলে ভালো হত।

শহরের প্রথম দিনে দিনেরবেলা তো বটেই, সন্ধেতেও মানুষকে যানজটের ঝক্কি পোহাতে হল। সন্ধের পর জাতীয় সড়কের পাশাপাশি সেবক রোডও যানজটের কারণে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ক্যালেন্ডার পালটালেও যানজট সমস্যায় জেরবার শহরবাসীর ক্ষোভের আঁচ পেতে অসুবিধা হচ্ছে না ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের। তিনি বলেন, ‘এই বছরের শুরুতে যানজটের কারণে মানুষের ভোগান্তি হলেও আশা করি পরের বছরের এই দিনে আর কোনও সমস্যা থাকবে না। আমরা রাস্তা চওড়া করছি। রাস্তার ধারের জায়গাগুলো দখলমুক্ত করছি। এর পাশাপাশি ট্রাফিক পোলগুলোকেও নির্দিষ্ট জায়গায় সরানো হচ্ছে।’

অভিষেক সরকার চেকপোস্ট সংলগ্ন একটি মলে যাওয়ার জন্য এদিন সন্ধেবেলা গাড়িতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। ইসকন মোড়ের সামনে আসতেই তাঁর গাড়ি যানজটে আটকায়। সামনে গাড়ির দীর্ঘ লাইন। প্রায় পনেরো মিনিট যানজটে আটকে থাকার পর ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘বড়দিনেও সেবক রোডে লম্বা যানজট ছিল। এদিনও সন্ধের পর থেকেই যানজট শুরু হয়েছে। নতুন বছরে এই যানজটের ঝঞ্ঝাট আর ভালো লাগে না।’

উড়ালপুলে ওঠার মুখে যানজট। বৃহস্পতিবার। -সংবাদচিত্র

গত কয়েকদিনের মতো শহরের মধ্যে দিয়ে যাওয়া জাতীয় সড়কও এদিন বারেবারে স্তব্ধ হয়েছে যানজটের কারণে। যানজটের বিষয়টা মাথায় রেখে এদিন সকালসকালই বন্ধুদের সঙ্গে গাড়িতে করে তরিবাড়িতে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন মাটিগাড়ার বাসিন্দা অরিজিৎ দাস। চম্পাসারি মোড়ে পৌঁছাতেই তিনি রীতিমতো

> **পিকনিকে তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর জন্য সকাল ন’টায় রওনা দিয়েছিলাম। সাড়ে দশটা বেজে গেল, এখনও চম্পাসারি মোড়ে। এভাবে আনন্দ করা যায়?**
>
> **অরিজিৎ দাস**
> মাটিগাড়ার বাসিন্দা

ক্লান্ত। বলছিলেন, ‘পিকনিক স্পটে যাতে এগারোটায় পৌঁছাতেই পারি তার জন্য সকাল ন’টায় রওনা দিয়েছিলাম। সাড়ে দশটা বেজে গেল, এখনও মোটে চম্পাসারি মোড়ে। এভাবে আনন্দ করা যায়?’

এদিন যানজট ছড়িয়ে পড়ে জংশন, হিলকার্ট সহ বিধান রোড এলাকাতেও। বিধান রোড সংলগ্ন গলিতে অবস্থিত রেস্টুরেন্টগুলোতে এদিন অনেকেই লাঞ্চ করতে গিয়েছিলেন। এই কারণে চাপ বাড়ে বিধান রোডে। শুরু হয় যানজট। বিধান রোডে যানজটে আটকে থাকা রশ্মিকা দাস ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘একটু চাপ বাড়লেই শহরের যে কোনও রাস্তায় জ্যাম হয়। কবে যে এর থেকে পরিত্রাণ পাব, জানি না।’

নতুন বছরে আমরা অনেকেই নতুন রেজোলিউশন নিই। প্রশাসন যদি নতুন বছরের যানজটের এই পুরোনো রোগ থেকে মানুষকে রেহাই দেওয়ার রেজোলিউশন নেয়, তাহলে শহরবাসী একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন।

আজ শুরু নাট্যমেলা

শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি : ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ২৩তম শিলিগুড়ি নাট্যমেলা। চলবে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। তার আগে বৃহস্পতিবার একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করে শিলিগুড়ি নাট্যমেলা কমিটি। নাট্যপ্রেমী এবং নাটকের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে বাঘা যতীন পার্ক থেকে দীনবন্ধু মঞ্চ পর্যন্ত শোভাযাত্রা করা হয়।

২ জানুয়ারি দীনবন্ধু মঞ্চে সুমন মুখোপাধ্যায় নাট্যমেলার সূচনা করবেন। শিলিগুড়ি নাট্যমেলার যুগ্ম সম্পাদক পল্লব বসু বলেন, ‘গত কয়েক বছরের তুলনায় এবছর অনেক বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে। শুধুমাত্র শিলিগুড়ি শহরের মানুষই নন, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, কানকি, চোপড়া থেকেও বহু মানুষ টিকিট কিনেছেন।’ নাট্যকার সুমন মুখোপাধ্যায়ের সম্মানে ‘মঞ্চে সুমন’ শিরোনামে এই নাট্যোৎসব ব্যাপক সাড়া ফেলবে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা। নাট্যমেলার প্রধান উপদেষ্টা অশোক ভট্টাচার্য বলেন, ‘নাটক নিয়ে মানুষের মধ্যে যে উন্মাদনা বাড়ছে, সেটা লক্ষ করা যাচ্ছে।’

একাকী পথে প্রজ্ঞার পদচিহ্ন... বৃহস্পতিবার লে-তে।

দেশে ফিরতেও ভয় বাংলাদেশি পড়ুয়াদের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : ঢাকায় অস্থিরতার পারদ যত চড়ছে, ততই উদ্বেগ বাড়ছে ভারতে পড়তে আসা বাংলাদেশি পড়ুয়াদের বড় অংশের মধ্যে। ২০২৪-এর ৫ অগাস্টের পালাবদলের প্রভাব যে শুধু ওপার বাংলায় আটকে নেই, তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে ভারতে থাকা তরুণ বাংলাদেশিদের মানসিক অবস্থায়।

বাংলাদেশের রাজনীতি এখন আর দলবদল, নির্বাচন বা ক্ষমতার হিসাব-নিকাশ নয়, এটি পরিণত হয়েছে এক গভীর অনিশ্চয়তার খেলায়। যার সবচেয়ে বড় শিকার দেশের তরুণ প্রজন্ম। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা বহু বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রী আজ এমন এক পরিস্থিতিতে রয়েছেন, যেখানে বিদেশে থাকা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ মনে হচ্ছে তাঁদের কাছে।

ভারতে থাকা বাংলাদেশি পড়ুয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁদের কথাবার্তা থেকে উঠে এসেছে আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর সংশয়ের ছবি। অনেকেই পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছেন, কেউ কেউ আবার নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এমনকি পেশা বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তও নতুন করে খতিয়ে দেখতে বাধ্য হচ্ছেন। আশঙ্কা একটাই, রাজনৈতিক শক্তির নিশানায় পড়ে গেলে তার খেসারত দিতে হতে পারে দেশে থাকা পরিবারকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র বলেন, ‘বাংলাদেশে প্রতিদিন যে ধরনের খবর সামনে আসছে, তা আমাকে মানসিকভাবে ভেঙে দিচ্ছে।’ তিনি বলেন, ‘আমার বাবা-মা একাই থাকেন। আমি প্রতিদিন ভয়ে থাকি কিছু হলে আমি কিছুই করতে পারব না।’ তাঁর মতে, এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় নিরপেক্ষ থাকাটাও নিরাপদ নয়, কারণ ভুল ভাবে কেউ কিছু ব্যাখ্যা করলেই বিপদ। এক ছাত্রের কথায়, ‘বাংলাদেশে এখন প্রশ্নটা কে কী ভাবছে তা নয়, প্রশ্নটা কে কোন দলে পড়ছে।’

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অজিত দেবনাথ (ময়মনসিংহের বাসিন্দা) যিনি আওয়ামি লিগ সমর্থক পরিবারের সন্তান জানালেন যে, তিনি নিয়মিত

প্যানিক অ্যাটাকে ভুগছেন। তাঁর কথায়, ‘আমার পরিবার প্রতিদিনের সমস্যাগুলি আড়াল করার চেষ্টা করে। বারবার বলে, চিন্তা করিস না, পড়াশোনায় মন দে। কিন্তু আমি জানি ওরা কী ভয় নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। ঠিকানা বদলানো, অকারণে তুলে নিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, অপরাধ না করেও সবসময় আতঙ্কে থাকতে হচ্ছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি আদৌ দেশে ফিরতে পারব কি না জানি না। পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের পর আমাকে বিকল্প পরিকল্পনা ভাবতেই হচ্ছে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ যেমন অনিশ্চিত, তেমনই আমার নিজেরটাও।’

সংখ্যালঘু ছাত্রদের আশঙ্কা আরও গভীর। তাঁদের মতে, রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় সংখ্যালঘুরা সবচেয়ে সহজ লক্ষ্য। বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর এবং তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন ঘিরে তৈরি উত্তেজনার মধ্যেই বহু এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর চাপ বেড়েছে বলে অভিযোগ। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র বলেন, ‘এখন রাজনৈতিক পরিচয়ের সঙ্গে ধর্মীয় পরিচয়ও জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে বিপদ দ্বিগুণ।’

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্রী আলিশা বলেন, ‘যে রাতে বাংলাদেশের দুইটি বড় সংবাদমাধ্যমে আগুন লাগানো হয় এবং ছায়ানট আক্রান্ত হয়, তার পরের দিনই আমার পরীক্ষা ছিল। পড়াশোনার বদলে সারারাত খবরের সামনে বসেছিলাম।’ জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের দেবাশিস মজুমদারের কথায় , ‘বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে হিংসা ও বৈষম্য নতুন নয়। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এতটাই অনিশ্চিত যে ভবিষ্যৎ নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না।’ তিনি জানান, তাঁর আত্মীয়দের অনেককেই ‘প্রোটেকশন মানি’ দিতে বাধ্য করা হয়েছে, না দিলে বাড়িঘর ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

দেবাশিসের আশঙ্কা, ফেব্রুয়ারিতে প্রস্তাবিত নির্বাচনের আগে পরিস্থিতি আরও হিংসাত্মক হতে পারে। তাঁর কথায়, ‘ভোট দিতে না চাওয়া বা ক্ষমতাসীনদের অপছন্দের ভোট দিলে মানুষকে ভয় দেখানো বা বাধ্য করার চেষ্টা চলতে পারে। তাতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।’

দামি হচ্ছে বিড়ি, সিগারেট

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : বছরের শুরুতেই ধূমপায়ীদের দুঃসংবাদ দিল কেন্দ্র। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে দেশজুড়ে বাড়তে চলেছে সিগারেট, বিড়ি, পানমশলা সহ তামাকজাত পণ্যের দাম। বুধবার অর্থমন্ত্রক থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নেশার দ্রব্যের ওপর নতুন কর কাঠামো ও ‘হেলথ অ্যান্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি সেস’ কার্যকর হতে চলেছে। জিএসটি ক্ষতিপূরণ সেস তুলে দিয়ে তার বদলে এই নতুন শুল্ক ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে।

নয়া নিয়ম অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকে পানমশলা, সিগারেট এবং তামাকজাত পণ্যের ওপর জিএসটির হার হবে ৪০ শতাংশ। তবে বিড়ির ক্ষেত্রে এই হার রাখা হয়েছে ১৮ শতাংশ। এর পাশাপাশি পানমশলার ওপর ‘স্বাস্থ্য ও জাতীয় নিরাপত্তা সেস’ এবং তামাকজাত পণ্যের ওপর অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক চাপানো হবে। অর্থমন্ত্রকের হিসাব বলছে, এই ত্রিস্তরীয় কর ব্যবস্থার ফলে খুচরো বাজারে বিড়ি-সিগারেটের দাম একলাফে অনেক বাড়বে, এমনকি কোনও কোনও পণ্যের দাম প্রায় দ্বিগুণ হতে পারে।

ভারত-পাকের তালিকা বিনিময়

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : সীমান্তে উত্তেজনা এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেও দীর্ঘদিনের প্রথায় ছেদ পড়ল না। ১৯৮৮-র দ্বিপাক্ষিক চুক্তির শর্ত মেনে বছরের প্রথম দিনেই পরমাণুকেন্দ্রের তালিকা বিনিময় করল ভারত-পাকিস্তান। দিল্লি ও ইসলামাবাদ বৃহস্পতিবার নিজেদের পরমাণুকেন্দ্রের নিখুঁত অবস্থান সংক্রান্ত নথি একে অপরের হাতে তুলে দিয়েছে।

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘দিল্লি ও ইসলামাবাদে কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান পরস্পরের সঙ্গে পারমাণবিক কেন্দ্রের তালিকা বিনিময় করেছে। পারমাণবিক কেন্দ্রে আক্রমণে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত চুক্তির আওতায় এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।’ ১৯৮৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত চুক্তির মূল লক্ষ্যই ছিল, যুদ্ধকালীন বা অস্থির পরিস্থিতিতে একে অপরের পরমাণুকেন্দ্রে হামলা না চালানো। ১৯৯১-এ চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার পর ১৯৯২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এই প্রথা শুরু হয়। এই নিয়ে টানা ৩৫ বার এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিনিময় করল দুই প্রতিবেশী দেশ।

হত মাও নেতা

পাটনা, ১ জানুয়ারি : স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও বিহার পুলিশের যৌথ অভিযানে মৃত্যু হল মাওবাদী নেতা দয়ানন্দ মালাকারের। বুধবার বেগুসরাইয়ে ঘটনাটি ঘটেছে। গ্রেপ্তার হয়েছে তাঁর দুই সহযোগী। উত্তর বিহারে মাওবাদী কেন্দ্রীয় জোনাল কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন দয়ানন্দ। তাঁর মাথার দাম ছিল ৫০ হাজার টাকা।

জিএসটি সংগ্রহ

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : ডিসেম্বরে জিএসটি সংগ্রহ ৬.১ শতাংশ বেড়ে ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। ২০২৪-এর ডিসেম্বরে এই অঙ্ক ছিল ১.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২৫-এর নভেম্বরে জিএসটি সংগ্রহ হয়েছিল ১.৭০ লক্ষ কোটি টাকা। চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টার পর্যন্ত মোট ১৬.৫০ লক্ষ কোটি টাকার জিএসটি আদায় হয়েছে। বিগত বছরের তুলনায় যা ৮.৬ শতাংশ বেশি।

আমরা তোমার কথা ভাবছি : নিউ ইয়র্কের মেয়র

উমরকে চিঠি মামদানির

নিউ ইয়র্ক, ১ জানুয়ারি : দেশের রাজনৈতিক মহলের কাছে তিনি কার্যত অন্তরালে চলে গিয়েছেন। ৫ বছর ধরে ইউএপিএ মামলায় তিহারে বন্দী প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদ কেমন আছেন, কেন তিনি জামিন পাচ্ছেন না, কারামুক্তি কবে হবে তা নিয়ে দেশের রাজনীতিকদের একটা বড় অংশই নিস্পৃহ। কিন্তু নিজের দেশের কেউ না ভাবলেও সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের শহর নিউইয়র্কের নতুন মেয়র তথা তরুণ রাজনীতিক কিন্তু জেএনইউয়ের প্রাক্তন বাম ছাত্রনেতাকে ভুলে যাননি। আর তাই ভারতীয় সময় বুধবার মধ্যরাতে আমেরিকার বৃহত্তম শহরের প্রথম মুসলিম মেয়র হিসেবে শপথগ্রহণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জেলবন্দী উমর খালিদকে একটি খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন মামদানি। কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই নিউ ইয়র্ক থেকে দিল্লির তিহার জেলের অন্ধকার কুঠুরিতে পৌঁছেছে সহমর্মিতার এক উষ্ণ বার্তা।

মামদানির নিজের হাতে লেখা সেই চার লাইনের ছোট্ট চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ‘প্রিয় উমর, আমি প্রায়ই তোমার সেই কথাগুলো ভাবি— নিজের ভেতর কোনো তিক্ততা জমতে না দেওয়া কতটা জরুরি। তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমার কাছে সত্যিই আনন্দের ছিল। আমরা সবাই তোমার কথা ভাবছি।’

উমরের বন্ধু বনজ্যোৎস্না লাহিড়ী সমাজমাধ্যমে এই চিঠিটি শেয়ার করেছেন। সম্প্রতি উমরের বাবা-মা জোহরানের সঙ্গে আমেরিকায় গিয়ে দেখা করেছিলেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে নিউইয়র্কের মেয়রের এই চিঠিটি যখন মানবাধিকারের পক্ষে

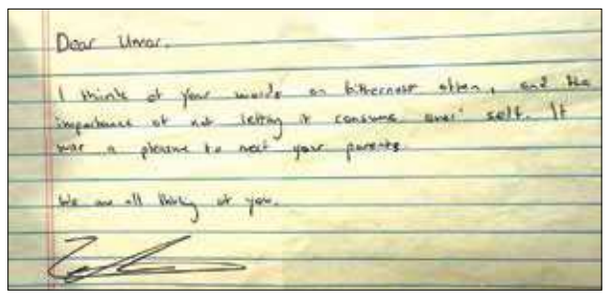

কোরান হাতে শপথ জোহরান মামদানির। নীচে উমর খালিদকে লেখা তাঁর চিঠি।

একটি বড় বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে তখন ভারতের রাজনৈতিক মহলের একাংশ একে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলেও দাবি করেছেন। ঘটনা হল, এর আগে ২০২৩ সালে নিউ ইয়র্কের এক অনুষ্ঠানে জোহরান উমরের ‘জেল ডায়েরি’ পড়ে শুনিয়েছিলেন।

এদিকে জোহরান মামদানি একেবারে আক্ষরিক অর্থেই ‘শপথ’ নিলেন, তবে কোনও জিম বা প্রাসাদে নয়, মাটির তলায় পুরোনো, পরিত্যক্ত এক রেলস্টেশনে! ১ জানুয়ারি মধ্যরাতে যখন গোটা দুনিয়া বর্ষবরণের আনন্দে মশগুল, তখন নিউ ইয়র্কের ১১২ তম মেয়র হিসেবে ইতিহাস গড়লেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক মীরা নায়ারের পুত্র জোহরান। শপথ নেওয়ার পর তাঁর প্রথম কথা, ‘এই সম্মান ও সুযোগ পাওয়া গর্বের ব্যাপার। জীবনের শেষপ্রান্তেও আজকের কথা মনে থাকবে।’

৩৪ বছর বয়সি এই ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট নেতা নিউ ইয়র্কের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত মেয়র। কিন্তু তাঁর শপথ নেওয়ার জায়গাটি ছিল সবথেকে বড় চমক। ১৯৪৫ সাল থেকে বন্ধ পড়ে থাকা ম্যানহাটনের ‘সিটি হল’ সাবওয়ে স্টেশনে পবিত্র কোরানে হাত রেখে তিনি যখন মেয়র হলেন, তখন স্টেশনের দেওয়াল থেকে চুনকাম খসে পড়ছে। কোনও ঝকঝকে ঝাড়বাতি নেই, নেই এসির হাওয়া। আসলে জোহরান বোঝাতে চাইলেন, তিনি আমজনতার মেয়র, তাই সাধারণ মানুষের যাতায়াতের মাধ্যম সাবওয়ে থেকেই তাঁর মেয়র হিসাবে যাত্রা শুরু। তবে নিন্দুকেরা বলছেন, ওপরতলার রাজনীতিতে জায়গা পেতে মেয়রের বোধহয় একটু ‘আন্ডারগ্রাউন্ড’ হওয়া দরকার ছিল!

শপথ নেওয়ার সময় পাশে ছিলেন স্ত্রী রামা আর বাবা-মা। মা মীরা নায়ার নিশ্চয়ই ভাবছিলেন, ছেলের নাটকীয় উত্থান নিয়ে আস্ত একটা ব্লকবাস্টার সিনেমা অনায়াসেই বানিয়ে ফেলা যায়।

দুপুরে অবশ্য বামপন্থী রাজনীতির ‘দাদা’ বার্নি স্যান্ডার্সের উপস্থিতিতে খোলা আকাশের নীচে আর একবার অনুষ্ঠান হবে। তবে এই হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় মাটির নীচের পরিত্যক্ত স্টেশন বেছে নিয়ে জোহরান প্রমাণ করলেন, গরম খবরের জন্য জাঁকজমকের দরকার হয় না, স্রেফ আত্মবিশ্বাস আর একটু অন্যরকম ভাবনাই যথেষ্ট।

সিআইএ-র রিপোর্টে সুর বদল ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১ জানুয়ারি : পুতিনের বাসভবনে ইউক্রেনের ড্রোন হামলার অভিযোগে বিশ্ব রাজনীতি তোলপাড়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। রাশিয়ার দাবি অনুযায়ী, ড্রোন হামলা হয়েছিল ২৮ ডিসেম্বর। কিন্তু সেই ঘটনার তিন দিন পর আমেরিকার প্রথমসারির এক সংবাদমাধ্যম গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র রিপোর্ট উদ্ধৃত করে জানাল, নভগোরদে পুতিনের বাসভবনে কোনও হামলা চালায়নি জেলেনস্কি সরকার। এর কোনও প্রমাণ মেলেনি।

উপগ্রহ চিত্র, রেডার কভারেজ ও অন্যান্য সূত্র ব্যবহার করে রাশিয়ার দাবি খারিজ করেছে সিআইএ। তারপরই সুর বদলালেন ট্রাম্প। শুরুতে পুতিনের কথায় ইউক্রেনীয় হানা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও মার্কিন গোয়েন্দা ব্রিফিং-এর পর নিজের মত স্পষ্ট করে তাঁর সামাজিক মাধ্যমে সংবাদপত্রটির সম্পাদকীয় শেয়ার করে লিখেছেন, ‘পুতিনের কুম্ভীরাশ্রুতে আমরা নেই।’ ট্রাম্প লিখেছেন, বাসভবনে হামলার হাঁকডাক করে রাশিয়াই শান্তির পথে বাধা দিচ্ছে। সম্পাদকীয়তে রাশিয়ার অভিযোগ নিয়ে রীতিমতো সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। জেলেনস্কি কিন্তু আগেই জানিয়েছিলেন, পুতিনের বাড়ি লক্ষ্য করে কোনও ড্রোন হামলা করেনি ইউক্রেনীয় সেনা। একনায়ক পুতিন মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত। শান্তির পরিবর্তে তিনি মৃত্যুকে বেছে নিয়েছেন। ট্রাম্প জানিয়েছেন, পুতিনই তাঁকে হামলার কথা জানিয়েছিলেন। আসলে শান্তির পথে না যাওয়ার জন্য ওটা পুতিনের একটা অজুহাত।

পানশালায় ভয়াবহ আগুনে মৃত ৪০

বার্ন, ১ জানুয়ারি : ইংরেজি বছরের শুরুতেই বিষাদ। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে মানুষ উৎসবে মেতেছেন। এমন আনন্দঘন মুহূর্তে সুইৎজারল্যান্ডের এক পানশালায় বিস্ফোরণ থেকে ভয়াবহ আগুনে প্রাণ হারালেন অন্তত ৪০ জন। বিখ্যাত পর্যটনস্থল ক্রান্স মন্টানার এক পানশালায় নববর্ষের অনুষ্ঠান চলাকালীন ঘটনাটি ঘটে। অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন বহু ব্যক্তি। দুর্ঘটনার সময় পানশালাটিতে শতাধিক ব্যক্তি ছিলেন।

দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করে সুইৎজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট গাই পারমেলিন নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক ধারণা, শর্টসার্কিট বা আতশবাজি দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

ক্রান্স মন্টানা শহরের নামকরা পানশালা লে কনস্টেলেশানে মানুষ মেতেছে সংগীতে। চলছে আতশবাজি। ঠিক তখনই পানশালার এক কোণে আগুন লাগে। মুহূর্তে তা ছড়িয়ে পড়ে গোটা রেস্তোরাঁয়। বেরোনোর পথ সংকীর্ণ হওয়ায় বহু মানুষ আটকে পড়েন। এক

সুইৎজারল্যান্ড

প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, ভিতরে তখন ধোঁয়ায় দমবন্ধ অবস্থা।

ঠিক কতজন ওই অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়েছেন তা জানা যায়নি। ভ্যালাইস ক্যান্টন পুলিশের এক মুখপাত্র বলেছেন, ‘মৃতদের বেশিরভাগ পর্যটক। তাঁদের কাছে এই পানশালা জনপ্রিয়। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে তাঁরা আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। দুর্ঘটনায় কতজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তা স্পষ্ট নয়।’

গিরিরাজকে চিঠি ঋতব্রতর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনেই পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পে তৈরি হওয়া গভীর সংকটের দিকে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি লিখলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, কাঁচা পাট খাতে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা আর কোনও সাধারণ শিল্পসংকট নয়, এটি ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের পাটচাষ ও পাটকল নির্ভর অঞ্চলগুলিতে একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরুরি অবস্থার রূপ নিয়েছে। ২ থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত জুট মিলের সামনে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত শ্রমিক ইউনিয়নগুলি বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ঋতব্রত লিখেছেন, কাঁচা পাটের তীব্র ঘাটতি, লাগামছাড়া মূল্য, চটকলের উৎপাদন সংকোচন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান হ্রাস-এই সবকিছু হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। গত কয়েক বছরে ধারাবাহিক নীতিগত ত্রুটির ফলেই এই সংকট ধীরে ধীরে গভীর হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, কাঁচা পাটের চড়া দামের কারণে এবং তীব্র কার্যকরী মূলধন সংকটে বহু চটকল শিফট কমাচ্ছে, কোথাও আবার উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ করার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর ফলে হাজার হাজার চটকল শ্রমিক কর্মদিবস ও মজুরি হারাচ্ছেন, যা গঙ্গাপাড়ের শিল্পাঞ্চলগুলিতে ক্রমশ একটি গভীর সামাজিক সংকটের জন্ম দিচ্ছে।

বিষ জলে শেষ শৈশব, ইন্দোরে হাহাকার

ইন্দোর, ১ জানুয়ারি : যে হাতগুলোয় খেলনা থাকার কথা ছিল, সেখানে আজ হাসপাতালের স্যালাইনের নল। বছরের পর বছর ধরে দেশের সবথেকে পরিচ্ছন্ন শহরের তকমা পাওয়া মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের ভগীরথপুরা এলাকায় এখন শুধুই সন্তানহারা মায়েদের বুকফাটা কান্নার আওয়াজ। প্রশাসনের চূড়ান্ত উদাসীনতায় পানীয় জলের পাইপলাইনে নর্দমার দূষিত জল মিশে যাওয়ায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০ জনের। যাদের মধ্যে অধিকাংশই নিষ্পাপ শিশু।

তবে দুর্দশার এখানেই শেষ নয়। এই চরম শোকের মুহূর্তে ক্ষতে নুনের ছিটে দিয়েছে স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়র দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য। একদিকে যখন স্বজনহারারা বিচারের দাবি তুলছেন, তখন মন্ত্রীর গলায় ‘সব মৃত্যু জলের জন্য নয়’—এমন দাবি জনমানসে ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সাংবাদিকের প্রশ্নের মুখে তাঁর মেজাজ হারানো এবং অসংবেদনশীল শব্দ প্রয়োগ মধ্যপ্রদেশের বিজেপিশাসিত

হাসপাতালে হাজির মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ও কৈলাশ বিজয়বর্গীয়।

প্রশাসনের মানবিক মুখটাকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

বুধবার রাতে অসুস্থদের দেখতে গিয়ে মেজাজ হারান মন্ত্রী বিজয়বর্গীয়। বেসরকারি হাসপাতালের বিল মেটানো এবং প্রশাসনের গাফিলতি নিয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে মেজাজ হারিয়ে বিজয়বর্গীয় বলেন, ‘আরে ছাড়ুন। কেন এসব বেকার প্রশ্ন করছেন?’ তখন সাংবাদিক পালটা জানান, তিনি কোনও ভিত্তিহীন প্রশ্ন করছেন না। তখন ক্ষুব্ধ মন্ত্রী বলেন, তাতে ঘণ্টা হয়েছে। তখন ওই সাংবাদিক পালটা বলেন, ‘আপনি একজন অভিজ্ঞ মন্ত্রী। আপনার মুখে এই ধরনের ভাষা শোভা পায় না।’ বেশ খানিকক্ষণ তর্কাতর্কি হয় সাংবাদিক, মন্ত্রী ও পার্ষদদের মধ্যে। তার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। পরে অবশ্য সমাজমাধ্যমে ক্ষমা চেয়ে নেন কৈলাস এবং জানান, ‘উত্তেজনায় শব্দচয়ন ভুল হয়েছিল, কিন্তু আমরা মানুষের সেবায় দিনরাত এক করছি।’ তাতে বিতর্ক থামেনি। কংগ্রেস নেতা জিতু পাটোয়ারি মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে একে ‘বিজেপির দম্ভ’ বলে কটাক্ষ করেছেন।

মন্ত্রীর মন্তব্যে বিতর্ক

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ঘোষণা করেছেন। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে ইতিমধ্যে একজন জোনাল অফিসার ও একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। একজন সাব-ইঞ্জিনিয়ারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ধরনের অবহেলা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে তা সুনিশ্চিত করা হবে।

একটি নর্দমার পাশ দিয়ে যাওয়া ফুটো হওয়া জলের পাইপলাইন দিয়ে দিনের পর দিন ঢুকেছে বিষ। গত অগাস্ট মাসে এই পাইপলাইন মেরামতের জন্য ২.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও লাল ফিতের ফাঁসে আটকে ছিল কাজ। তারই মাশুল গুনছে ভগীরথপুরার শোকার্ত মায়েরা। এক মায়ের প্রশ্ন, ‘আমার ছেলেটা শুধু জল চেয়েছিল, আর সেই জলই ওর কাল হল। এখন টাকা দিয়ে কী হবে?’ বস্তুত, গোটা ভগীরথপুরা এখন এক মৃত্যুপুরী। প্রতিটি ঘরে কেউ না কেউ অসুস্থ। প্রায় ১,৫০০ মানুষ ডায়ারিয়া ও বমির উপসর্গ নিয়ে লড়াই করছেন। ২৪ ডিসেম্বর থেকে এলাকার বাসিন্দারা পুরসভার সরবরাহ করা জলে দুর্গন্ধ ও তিতকুটে স্বাদের অভিযোগ তুলছিলেন। কিন্তু প্রশাসনের ঢিলেমির সুযোগে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। স্বচ্ছতার বড় বড় বিজ্ঞাপনের আড়ালে এই নিকাশি ব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারা ইন্দোরের সাধারণ মানুষকে আজ আতঙ্কে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

দেরাদুন ক্ষতে ‘ঐক্যের’ প্রলেপ ভাগবতের

রায়পুর, ১ জানুয়ারি : দেরাদুনের মাটিতে ত্রিপুরার ছাত্রের রক্ত কি তবে ভারতের বৈচিত্র্যের গায়ে কলঙ্কের ছিটে লাগিয়ে দিয়েছে? এই প্রশ্ন যখন গোটা দেশকে বিঁধছে, ঠিক তখনই ছত্তিশগড়ের রায়পুর থেকে সংহতি ও ঐক্যের বার্তা দিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। বুধবার ইংরেজি নতুন বর্ষবরণের আগে তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা, ‘ভারত সবার, এখানে ভেদাভেদের কোনও স্থান নেই।’

একইসঙ্গে হিন্দি আগ্রাসনের অভিযোগ খণ্ডনে তাঁর দাওয়াই, ‘বাড়িতে অন্তত মাতৃভাষায় কথা বলুন।’ দক্ষিণ ভারত থেকে বাংলা—সর্বত্র ‘হিন্দি আগ্রাসন’-এর অভিযোগে উত্তপ্ত রাজনীতি। সম্প্রতি দেরাদুনে ত্রিপুরার ছাত্র অ্যাঞ্জেল চাকমার হত্যা এবং তার পিছনে বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ ঘিরে দেশজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। পাশাপাশি দেশের একাধিক বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর যেভাবে হামলার ঘটনা ঘটছে, তাতেও গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে বাঙালি বিদ্বেষের অভিযোগ তুলেছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক তৃণমূল। বিরোধীদের অভিযোগ, ‘হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান’

ভারত সবার, এখানে ভেদাভেদের কোনও স্থান নেই।

-মোহন ভাগবত

তত্ত্বে আঞ্চলিক পরিচয়গুলো ক্রমশ কোণঠাসা। এই আবহে ভাগবতের মুখে ‘সব ভাষাই জাতীয় ভাষা’ এবং ‘অন্য রাজ্যে থাকলে সেই রাজ্যের ভাষা শেখা উচিত’—এই বার্তা আসলে ভারতের বৈচিত্র্যময় ভোটব্যাংককে ধরে রাখার একটি মরিয়া চেষ্টা।

সরসংঘচালক মনে করিয়ে দিয়েছেন, দেশের ভিতরের বিভাজনই বহিরাগত শত্রুর সবচেয়ে বড় অস্ত্র। ভারতের কোনও প্রান্তের মানুষই যাতে ভিন রাজ্যে গিয়ে নিজেকে ‘পর’ বলে মনে না করেন, তা নিশ্চিত করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। তিনি বলেন, ‘জাতপাত, সম্পত্তি, ভাষা কিংবা অঞ্চলের ভিত্তিতে মানুষকে বিচার করবেন না। সবাইকে আপন বলে মনে করুন। গোটা ভারতটাই আমার।’ ভাগবত জোর দিয়েছেন ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করার ওপর। তাঁর মতে, আইনি অধিকারের চেয়েও বড় হল সামাজিক আচরণ। জাতপাতের বেড়া ভাঙার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। ভাগবত বলেন, ‘আমাদের কোনও ভাই যেন অস্পৃশ্য না থাকে।’

রাজনৈতিক মহলের মতে, ২০২৬-এর রাজনৈতিক মানচিত্রে আঞ্চলিক দলগুলোর প্রভাব কমাতে সংঘপ্রধান এখন ‘আঞ্চলিকতা’কেই অস্ত্র করছেন। হিন্দিভাষী বলয়ের বাইরে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে এই ‘মাতৃভাষা’ প্রেম আসলে একটি রাজনৈতিক ‘মাস্টার স্ট্রোক’। উত্তরবঙ্গের মতো মিশ্র সংস্কৃতির অঞ্চলেও এই মন্তব্যের প্রভাব পড়বে।

স্ত্রী সাক্ষী ও মেয়ে জিভাকে নিয়ে উৎসবে মেতে মহেন্দ্র সিং ধোনি।

বান্ধবীর সঙ্গে বর্ষবরণের রাতে নেইমার।

নতুন বছরকে স্বাগত তারকাদের

শ্রীলঙ্কাকে হোয়াইটওয়াশ করে উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে রেণুকা সিং ঠাকুর, স্নেহ রানা ও শেফালি ভার্মা।

হবু স্ত্রী বংশিকার সঙ্গে খোশমেজাজে কুলদীপ যাদব।

‘জীবনের আলোকে নিয়ে ২০২৬-এ পা’

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : লক্ষ্য ২০২৭ বিশ্বকাপ।

প্রস্তুতি, ফিটনেস নিয়ে ঘাম ঝরানোর পাশাপাশি ম্যাচ প্র্যাকটিসকে গুরুত্ব দিচ্ছেন বিরাট কোহলি। ইতিমধ্যেই বিজয় হাজারে ট্রফিতে দুটি ম্যাচ খেলেছেন। চেনা মেজাজেই বোলারদের শাসন করেছেন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১১ জানুয়ারি শুরু ওডিআই সিরিজের আগে দিল্লির হয়ে আরও একটা ম্যাচ খেলবেন।

নতুন শুরু। আশা করি, সবার জন্য অনেক সুখ, সমৃদ্ধি, সাফল্য নিয়ে আসবে ২০২৬।

-অনিল কুম্বলে

স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে জোড়া ছবি পোস্ট করেন বিরাট কোহলি। যা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে উন্মাদনা তুঙ্গে।

মাঝের কয়েকদিন আপাতত ছুটি। নতুন বছরের শুরুর দিনটা পরিবার নিয়ে বিন্দাস মেজাজে কাটালেন কিং কোহলি। একইসঙ্গে নতুন ইংরেজি বছরকে স্বাগতও জানালেন। অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে নিজের বর্ষবরণের ছবি পোস্ট করেছেন সামাজিক মাধ্যমে। যেখানে দুইজনের মুখেই রং দিয়ে বিশেষ নকশা আঁকা। কোহলির মুখের বাঁদিকে স্পাইডারম্যানের প্রতিচ্ছবি। অনুষ্কার মুখে আঁকা প্রজাপতি। পোস্টে তাঁর জীবনে অনুষ্কার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন। বিরাট লিখেছেন, ‘আমার জীবনের আলোকে সঙ্গে নিয়ে ২০২৬-এ পা রাখছি।’ বিরুষ্কার বর্ষবরণের যে ছবি স্বভাবতই ভাইরাল।

নতুন ইংরেজি বছরকে স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছাবার্তা পোস্ট করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। পোস্ট করেছেন ক্রিস গেইল, অনিল কুম্বলে থেকে ভিভিএস লক্ষ্মণ সহ একঝাঁক প্রাক্তন ক্রিকেটার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ওপেনার ক্রিস গেইল লিখেছেন, ‘প্রত্যেককে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই। আশা করি, ২০২৬ দারুণ কাটবে সবার।’

ভিভিএস লক্ষ্মণ প্রত্যেকের সুস্থতা প্রার্থনা করেছেন। শুভেচ্ছাবার্তায় শান্তি ও উন্নতি কামনা করেছেন। ইরফান পাঠান লিখেছেন, ‘নতুন বছর নতুন আশা নিয়ে শুরু করব। পাঠান পরিবারের তরফে প্রত্যেকে জানাই নতুন বছরের অনেক শুভেচ্ছা।’

ভারতীয় দলের হেডকোচ গৌতম গম্ভীরও স্বাগত জানিয়েছেন নতুন বছরকে। ইনস্টাগ্রামে পরিবারের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন নতুন বছরে পা রাখছি। সবাইকে শুভেচ্ছা। ২০২৬-কে স্বাগত জানিয়ে অনিল কুম্বলের বার্তা, ‘নতুন শুরু। আশা করি, সবার জন্য অনেক সুখ, সমৃদ্ধি, সাফল্য নিয়ে আসবে ২০২৬।’

অলরাউন্ড পারফরমেন্সে মাতিয়ে দেওয়া শেরফানে রাদারফোর্ডকে অভিনন্দন শাই হোপের।

প্রথম জয় পেল সৌরভের দল

কেপটাউন, ১ জানুয়ারি : জয়ের সঙ্গে গতকাল বছর শেষ করল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশিক্ষণাধীন প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে সৌরভের দল বুধবার রাতের ম্যাচে পরাজিত করে শক্তিশালী এমআই কেপটাউনকে।

প্রথমবার কোনও দলের হেডকোচের দায়িত্ব নেন মহারাজ। জোড়া হারে শুরুটা একেবারে আশাপ্রদ হয়নি। ধাক্কা কাটিয়ে অবশেষে জয়ের মুখ দেখলেন সৌরভ। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের জয়ের রাস্তা মসৃণ করে দেয় ব্যাটাররা। কাগিসো রাবাদা, ট্রেন্ট বোল্ট, রশিদ খান সমৃদ্ধ কেপটাউন বোলিংয়ের ওপর ঝড় বইয়ে দেন ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (১৩ বলে অপরাজিত ৩৬), শেরফানে রাদারফোর্ডরা (১৫ বলে অপরাজিত ৪৫)।

দুইজনে মিলে শেষ ২৭ বলে ৮৬ রান যোগ করে সৌরভ ব্রিগেডের স্কোরকে ২২০/৫-এ পৌঁছে দেন। ম্যাচের সেরা রাদারফোর্ড তার ১৫ বলের ইনিংসে হাফডজন ছক্কা হাঁকান। ব্রেভিস মারেন চারটি ছক্কা। দুইজনে মিলে একসময় টানা ৬টি বলে ছক্কা মারেন। ব্রেভিস-রাদারফোর্ডের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের সামনে অসহায় দর্শক রাবাদা-বোল্টের মতো তারকা বোলাররা! ইনিংসে শুরুর দিকে ভালো রান করেন শাই হোপ (৩০ বলে ৪৫), উইহান লুবে (৩৬ বলে ৬০)।

জবাবে মাত্র ১৩৫ রানে গুটিয়ে যায় রশিদের নেতৃত্বাধীন এমআই কেপটাউন। রাসি ভ্যান ডার ডুসেন (২৮), রায়ান রিকেলটন (৩৩), নিকোলাস পুরান (২৫) ছাড়া বলার মতো রান পাননি আর কেউ। বোলিংয়ে অধিনায়ক কেশব মহারাজের (২৮/৩) সঙ্গে দুর্দান্ত সংগত দেন রাদারফোর্ড (২৪/৪)। জোড়া ফলার দাপটে ৮৫ রানের বড় ব্যবধানে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে তৃতীয় ম্যাচে প্রথম জয় তুলে নেয় সৌরভের প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস।

এসএ টি২০ লিগ

রোকো না থাকলে সংকটে পড়বে ওডিআই

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা অবসর নিলে অস্তিত্ব সংকটে পড়বে ওডিআই ক্রিকেট। টি২০-র আগমনে পঞ্চাশের ফরম্যাটের আকর্ষণ বর্তমানে অনেকটাই ফিকে। তারপর রোকোর মতো চরিত্র সরে দাঁড়ালে আরও আকর্ষণহীন হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখাই দায় হবে ওডিআইয়ের।

বিরাট, রোহিতরা ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে মরিয়া। তারপরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন। সেদিকেই ইঙ্গিত করে রোকো-পরবর্তী যুগে ওডিআই নিয়ে অশনিসংকেত অশ্বীনের। নিজের ইউটিউব চ্যানেল ‘অ্যাশ কি বাত’-এ প্রাক্তন অফস্পিনারের মন্তব্য, ‘২০২৭ বিশ্বকাপের পর ওডিআই ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে আমি নিশ্চিত নই। বরং কিছুটা চিন্তিত। বিশেষত, রোহিত, বিরাটের পর কী হবে?’ বিজয় হাজারে ট্রফির উদাহরণ টেনে অশ্বীন আরও বলেছেন, ‘রোকোর প্রত্যাবর্তনে বিজয় হাজারের মতো ঘরোয়া ট্রফি নিয়েও মানুষ উৎসাহ দেখাচ্ছে। মানছি যে কোনও খেলা সবসময় ক্রীড়াবিদদের ওপরে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে খেলাকে বাঁচিয়ে রাখতে তারকাদের প্রয়োজন। বিরাট-রোহিতের আকর্ষণ তেমনই। কিন্তু প্রশ্ন ওরা দুজনে যখন সরে যাবে? তখন ওডিআই ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কী হবে? আমি খুব একটা আশাবাদী নই।’

নিজেকে দর্শকের আসনে বসিয়ে অশ্বীন বলেছেন, ‘বিজয় হাজারে ট্রফি (৫০-৫০ ফরম্যাট) দেখছিলাম। কিন্তু সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির (২০-২০ ফরম্যাটে) তুলনায় সেভাবে আমাকে টানেনি। আমাদের বুঝতে হবে দর্শকরা কী চাইছে। টেস্টের একটা নিজস্ব গতি রয়েছে, দর্শকদের মধ্যে জায়গাও রয়েছে। কিন্তু ওডিআইয়ের সেই জায়গা কোথায়?’

বিরাট দাবি অশ্বীনের

সামিকে রেখেই কাল হয়তো দল ঘোষণা

মুম্বই, ১ জানুয়ারি : নতুন বছরে নতুন চ্যালেঞ্জ।

ফেব্রুয়ারির শুরুতেই ঘরের মাঠে টি২০ বিশ্বকাপের আসর। গতবারের বিজয়ী ভারতীয় দল খেতাব ধরে রাখার তাগিদ নিয়ে নামবে। বিশ্বকাপের আগে বছরটা অবশ্য শুরু হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই দ্বৈরথ (১১ জানুয়ারি) দিয়ে।

ওডিআইয়ের পর ভারত-নিউজিল্যান্ড ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজ। বিশ্বকাপের আগে যে সিরিজের দিকে স্বভাবতই চোখ থাকবে সবার। শেষবেলার প্রস্তুতিতে দলের ফাঁকফোকর ঠিক করে নেওয়ার সুযোগ গৌতম গম্ভীর-সূর্যকুমার যাদবদের জন্য। তার আগে শনিবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই দল বাছতে বসবেন অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি।

১১ জানুয়ারি প্রথম ওডিআই ম্যাচ ভদোদরায়। শেষ দুই ম্যাচ যথাক্রমে রাজকোট (১৪ জানুয়ারি) ও ইন্দোরে (১৮ জানুয়ারি)। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা যে সিরিজের মূল আকর্ষণ। ভারতের গত দুই ওডিআই সিরিজে দলের ব্যাটিংকে চেনা মেজাজে ভরসা জুগিয়েছেন। আসমুদ্র হিমাচল আবার শীতের আমেজ গায়ে মেখে রোকোর ব্যাটিং উত্তাপে মেতে ওঠার জন্য মুখিয়ে।

শনিবারের সম্ভাব্য দল নির্বাচন ঘিরে আলোচনার কেন্দ্রে মহম্মদ সামিও। গত ওডিআই বিশ্বকাপের পর চোটআঘাতের পর ভারতীয় দলের বাইরে। বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরলেও জাতীয় দলে ডাক পাননি। তবে চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে সামির ধারাবাহিক সাফল্যকে অস্বীকার করা সহজ হবে না। সূত্রের খবর, সবকিছু ঠিকঠাক চললে নিউজিল্যান্ড সিরিজে সামির প্রত্যাবর্তন কার্যত নিশ্চিত।

নিউজিল্যান্ড ওডিআই সিরিজ

টি২০ বিশ্বকাপের আগে যথাসম্ভব তরতাজা রাখতে ওডিআই সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে হার্দিক পান্ডিয়া, জসপ্রীত বুমরাহকে। সেক্ষেত্রে বুমরাহর পরিবর্তে সামিই পেস ব্রিগেডকে নেতৃত্ব দেবেন, দাবি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিকের।

গত দুই সিরিজের দল নির্বাচনি বৈঠকেও বাংলার পেসারের নাম উঠলেও ফিটনেসের যুক্তিতে শেষপর্যন্ত ডাক পাননি। আগরকারদের যে ‘ফিটনেস’ যুক্তি যদিও উড়িয়ে দেন স্বয়ং সামি। প্রকাশ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন, যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। বোর্ডের তরফেও এই ব্যাপারে নির্বাচক কমিটি, টিম ম্যানেজমেন্টকে বিশেষ বার্তাও দেওয়া হয়।

অপরদিকে, ওডিআই দলের সহ অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়ে টানাপোড়েন অব্যাহত। অক্টোবরের অস্ট্রেলিয়া সফরের চোটের পর থেকে মাঠের বাইরে। ব্যাটিং অনুশীলন শুরু করেছেন। কিন্তু এখনও বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের ক্রিকেট অফ এক্সেলেন্স থেকে খেলার ছাড়পত্র পাননি। সূত্রের খবর, শ্রেয়সের দ্রুত ওজন কমা চিন্তায় রেখেছে মেডিকেল টিমকে। তাই ধীরে চলো নীতিতে আরও সপ্তাহ খানেক অপেক্ষা করতে চাইছেন চিকিৎসকরা। শনিবার ঘোষিত দলে শ্রেয়সের থাকা নিয়ে স্বভাবতই অনিশ্চয়তা।

বাঁ হাঁটুতে চোট রয়েছে কিলিয়ান এমবাপের। কমপক্ষে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে।

বছরের শুরুতেই চোটে কাবু এমবাপে

মাদ্রিদ, ১ জানুয়ারি : স্প্যানিশ সুপার কাপ সেমিফাইনালের আগে দুঃসংবাদ রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরে। জাভি অলন্সোর চিন্তা বাড়ালেন কিলিয়ান এমবাপে।

বাঁ হাঁটুতে চোট। অস্বস্তি উপেক্ষা করেই খেলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই মরশুমে এখনও পর্যন্ত ২৫টি ম্যাচ খেলেছে রিয়াল। তার মধ্যে ২৪টি ম্যাচে মাঠে নেমেছেন এমবাপে। দুরন্ত ছন্দেও ছিলেন। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এই পর্যন্ত ২৯ গোল করেছেন। কিন্তু চোট নিয়ে অস্বস্তি ক্রমশ বাড়ছিল। টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রের খবর, বুধবার এমআরআই করানোর পরই দেখা যায় ফরাসি তারকার বাঁ হাঁটুতে চোট রয়েছে।

দুঃসংবাদ রিয়াল শিবিরে

সুস্থ হয়ে এমবাপের মাঠে ফিরতে কতদিন সময় লাগবে, সেই বিষয়ে কিছু নিশ্চিত করেনি রিয়াল মাদ্রিদ। তবে জানা যাচ্ছে, কমপক্ষে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। অর্থাৎ আগামী সপ্তাহে সুপার কাপ সেমিফাইনালে দলের অন্যতম সেরা তারকাকে পাবেন না অলন্সো। এছাড়া লা লিগায় পরবর্তী দুই ম্যাচ এবং তারপর উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মোনাকোর বিরুদ্ধেও এমবাপের খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

বিশ্বকাপের অস্ট্রেলিয়া দলে কামিন্স, নেই স্মিথ

সিডনি, ১ জানুয়ারি : নতুন বছরের প্রথম দিন।

বর্ষবরণের মেজাজে গোটা বিশ্ব। আর প্রথম দিনেই নতুন বছরের মেগা ইভেন্ট টি২০ বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। প্রত্যাশামাফিক টি২০ বিশ্বকাপ দলে প্যাট কামিন্স। অনিশ্চয়তা কাটিয়ে এদিন ঘোষিত ১৫ জনের দলে আছেন জোশ হ্যাজেলউডও।

দুই পেস তারকাই বেশ কিছুদিন ধরে চোটআঘাতে ভুগছেন। অ্যাসেজে ফিট হয়ে প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় চোট। ফের মাঠের বাইরে চলে যান কামিন্স। তারপর কামিন্সকে নিয়ে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল। হ্যাজেলউডের পাশাপাশি কামিন্সকে নিয়ে দোলাচল দূর।

হ্যাজেলউড শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে গত বছর ৩১ অক্টোবর। দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচের পর চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন। নির্বাচক কমিটির বিশ্বাস, বিশ্বকাপের আগে ম্যাচ ফিট হয়ে যাবেন হ্যাজেলউড।

প্রত্যাশামফিক ডাক পাননি স্টিভেন স্মিথও। মিচেল মার্শের নেতৃত্বাধীন ঘোষিত দলে মূলত তরুণ ও অভিজ্ঞতার মিশেল ঘটেছে। জেভিয়ার বার্টলেট, কুপার কনোলিদের পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছেন নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিনরা।

গ্রিনের পাশাপাশি মিডল অর্ডারে পাওয়ার হিটার হিসেবে প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানাতে আছেন টিম ডেভিড, দুই বর্ষীয়ান অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টোয়িনিস। স্পিন বিভাগের নেতৃত্বে অ্যাডাম জাম্পা। প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি বলেছেন, ‘ভারত, শ্রীলঙ্কার পরিবেশ, পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে দল তৈরি করেছি আমরা। কামিন্স, হ্যাজেলউড, ডেভিডরা সুস্থতার পথে। আশাবাদী ওদের বিশ্বকাপে পাওয়া নিয়ে।’

সিডনিতে পঞ্চম টেস্টের আগে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিসের সঙ্গে দেখা করলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস (বাঁয়ে)। স্টিভেন স্মিথদের সঙ্গে সেলফিও তুললেন অজি প্রধানমন্ত্রী।

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ দল : মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, কুপার কনোলি, প্যাট কামিন্স, টিম ডেভিড, ক্যামেরন গ্রিন, জোশ হ্যাজেলউড, নাথান এলিস, জোশ ইনলিশ, ট্রাভিস হেড, ম্যাথু কুহনেম্যান, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাথু শর্ট, অ্যাডাম জাম্পা ও মার্কাস স্টোয়িনিস।

সিডনি টেস্টে গ্রিন-লাবুশেন

অপরদিকে ৪ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু ‘নিউ ইয়ার টেস্টের’ দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। ৩-১-এর অনতিক্রম্য ব্যবধানে ইতিমধ্যে অ্যাসেজ জয় নিশ্চিত করে নিয়েছে। সিডনিতে ৪-১ করার লক্ষ্যে নামবে ক্যাঙারু ব্রিগেড। অনিশ্চয়তা থাকলেও ঘোষিত ১৫ জনের দলে গ্রিনকে রাখা হয়েছে। আছেন মার্নাস লাবুশেনও। সিরিজে বাড়তি চাপ থাকলেও মিচেল স্টার্ককে বিশ্রাম দেওয়ার রাস্তায় হাঁটেননি অজি নির্বাচকরা।

দলে রয়েছেন উসমান খোয়াজাও। চলতি অ্যাসেজ শেষে অবসর নিতে পারেন বলে খোয়াজাকে ঘিরে জল্পনা অজি ক্রিকেট মহলে। যে বিতর্ক উসকে দিয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক। ক্লার্কের দাবি, সিডনিতেই ফেয়ারওয়েল টেস্ট খেলতে নামছেন খোয়াজা। যে দাবির প্রেক্ষিতে খোয়াজার দিকে বাড়তি নজর থাকবে সবার।

সিডনি টেস্টের দল : স্টিভেন স্মিথ (অধিনায়ক), স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, ব্রেন্ডন ডগেট, ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিশ, উসমান খোয়াজা, মার্নাস লাবুশেন, টড মার্ফি, মাইকেল নেসের, ঝেই রিচার্ডসন, মিচেল স্টার্ক, জেক ওয়াদারল্ড ও বিউ ওয়েবস্টার।

আর্থিক দায়ের প্রশ্নে চিঠি ১৩ ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : দেশের সর্বোচ্চ লিগে অংশগ্রহণের সম্মতি দিল কেবল জামশেদপুর এফসি। পাঁচ দফা প্রশ্ন ও দাবি জানিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছে পালটা চিঠি পাঠাল বাংলার তিন প্রধান সহ মোট ১৩টি ক্লাব।

সুখবর এল না বছরের প্রথম দিনেও। আইএসএলে অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বুধবারই ক্লাবগুলিকে চিঠি পাঠায় এআইএফএফ। উত্তর জানানোর জন্য সময় দেওয়া হয় একদিন। এর মধ্যে জামশেদপুর জানিয়েছে, তারা দেশের সর্বোচ্চ লিগে দল নামাতে রাজি। অন্যদিকে, শর্তসাপেক্ষে লিগে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা জানাল বাকি ১৩ ক্লাব। তাদের পাঁচ দাবির বেশিরভাগটাই আর্থিক ব্যয়ভার সংক্রান্ত।

চিঠিতে লেখা হয়েছে, দেশের সর্বোচ্চ লিগ আয়োজনের জন্য কোনও বাণিজ্যিক অংশীদার পাওয়া না গেলে এবং সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি করা সম্ভব না হলে আয়োজক ফেডারেশন সমস্ত আর্থিক দায়ভার নেবে, এই নিশ্চয়তা দিতে হবে। তাদের দাবি, ২০২৫-'২৬ মরশুমে দেশের সর্বোচ্চ লিগে খেলার জন্য কোনও অংশগ্রহণ ফি নেওয়া যাবে না। বলা হয়েছে, এই মরশুমে যেহেতু সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে লিগ অনুষ্ঠিত হবে, আয়ের নির্দিষ্ট কোনও কাঠামো নেই, তাই অংশগ্রহণ ফি বা অনুরূপ কোনও অর্থ ক্লাবগুলির কাছে দাবি করতে পারবে না এআইএফএফ। অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলি কেবল দল পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয়ভার বহন করবে।

একনজরে ১৩ ক্লাবের দাবি

- বাণিজ্যিক অংশীদার না থাকলে আর্থিক দায়ভার নিতে হবে ফেডারেশনকে।
- প্রস্তাবিত সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে লিগ হলে অংশগ্রহণ ফি মকুব করতে হবে।
- অতিরিক্ত এবং অনির্দিষ্ট কোনও ব্যয়ভার ক্লাবগুলির ওপর আরোপ করা যাবে না।
- লিগের নির্দিষ্ট দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা লিখিতভাবে পেশ করতে হবে।
- ব্যয়ভার কমাতে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য গ্রহণ করতে হবে ফেডারেশনকে।

এখানেই প্রশ্ন উঠছে, এর আগে আইএসএল ক্লাবজোট নিজেরাই লিগ আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছিল ফেডারেশনকে। এখন দেশের সর্বোচ্চ লিগের মূল আয়োজক যেহেতু ফেডারেশন সেই কারণেই কি আর্থিক দায় এড়াতে চাইছে তারা?

রাজি কেবল জামশেদপুর

এখানেই অবশ্য শেষ নয়। এর সঙ্গে সঙ্গেই লিগের নির্দিষ্ট সময়সূচি, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, রাজস্ব বণ্টন সহ বিস্তারিত বিবরণ লিখিতভাবে পেশ করতে বলা হয়েছে ফেডারেশনকে। ব্যয়ভার কমাতে এআইএফএফ-কে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। সবশেষে বলা হয়েছে, 'উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে নিশ্চয়তা দিলে তবেই আনুষ্ঠানিকভাবে লিগে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে ১৩ ক্লাব। একইসঙ্গে এআইএফএফ-কে লিগ আয়োজনে পূর্ণ সহায়তা করা হবে।' চিঠিতে এটাও বলা হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য কখনোই মরশুম বিলম্বিত বা ব্যাহত করা নয়। চিঠিটি পাঠিয়েছেন স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির সিইও ধ্রুব সুদ। সই করেছেন বাকি ১২ ক্লাবের প্রতিনিধি।

এই চিঠি প্রসঙ্গে ফেডারেশনের তৈরি করা তিন সদস্যের কমিটির অন্যতম প্রতিনিধি তথা আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানালেন, সময়মতো উত্তর দেওয়া হবে ক্লাবগুলিকে।

বিরক্তি, আক্ষেপে অবসর প্রাঞ্জলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা করলেন দেশের অন্যতম সেরা রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়।

> এআইএফএফ রেফারি বিভাগ রেফারিদের বিষয়ে উদাসীন। ঠিকমতো যোগাযোগ করে না।
>
> -প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়

এআইএফএফ রেফারি বিভাগের কাজে বেশ বিরক্ত প্রাঞ্জল। তাই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে প্রাঞ্জল বলেছেন, 'এআইএফএফ রেফারি বিভাগ রেফারিদের বিষয়ে উদাসীন। ঠিকমতো যোগাযোগ করে না। ভার চালু করার বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নেই। ফলে আমার সামনে এগিয়ে যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। তাই অবসরের সিদ্ধান্ত।'

অবসর নেওয়ার পর বাংলার এই রেফারির অবশ্য একটা আক্ষেপ থেকে গেল। প্রাঞ্জল বলেছেন, 'আমি এশিয়ার প্রায় সব প্রতিযোগিতায় রেফারিং করেছি। ৯৯টা আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনা করেছি। আর একটা ম্যাচ পরিচালনা করলে সেঞ্চুরি হয়ে যেত।'

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তর থেকে অবসর নিলেও কলকাতা লিগে রেফারিং করাবেন প্রাঞ্জল। ভবিষ্যতে বাংলা থেকে সম্ভাবনাময় রেফারি হিসেবে রোহন দাশগুপ্ত ও সুরজিৎ দাসের নাম বলেছেন তিনি।

স্মরণ সভা

বেহালাবাদক স্বর্গীয় বৃন্দাবন চন্দ্র সাহার স্মরণে আগামী ৩রা জানুয়ারি ২৬ (শনিবার) আয়োজিত স্মরণ সভায় আপনাদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য, স্থান : নিজ বাসভবন মুকুন্দ দাস রোড, নিউ মিলনপল্লী।

বিনীত -
সাহা পরিবার

প্রথম হার সুন্দরবনের

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগে প্রথম হারের মুখ দেখল মেহতাব হোসেনের সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠ ক্যানিং স্টেডিয়ামে মেদিনীপুর এফসির কাছে ২-০ গোলে হেরে গেল দক্ষিণের দলটি। এদিন জিততে পারলে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান দখল করতে পারত সুন্দরবন। সেই লক্ষ্যে ধাক্কা খেল মেহতাবের দল। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে মেদিনীপুরকে এগিয়ে দেন সুদীপ। ৮১ মিনিটে গোল করে দলের ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করেন কুশ হাঁসদা।

প্রথম অরুণ, দ্বিতীয় রকি

দেওয়ানহাট, ১ জানুয়ারি : বলরামপুর আমরা কজন সংঘের পরিচালনায় ও জিরানপুর কালচারাল ক্লাবের সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার ভোরে বলরামপুর ও জিরানপুরের মধ্যে ১২ কিলোমিটার রোড রেস অনুষ্ঠিত হয়। রেসে প্রথম হয়েছেন কালচিনির বাসিন্দা অরুণ তামাং। কামাখ্যাগুড়ির রকি চক্রবর্তী দ্বিতীয় ও নাটাবাড়ির সুদীপ সরকার তৃতীয় হয়েছেন। দৌড় ঘিরে অনুরাগীদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হয়েছিল।

জাতীয় দলে কেন নেই? তোপ দিলীপের

সেঞ্চুরির পরও ভাইকে নিয়ে আফসোস সরফুর!

মুম্বই, ১ জানুয়ারি : জাতীয় দলে আপাতত ব্রাত্য।

তবে দমে যাননি সরফরাজ খান। বরং নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়েছেন ফের টিম ইন্ডিয়ার বন্ধ দরজাটা খোলার জন্য। বুধবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে মুম্বইয়ের হয়ে ৭৫ বলে ১৫৭ রানের দুরন্ত ইনিংসে নিজের দাবিটা আরও জোরালো করেছেন।

৯টি চার ও ১৪টি ছক্কায় ঝড় বইয়ে দিয়েও মন খারাপ সরফরাজের! সৌজন্যে ভাই মুশির খানের সেঞ্চুরি না হওয়া। মুম্বইকে জয় এনে দেওয়া স্পেশাল ইনিংসের পর সরফু বলেছেন, 'একই ম্যাচে দুই ভাই একসঙ্গে সেঞ্চুরি করতে চাই। আমাদের দুইজনেরই এটা স্বপ্ন। গত রনজি ট্রফিতে স্বপ্নটা প্রায় পূরণ করে ফেলেছিলাম। কিন্তু পঞ্চাশের পর আউট হয়ে যাই আমরা। ভেবেছিলাম এদিন হয়ে যাবে। মুশিরও খুব ভালো খেলছিল। কিন্তু স্বপ্ন বলে কথা, অত সহজে পূরণ হয় না!'

মনের মধ্যে আরও একটা ইচ্ছে পুষে রেখেছেন। ভারতীয় ওডিআই দলে জায়গা করে নেওয়া। সরফরাজের কথায়, ৫০-৫০ ফরম্যাটে প্রচুর ম্যাচ খেলেছেন। জানেন কীভাবে ইনিংসের গতি বাড়াতে হয়। সময় নিয়ে ইনিংস তৈরি, শট খেলার সুযোগ থাকে ওডিআইয়ে। আশাবাদী, যা কাজে লাগিয়ে নির্বাচকদের গুডবুকে ঢুকে পড়তে পারবেন।

> তিন ফরম্যাটে খেলার দক্ষতা রয়েছে সরফরাজের। ওর মতো একজন প্রতিভাবান ক্রিকেটারকে অবহেলা করা, দলে না রাখাটা সত্যিই লজ্জার।
>
> -দিলীপ বেঙ্গসরকার

এদিকে, জাতীয় দলে ফেরার লড়াইয়ে সরফরাজ পাশে পেলেন নির্বাচক কমিটির প্রাক্তন প্রধান দিলীপ বেঙ্গসরকারকে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের মতে, জাতীয় দলে সরফরাজকে না রাখা অযৌক্তিক। নির্বাচক, টিম ম্যানেজমেন্টকে একহাত নিয়ে বেঙ্গসরকার বলেছেন, 'ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছে সরফরাজ। জাতীয় দলে যখন ডাক পেয়েছে, তখনও রান পেয়েছে। তারপরও দলের বাইরে! আমি যার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না।'

ধরমশালা টেস্টের (২০২৪-এর মার্চ) প্রসঙ্গ টেনে আরও বলেছেন, 'ধরমশালায় দেবদত্ত পাডিক্কাল আর সরফরাজের ব্যাটিং দেখেছিলাম। দুর্দান্ত পার্টনারশিপ গড়েছিল দুজনে। ভারতের জয়ে যে পার্টনারশিপ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অথচ, তারপর সুযোগই পেল না। কখনও ডাক পায়নি। কখনও বা দলে থেকেও প্রথম একাদশে জায়গা হয়নি। নির্বাচকদের যে সিদ্ধান্ত আমাকে যারপরনাই অবাক করে। তিন ফরম্যাটে খেলার দক্ষতা রয়েছে সরফরাজের। ওর মতো একজন প্রতিভাবান ক্রিকেটারকে অবহেলা করা, দলে না রাখাটা সত্যিই লজ্জার।'

ভেনাসের দৌড়ে দ্বিতীয় অনিশা

ফালাকাটা, ১ জানুয়ারি : ভেনাস ক্লাবের পরিচালনায় বৃহস্পতিবার জাতীয় স্তরের হাফ ম্যারাথন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল ফালাকাটায়। প্রতিবেশী দেশ ভুটান, নেপাল ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিযোগীরা এতে অংশ নেয়। পুরুষ বিভাগে ১৩ কিলোমিটারে প্রথম হয়েছেন বিহারের প্রিন্সরাজ মিশ্রা। দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রের বিশাল ওয়াডজে এবং তৃতীয় জলপাইগুড়ির জয়ন্ত দাস। মহিলা বিভাগের ৭ কিলোমিটার দৌড়ে প্রথম ঝাড়খণ্ডের পূজা সিং। দ্বিতীয় শিলিগুড়ির অনিশা মুন্ডা এবং তৃতীয় গরুবাথানের সবিনা রাই। ভেনাস ক্লাবের সচিব পাপ্পু নন্দী বলেছেন, 'বিশ্ব শান্তির কামনায় আমাদের এই আয়োজন।'

হারল তরুণ

কোচবিহার, ১ জানুয়ারি : বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশনের ১৬ দলীয় ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার সিকিমের জয়সওয়াল ব্রাদার্স ৬ উইকেটে হারিয়েছে হাজরাপাড়া তরুণ দলকে। এমজেএন স্টেডিয়ামে টসে জিতে তরুণ দল ১৭.৪ ওভারে ১৫৪ রানে অল আউট হয়। কল্যাণ বর্মা ৪২ রান করেন। জবাবে ব্রাদার্স ১৭.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫৬ রান তুলে নেয়। জাহির খান ১৪ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবের অংশু রাম।

কোয়ার্টারে হার জাগরণীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি : জাগরণী সংঘের মাস্টার প্রীতনাথ চ্যাম্পিয়ন গোল্ড কাপ, সাবিত্রীদেবী জাজোদিয়া রানার্স সিলভার কাপ ট্রফি ১১ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৪ ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেল আয়োজকদের কোচিং সেন্টার। বৃহস্পতিবার সূর্যনগর পুরনিগমের মাঠে জাগরণীকে ৪০ রানে হারিয়েছে কলকাতার খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাব। প্রথমে খিদিরপুর ২৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯০ রান করে। অংশু রাম ৩৪ ও জাদিদ জাভেদ ২৫ রান রেখে এসেছে। যশ প্রসাদ ৪৬ রানে নিয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেছে খুশবন্ত পালও (৩১/২)। জবাবে জাগরণী ২৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫০ রানে আটকে যায়। সূর্যকান্তের অবদান ৩৫ রান। অংশু ২৮ ও বিবেক কুমার ৩৭ রানে ২ উইকেট নেয়। ম্যাচের সেরা অংশু। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে জলপাইগুড়ির রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন মুখোমুখি হবে নেপালের বোস্টন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির।

আজ ফাজিলাদের সামনে নীতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : টানা তিন ম্যাচে জয়। ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের রাজত্ব চলছে।

তবে এবার লাল-হলুদের সামনে আসল লড়াই। কারণ শুক্রবার লিগ শীর্ষে থাকা নীতা ফুটবল অ্যাকাডেমির মুখোমুখি হবে তারা। এহেন কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়ার আগে কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ বলেছেন, 'নীতা অ্যাকাডেমি এখনও পর্যন্ত মাত্র দুইটি গোল হজম করেছে। তাই শুক্রবার আমাদের জন্য কাজটা কঠিন হতে চলেছে। তবে জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামব আমরা।'

শুক্রবার ৩ পয়েন্ট পেতে ফাজিলা ইকওয়াপুট-সৌম্যা গুগুলোথের জুটিই ভরসা লাল-হলুদের।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন

বাসিন্দা উত্তম মন্ডল - কে 01.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 42E 95725 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই অভিজ্ঞতা আরও স্থিতিশীল, আশা এবং ভবিষ্যতের পথ খুলে দিয়েছে। এই স্মরণীয় সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি মন থেকে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই। এই জয় আমাকে খুবই আনন্দিত করে তুলেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।